প্রতাপচাঁদ।

(ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস।)

বৰ্দ্ধমান গৌরভাঙ্গা-নিবাসী
শ্রীক্ষেত্রমোহন ঘোষ প্রণীত
ও প্রকাশিত।

CHAITANYA PRESS :
CALCUTTA.
1903.

মূল্য ১৲ টাকা।

কলিকাতা, ৩৩৬ নং অপার চিৎপুর রোড, চৈতন্যপ্রেসে
শ্রীনীলমণি ধর দ্বারা মুদ্রিত।

উৎসর্গ পত্র।

যাঁহার

স্থিরপ্রবাহ স্নেহ-তটিনীর স্নিগ্ধবারি-রাশিতে আমার জীবনমরু চির শীতল; সহায়-সম্বলহীন শৈশবে, চপল বাল্য-কৈশোরে এবং এই উদ্দাম যৌবনের দুঃখ-দুর্দ্দিনে যিনি আমার শান্তিরূপা আশ্রয়দাত্রী, আমরণ যাঁহার স্মৃতি আমার চিরপূজ্যা এবং যিনি সংসারে আমার প্রত্যক্ষদেবতা, তাঁহারই চরণাম্বুজতলে আমার এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ আন্তরিক ভক্তিসহকারে উৎসর্গীকৃত হইল।

ক্ষেত্রমোহন।

প্রতাপচাঁদ

প্রতাপচাঁদ।

প্রতাপচাঁদ।

প্রথম স্তর।

প্রথম স্তর

সর্ব্বস্বপণ।

সর্ব্বস্বপণ

প্রতাপচাঁদ রায় ডিটেক্‌টিভ পুলিসের একজন প্রধান প্রবীণ কর্ম্মচারী। কূট বিষয়ের মীমাংসায়, জটিল মোকদ্দমার বিশ্লেষণে, দুর্ভেদ্য রহস্যপূর্ণ ঘটনার মর্ম্মোদ্ঘাটনে তাঁহার তুল্য দ্বিতীয় ব্যক্তি তখন পুলিসবিভাগে ছিল কি না সন্দেহ।

এক দিবস অপরাহ্নে বৈঠকখানায় অর্দ্ধশায়িত, অর্দ্ধোপবিষ্ট হইয়া প্রতাপ বাবু তাম্রকূট-ধূমপান করিতেছিলেন। ডিটেক্‌টিভ বাবুর শ্মশ্রুগুম্ফহীন অধরোষ্ঠ চুম্বনে প্রফুল্লিত হইয়া, গুড়্‌গুড়ার নলটী শয্যার উপর অঙ্গ ঢালিয়া পড়িয়াছিল, সম্মুখে একখানি সংবাদ পত্র বিস্তৃত। তাহার একাংশে তাঁহার দৃষ্টি সংবদ্ধ। সংবাদপত্র পাঠ করিতে করিতে সময়ে সময়ে তাঁহার প্রশস্ত ললাট কুঞ্চিত, ভ্রূযুগ সঙ্কুচিত এবং মুখভাব গাম্ভীর্য্যপূর্ণ হইতে-

ছিল। এক একবার মুখ হইতে নলটী খুলিয়া ধূমরাশি বিকীর্ণ করিতে করিতে, উর্দ্ধদৃষ্টি হইয়া কি ভাবিতেছিলেন।

সংবাদ-পত্রের যে স্তম্ভে তাঁহার দৃষ্টি নিবদ্ধ, তাহাতে একটী লোমহর্ষণ দুর্ঘটনার বিষয় প্রকটিত হইয়াছিল। পাঠকবর্গের অবগতির জন্য তাহার সারাংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

রামেশ্বর দাস কলিকাতার প্রসিদ্ধ মল্লিক বাবুদের জমিদারী সেরেস্তার একজন বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী। তাঁহার পিতা ৺ গোবর্দ্ধন দাস প্রায় ত্রিশ বৎসরকাল এই সংসারে সুখ্যাতির সহিত কর্ম্ম করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুর পর রামেশ্বর সেই কার্য্যে নিযুক্ত হয় এবং বেশ বিশ্বস্ততার সহিত আজ সাত বৎসর কার্য্য করিয়া আসিতেছে। হঠাৎ একদিবস প্রকাশ পাইল, রামেশ্বর নগদ টাকা, বন্ধকি-অলঙ্কার, হুণ্ডি, প্রয়োজনীয় দলিল প্রভৃতিতে প্রায় বিশ হাজার টাকা লইয়া পলায়ন করিয়াছে। বাবুরা পুলিসে সংবাদ দিলেন। রামেশ্বরের গ্রেপ্তারের জন্য পরওয়ানা বাহির হইল, কিন্তু তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার পূর্ব্বেই হতভাগ্য আত্মহত্যা করিয়া বসিল। তাহার উপাধানের নিম্নে এবং সম্মুখস্থ টেবিলের উপর কতকগুলি কাগজপত্র পাওয়া গেল। তাহাতে উক্ত মল্লিক বাবুদের আর একজন কর্ম্মচারী নবীনচন্দ্র সরকারকে এই চৌর্য্যব্যাপারে সংশ্লিষ্ট বলিয়া সুস্পষ্ট প্রমাণীকৃত হইল। নবীন একজন পাকা জালিয়াৎ, সেই এই কার্য্যের প্রধান উদ্যোক্তা—রামেশ্বর সহায়তাকারী মাত্র। মৃত রামেশ্বরের পত্রাদিতে নবীনের বিরুদ্ধে যে সকল অভিযোগ উল্লিখিত হইয়াছিল, অনুসন্ধানেও তাহার অনেকগুলি প্রমাণীকৃত হইল।

নবীন সহসা অভিযুক্ত হইয়া আত্মহারা হইয়া পড়িল। নিজের নির্দ্দোষিতা সম্বন্ধে পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিলেও, কেহ তাহার কথায় বিশ্বাস করিল না। অনুসন্ধানে তাহার চরিত্র সম্বন্ধে যাহা জানা গিয়াছে, তাহাও তাহার পক্ষে তত মঙ্গলজনক নয়। নবীন পূর্ব্বে অপর একস্থলে কর্ম্ম করিত, সেখান হইতেও কোন দোষের জন্য পদচ্যুত হয়। জুয়ার আড্ডায় এবং ঘোড়দৌড়ে প্রায়ই তাহার গতিবিধি ছিল।

অপহৃত দ্রব্য সমুদয় প্রত্যর্পণ করিলে, মল্লিক বাবুরা তাঁহার বিরুদ্ধে আর কোন অভিযোগ আনিবেন না প্রতিশ্রুত হইলেন কিন্তু নবীন পূর্ব্ববৎ কহিল, "আমি সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী—ইহার কিছুই জানি না—কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।"

নবীন কিছুই বুঝুক আর নাই বুঝুক, পুলিস তাহাকে দোষী বুঝিয়া হাজতে প্রেরণ করিলেন।

প্রতাপ বাবু এই ঘটনাটী পাঠ করিতেছিলেন। অপরাপর পুলিস-কর্ম্মচারীর ন্যায় তিনিও নবীনকে দোষী সাব্যস্ত করিলেন। কিন্তু একটা বিষয় তাঁহার তত ভাল লাগিল না। রামেশ্বর আত্মহত্যা করিল কেন? সে যদি নির্দ্দোষী, তবে তাহার এত ভয় কিসের?

রামেশ্বরের ভয় যে জন্যই হউক, প্রতাপ বাবু সে বিষয়ে আর অধিক মনোযোগ দিলেন না, সংবাদপত্রের অপরাপর অংশ পাঠ করিতে লাগিলেন।

একজন ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল, "বাবু! একটী স্ত্রীলোক আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিতেছে।"

বাবু সে বিষয়ে তত মনোযোগ না দিয়া, গড়গড়ার নলটী

মুহূর্ত্তের জন্য মুখ হইতে অপসারিত করিয়া, অন্যমনস্কভাবে অথচ কিছু বিস্ময়ের স্বরে কহিলেন, "স্ত্রীলোক !"

ভৃত্য কহিল, "হাঁ বাবু! স্ত্রীলোক। কোলে একটী ছেলে আছে।"

বাবু পূর্ব্ববৎ অন্যমনস্কভাবে কহিলেন, "বোধ হয় ভিখারিণী, কিছু পয়সা দিয়া বিদায় করিয়া দাও।"

ভৃত্য। না বাবু ভিখারী নয়, ভদ্রঘরের স্ত্রীলোক বলিয়া বোধ হয়। কষ্টে পড়িয়াছে, একবার আপনার সাক্ষাৎ চাহে।

বাবু। লইয়া আইস।

ভৃত্য চলিয়া গেল এবং রোরুদ্যমানা ব্যেপুথমতী এক রমণীর সহিত বৈঠকখানার দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া কহিল, "এই আসিয়াছে।"

প্রতাপ বাবু সংবাদপত্র এবং গড়াগড়ার নল ফেলিয়া উঠিয়া বসিলেন এবং দ্বারপার্শ্বে দণ্ডায়মানা ব্রীড়াসঙ্কুচিতা যুবতীর প্রতি একবার দৃষ্টি সঞ্চালন করিলেন। যুবতীর বামক্রোড়ে একটী শিশু সন্তান। মুখে অবগুণ্ঠন—অবগুণ্ঠন ঈষৎ সরিয়া পড়িয়াছে। মুখখানি ম্লান—অক্ষিপল্লব অশ্রুসিক্ত। রমণী শ্যামাঙ্গী—অঙ্গ অন্য আভরণ পরিশূন্য—যুগল হস্তে কেবল কয়েকগাছি কাঁচের চুড়ি মাত্র।

প্রতাপ বাবু প্রথম দৃষ্টিতেই এতগুলি বিষয় দেখিয়া লই-লেন। আরও দেখিলেন, রমণী কোন বিষয়ে মর্ম্মান্তিক যাতনা পাইতেছে। তিনি তাঁহার স্বাভাবিক কোমল স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার নিকট তোমার কি আবশ্যক? তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ?"

রমণী কথা কহিতে চেষ্টা করিল, পারিল না। রসনা জড়িত হইয়া আসিল। প্রতাপবাবু তাহার ভাব বুঝিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর কোমলকণ্ঠে কহিলেন; "ভয় কি মা! কি জন্ম আসিয়াছ বল। তোমার ভাব দেখিয়া আমার বোধ হইতেছে, তুমি কোন বিপদে পড়িয়াছ, প্রকাশ করিয়া বল, আমার সাধ্যাতীত না হইলে তোমায় সাহায্য করিব।"

রমণী প্রতাপ বাবুর কথায় সাহস পাইয়া, জড়িতস্বরে কহিল, "আপনি আমার পিতা। আমি আপনার কন্যা। বড় বিপদে পড়িয়া আমি আপনার আশ্রিত হইয়াছি। আপনি ভিন্ন এ জগতে আমাকে সাহায্য করিবে, এমন লোক আর কেহ নাই।"

প্রতাপ। আমার দ্বারা তোমার কি উপকার হইবে? আমার নিকট তুমি কি সাহায্য চাও?

রমণী। আমার স্বামী হাজতে—বিনা দোষে—কুলোকের কুচক্রে তিনি বিপন্ন, তাঁহাকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে হইবে। আপনি বিপন্নের সহায়—বিপদে তাঁহাকে সাহায্য করুন—তিনটী প্রাণীর প্রাণ রক্ষা করুন। স্বামীকে যদি বিপদ হইতে মুক্ত করিতে না পারি, আমি আত্মহত্যা করিব। অপগণ্ড শিশু আমার অভাবে প্রাণ হারাইবে—স্ত্রীপুত্রের বিয়োগে কারাকষ্টে আমার স্বামীর জীবনান্ত ঘটিবে। আপনার সহায়তা ভিন্ন এই তিনটী নরনারী হত্যা হইবে। আপনার চরণে ধরিয়া প্রার্থনা করিতেছি, অভাগিনী কন্যার কাতর মুখ পানে চাহিয়া সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হউন, ভগবান আপনার মঙ্গল করিবেন।

প্রতাপ বাবুর হৃদয় স্বাভাবিক দয়ার্দ্র। রমণীর করুণ উক্তিতে তাঁহার হৃদয়ে আঘাত লাগিল। তিনি রমণীকে বসিতে বলিলেন। রমণী একপার্শ্বে উপবিষ্টা হইলে জিজ্ঞাসিলেন, "তুমি এখন কোথা হইতে আসিতেছ?"

রমণী। বাগবাজার।

প্রতাপ। তোমার আর কে আছে?

রমণী। সংসারে স্বামী এবং এই শিশুপুত্র ভিন্ন আর কেহ নাই।

প্রতাপ। পিতা মাতা, শ্বশুর শ্বাশুড়ী?

রমণী। না।

প্রতাপ। তোমার স্বামীর নাম কি?

রমণী নীরব। প্রতাপবাবু তাহার মনোভাব বুঝিয়া কহিলেন, "আমাদের হিন্দু রমণীরা স্বামীর নাম উচ্চারণ করে না কিন্তু মা যেখানে উপায় নাই, সেখানে দোষ কি?"

রমণী লজ্জাবনতমুখী হইয়া কহিল, "নবীনচন্দ্র সরকার।"

"নবীনচন্দ্র সরকার!" প্রতাপ বাবুর মুখ হইতেও তাঁহার অজ্ঞাতে ঐ নামটী বিস্ময়সূচিতস্বরে উচ্চারিত হইল। সে স্বরে রমণী পর্য্যন্ত চমকিত হইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল।

ইহার পর উভয়েই কিছুক্ষণের জন্য নীরব। উভয়ের চিন্তা ভিন্ন প্রকার। প্রতাপ বাবু প্রথমে কথা কহিলেন; জিজ্ঞাসিলেন, "তোমার স্বামী কোথায় কাজ করিতেন?"

রমণী। মল্লিক বাবুদের বাড়ীতে।

প্রতাপ। তুমি আমার নিকট আসিয়াছ সত্য, কিন্তু আমার দ্বারা ইহার কোন প্রতীকার হইবে না। যে সকল

প্রমাণ সংগ্রহীত হইয়াছে, তাহাতে তোমার স্বামীকে সম্পূর্ণ দোষী বলিয়া বোধ হয়।

রমণী কাতরকণ্ঠে কহিল, "না মহাশয়! আমার স্বামী সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী।"

প্রতাপ। কি করিয়া জানিলে তোমার স্বামী নিষ্পাপ?

রমণী। তিনি আমার নিকট বলিয়াছিলেন, তাঁহার কোন দোষ নাই।

প্রতাপ। তুমি বিশ্বাস করিয়াছ?

রমণী। সম্পূর্ণ।

প্রতাপ। তোমাদের কত দিন বিবাহ হইয়াছে?

রমণী। প্রায় পাঁচ বৎসর।

প্রতাপ। তোমার স্বামীর স্বভাব চরিত্র কিরূপ?

রমণী। বিবাহের পূর্ব্বে কতকটা উচ্ছৃঙ্খল ছিল, কিন্তু এই পাঁচ বৎসরে তাঁহার চরিত্রে কোন দোষ দেখি নাই।

প্রতাপ। তোমার মত সরলাকে প্রবঞ্চনা করা বড় কঠিন নয়।

লজ্জায় রমণী মুখ নত করিল। পরমুহূর্ত্তে ধীরস্বরে কহিল, "সত্য কিন্তু আমার নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়া, কখন তিনি ভঙ্গ করেন নাই। তাঁহার প্রকৃতিও বড় সরল। তাঁহার মত লোকের দ্বারা এরূপ কার্য্য অসম্ভব।"

প্রতাপ। এ পর্য্যন্ত অনুসন্ধানে যাহা কিছু জানা গিয়াছে, সকলই তোমার স্বামীর বিরুদ্ধে। তোমার স্বামীকে দোষী বলিয়া সকলেরই বিশ্বাস। উপস্থিত সময় পর্য্যন্ত আমিও তাহাকে দোষী বলিয়া বিশ্বাস করি। এরূপ অবস্থায় আমার

দ্বারা তোমার কি উপকার হইবে মা? পাপীকে আমি নিষ্পাপ করিতে পারিব না।

রমণী। যদি তিনি পাপ করিয়া থাকেন, তাহার ফল তিনি ভোগ করিবেন; তাঁহার পাপকর্ম্মে সহায়তা করিবার জন্য—লোকের চক্ষে ধূলি দিয়া, তাঁহাকে নির্দ্দোষী প্রমাণ করিবার জন্য আমি আপনার নিকট আসি নাই। আমার বিশ্বাস আমার স্বামী নিষ্পাপ, কুলোকের কুচক্রে তিনি বিপন্ন। বিপন্নের সাহায্যে মহাপুণ্য আছে। আপনি বুঝিতে পারিতেছেন না, আমি কি কষ্টে পড়িয়া আপনার নিকট আসিয়াছি। নিঃসহায়া অবলার প্রতি কৃপা করুন, পরমেশ্বর আপনার মঙ্গল করিবেন।

প্রতাপ বাবু কিছুক্ষণ মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন, তাহার পর কহিলেন, "আচ্ছা, আমি এ বিষয়ে তদারক করিব। যদি সুবিধা বুঝি, মোকদ্দমা হাতে লইব। তুমি কাল সন্ধ্যার সময় একবার আসিও।"

যুবতীর নিরাশাবিমলিন মুখে আশার আলোক প্রতিফলিত হইল। ব্যগ্রকণ্ঠে কহিল, "অনুসন্ধান করুন, জানিতে পারিবেন আমার ধারণা অমূলক নয়, আমার স্বামী আমার নিকট মিথ্যা বলেন নাই।"

প্রতাপ। তোমার নাম কি মা?

যুবতী লজ্জাবনতমুখে কহিল, "সরলা।"

প্রতাপ। আচ্ছা মা তুমি এখন যাইতে পার। কাল আসিলে আমার দ্বারা এ কার্য্য হইবে কিনা জানিতে পারিবে।

সরলা ...পেক্ষা করিতে লাগিল। তাহার আরও কিছু

বক্তব্য আছে ভাবিয়া, প্রতাপ বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর কিছু কি বলিবার আছে ?"

সরলা শিশু সন্তানটীকে বক্ষে ধরিয়া, অশ্রুসিক্ত নয়নে তাহার মুখ প্রতি চাহিতে চাহিতে জিজ্ঞাসা করিল, "আমায় কি দিতে হইবে—কত টাকা লাগিবে ?"

প্রতাপ বাবু সরলার মুখের দিকে চাহিয়া একটু হাসিলেন, তাহার পর কহিলেন, "কি দিতে পারিবে ?"

সরলা। আমরা বড় গরীব। আমার স্বামীর কিছুমাত্র সঞ্চিত অর্থ নাই। আমার গায়ে যে দুই একখানি সোণার গহনা আছে—ঘরে যে ঘটী বাটী আছে, তাহা বেচিয়া যাহা পাইব, তাহাই আপনাকে দিব।

প্রতাপ। তোমার স্বামী নির্দ্দোষী হইলেও, তাহার মুক্তি পাইতে বিলম্ব আছে; ঘটীবাটী অলঙ্কার বেচিয়া আমায় যদি সর্ব্বস্ব দাও, তুমিই বা কি খাইবে, আর ঐ সন্তানটীকেই বা কিরূপে বাঁচাইবে ?

সরলার চক্ষে জল আসিল। ভগ্নকণ্ঠে অস্পষ্ট উচ্চারিত হইল, "ভিক্ষা !"

প্রতাপবাবু কোমলস্বরে কহিলেন, "না—মা ! তোমায় ভিক্ষা করিতে হইবে না। যদি আমি মোকদ্দমা গ্রহণ করি, তোমায় কিছু দিতে হইবে না। আমি বিনা ব্যয়ে তোমার কার্য্য সমাধা করিয়া দিব। তোমার অচলা পতিভক্তি দেখিয়া আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি। আমি যাহা করিব—তোমারই জন্য করিব। তোমার মত সরলা পতিপরায়ণা রমণী বড়ই দুর্ল্লভ। তুমি যাহার গৃহলক্ষ্মী—সে কখনই পিশাচপ্রকৃতি [illegible]—যদি

হয়, বিধাতার সৃষ্টির বৈচিত্র্য আছে। যাও মা, তুমি ঘরে যাও—কাল আসিও—সকল কথা জানিতে পারিবে।"

সরলা আশ্বস্ত হইয়া, পরমেশ্বরের নিকট প্রতাপ বাবুর মঙ্গলকামনা করিতে করিতে বিদায় হইল।

প্রতাপ বাবু অনেকক্ষণ ধরিয়া, বসিয়া বসিয়া সমস্ত ঘটনাটী পূর্ব্বাপর আলোচনা করিলেন। সরলার কথাবার্ত্তা, তাহার স্বামীভক্তি যতই ভাবিতে লাগিলেন, তাহার প্রতি ততই তাঁহার শ্রদ্ধাবাড়িতে লাগিল। অবশেষে গাত্রোত্থান করিয়া, বৈঠকখানার এক পার্শ্বস্থ টেলিফোঁর নিকট উপস্থিত হইলেন এবং যন্ত্রে হস্তার্পণ করিলেন। প্রত্যুত্তর আসিলে, জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে'ও যোগেশ ?"

"আজ্ঞা হাঁ।"

"এখন তোমার অবকাশ আছে ?"

"আছে।"

"শীঘ্র আমার সহিত সাক্ষাৎ কর।"

"যাইতেছি।"

দ্বিতীয় স্তর।

তদন্তের প্রারম্ভে।

প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা পরে যোগেশ বাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিতে সুশ্রী, সুন্দর পুরুষ। বয়োক্রম অনুমান পঞ্চত্রিংশ বৎসর। তিনি প্রতাপ বাবুর সহিত একযোগে অনেক কাজ করিয়াছেন। প্রতাপ বাবুর বয়স হইয়া আসিতেছিল, জটিল মোকদ্দমা পড়িলে, অথবা অধিক কাজ থাকিলে, যোগেশ বাবুকে আহ্বান করিতেন। ডিটেক্‌টিভ বিভাগে যোগেশ বাবুর সুনামও বড় কম নহে।

যোগেশ বাবু উপবিষ্ট হইলে, প্রতাপ বাবু কহিলেন, "ওহে হাতে একটা মোকদ্দমা আসিয়া পড়িয়াছে।"

যোগেশ। সত্য না কি?

প্রতাপ। হুঁ। মল্লিক বাড়ীর কেশটার কিছু সন্ধান রাখ?

যোগেশ। কতকটা।

প্রতাপ। নবীনকে হাজতে রাখা হইয়াছে?

যোগেশ। হাঁ।

প্রতাপ। ইহাকে দেখিয়াছ?

যোগেশ। না।

প্রতাপ। নবীন সম্বন্ধে তোমার ধারণা কিরূপ?

যোগেশ। এই চৌর্য্যব্যাপারে নবীনই প্রধান দোষী। সে একটা পাকা বদ্‌মায়েস। রামেশ্বর আত্মহত্যা না করিলে, বোধ হয় পরিণামে তাহার নির্দ্দোষিতা প্রমাণিত হইত।

প্রতাপ। তাহার নিকট কতকগুলা কাগজপত্র পাওয়া গিয়াছে না?

যোগেশ। হাঁ।

প্রতাপ। পত্রে কি লেখা ছিল দেখিয়াছ?

যোগেশ। দেখিয়াছি।

প্রতাপ। ঘটনাটা কি আমায় বল দেখি।

যোগেশ বাবু পত্রের মর্ম্ম বলিতে লাগিলেন, প্রতাপবাবু নিমীলিতনেত্রে ধূমপান করিতে করিতে, নিবিষ্টমনে শুনিতেছিলেন। যোগেশের বক্তব্য শেষ হইলে, প্রতাপ বাবু মুখ হইতে নলটী খুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাহা হইলে, গ্রেপ্তার করিবার পূর্ব্বেই রামেশ্বর আত্মহত্যা করিয়া বসে?"

যোগেশ। হাঁ।

প্রতাপ। কাগজপত্রগুলা কোথায় ছিল?

যোগেশ। রামেশ্বর যে কক্ষে আত্মহত্যা করে, সেই ঘরেই ছিল। কতক টেবিলের উপর, কতক বালিশের নীচে।

প্রতাপ। তাহা হইলে, এমন স্থানে ছিল, যেখানে সহজে লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইতে পারে?

যোগেশ। হাঁ। এইরূপই তাহার উদ্দেশ্য বলিয়া বোধ হয়। মৃত্যুর পরেও যাহাতে তাহার নির্দ্দোষিতা সপ্রমাণ হয়, সেই জন্য ঐ ভাবে রাখিয়াছিল।

প্রতাপ। যদি তাহার কোন দোষই না ছিল, তবে সে আত্মপ্রাণ নষ্ট করিল কেন?

যোগেশ। সে বড় ভীরুপ্রকৃতি—তাহার হৃদয়ে তেমন সাহস ছিল না। মামলা মোকদ্দমা করিতে সাহসের আবশ্যক।

প্রতাপ বাবু নোটবুক বাহির করিয়া মাঝে মাঝে নোট করিয়া লইতেছিলেন। যোগেশ বাবুর শেষোক্ত উক্তিটী লিখিয়া লইলেন। তাহার পর জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাহার সংসারে আর কে কে আছে?"

যোগেশ। কেবল এক স্ত্রী মাত্র।

প্রতাপ। কি প্রকারে আত্মহত্যা করিয়াছিল?

যোগেশ। পিস্তলের দ্বারা। মুখের মধ্যে পিস্তল পুরিয়া গুলি করিয়াছিল।

প্রতাপ। মুখখানা একেবারেই বিকৃত হইয়া গিয়াছিল, বোধ হয় চিনিবার উপায় ছিল না?

যোগেশ। না।

প্রতাপ। ভীরুপ্রকৃতি লোকের এত সাহস কোথা হইতে আসিল?

প্রতাপ বাবু সহচরের মুখের দিকে একবার বক্রকটাক্ষ করিলেন। যোগেশ বাবু কহিলেন, "আত্মহত্যাকারী মাত্রেই ভীরুতা দোষে দুষ্ট। সংসারের পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হইয়া হাস্যাস্পদ হইবার ভয়েই অনেকে আত্মহত্যা করিয়া বসে। যাহাদের হৃদয়ে সাহস আছে, তাহারা লোকের বিদ্রূপ উপেক্ষা করিয়া বিপদের সম্মুখীন হয়।"

প্রতাপ। তাহা বড় মিথ্যা নয়।

প্রতাপ বাবু একটু হাসিলেন। চক্ষেও একপ্রকার দীপ্তি-বিভাসিত হইয়া উঠিল। যোগেশ বাবু তাঁহার সেই ভাব লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাল বুঝিলাম না, আপনার মনে কি কোন প্রকার সন্দেহ হইতেছে?"

প্রতাপ। পরে বলিব।

যোগেশ। আপনি তাহা হইলে এ কেশটা হাতে লইতেছেন?

প্রতাপ। তাহাও ঠিক বলিতে পারি না। আচ্ছা যোগেশ! নবীন নির্দ্দোষী, এটা কি তোমার মনে ধরে না?

যোগেশ। না। অপরাপর কর্ম্মচারীদেরও আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছি, তাহাদেরও ঐ মত। নবীন পাকা বদ্‌মায়েস।

প্রতাপ। আমি তোমার উপর একটা কাজের ভার দিতেছি। গত এক বৎসরের মধ্যে নবীন কখনও জুয়া খেলিয়াছিল কিনা—মদ্যপান বা কোন বেশ্যালয়ে তাহার যাতায়াত ছিল কি না এবং তাহার স্বভাব চরিত্র কিরূপ, অনুসন্ধান করিয়া আমায় সংবাদ দিবে।

যোগেশ। যে আজ্ঞা।

যোগেশ প্রস্থান করিলেন। প্রতাপচাঁদ পুনরায় চিন্তামগ্ন হইলেন। চক্ষু নিমীলিত করিয়া ঘটনাটীর পূর্ব্বাপর আলোচনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু এরূপভাবে অধিকক্ষণ চিন্তার অবসর পাইলেন না। একজন বর্ষীয়সী স্ত্রীলোক আসিয়া তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল এবং তাঁহাকে তদবস্থ নিরীক্ষণ করিয়া স্মিতমুখে কহিল, "বাবু, দুধের টাকা কয়টা আজ মিটাইয়া দিবেন, রোজ রোজ ভাঁড়াভাঁড়ি আর ভাল লাগে না।"

প্রতাপ বাবু গোয়ালিনীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, "আসিয়াছিস্ ভালই হইয়াছে, এ বেশে কোথায় গিয়াছিলি ?"

স্ত্রীলোকটী দ্বারের নিকট বসিয়া কহিল, "একটু বরাত ছিল, এখন ব্যাপার কি বলুন দেখি ?"

প্রতাপ বাবুর সহিত তাহার কি কি কথাবার্ত্তা হইল, তাহা বলিবার পূর্ব্বে, পাঠককে তাহার একটু পরিচয় দিয়া রাখি।

স্ত্রীলোকটীর নাম বামা। জাতিতে কৈবর্ত্ত, যৌবনে বিধবা হয়। বামার রূপ ছিল, সুতরাং দশজনের শুভদৃষ্টি তাহার উপর পড়িল। বামা কুলের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। একবার সে ফৌজদারী মোকদ্দমায় জড়ীভূত হইয়া পড়ে, কিন্তু প্রতাপ বাবুর কৃপায় সে যাত্রা সে রক্ষা পায়, এবং তদবধি তাঁহার একান্ত অনুগত হইয়া পড়ে।

বামার বুদ্ধি বড় প্রখরা। প্রতাপ বাবু তাহার দ্বারা দুই একটী মোকদ্দমার সন্ধানাদি করিয়া লন। ক্রমশঃ সে বেশ্যাবৃত্তি ত্যাগ করিয়া, প্রতাপ বাবুর নিকট নিযুক্ত হয়। বিচক্ষণ প্রতাপ বাবুর শিক্ষাগুণে শীঘ্রই বামা একজন পাকা মেয়ে গোয়েন্দা হইয়া দাঁড়াইল। এখন সে গভর্ণমেণ্ট হইতে রীতিমত বেতন পাইতেছে।

গোয়ালিনীর বেশ ধরিয়া অদ্য বামা বৈকালে কোন তদারকে বাহির হইয়াছিল। এক্ষণে তাহার প্রশ্নে প্রতাপ বাবু কহিলেন, "তোমাকে আমার একটা কাজ করিতে হইবে।"

বামা। কি কাজ ?

প্রতাপ। বাগবাজারে একটী স্ত্রীলোকের সন্ধান লইতে হইবে।

বামা। কাহার? নবীনের স্ত্রী সরলার?

প্রতাপ বাবু তাহার মুখের দিকে চাহিলেন। বামা কহিল, "আশ্চর্য্য হইলেন যে?"

প্রতাপ। তাই বটে। সরলার কোন সন্ধান জানিস নাকি?

বামা। আজি কয়েক দিন ধরিয়া উহারই সন্ধানে ঘুরিতেছি। আপনার এখানে আসিতেছিলাম, দেখি যে সরলা বাটী হইতে বাহির হইয়া যাইতেছে।

প্রতাপ। তাহার পর তুমি তাহার পিছন লইলে?

বামা। হুঁ।

প্রতাপ। সরলা বরাবর বাড়ী গেল?

বামা। হাঁ।

প্রতাপ। তোমার উদ্দেশ্য?

বামা। অপহৃত টাকাকড়ি এবং গহনাপত্রের পুনরুদ্ধার।

প্রতাপ। তোমার কি বিশ্বাস, ঐ সকল জিনিষ সরলার নিকট আছে?

বামা। ঠিক বলিতে পারি না, এ পর্য্যন্ত কোন সন্ধান পাই নাই। যতদূর জানিয়াছি, তাহাতে সরলার মত সতীলক্ষ্মী স্ত্রীলোক এ পর্য্যন্ত আমার নজরে পড়ে নাই।

প্রতাপ। নবীনকে দেখিয়াছ?

বামা। দেখিয়াছি। আকৃতি প্রকৃতি তাহার যেরূপ সুন্দর, তাহাতে তাহার দ্বারা এ কার্য্য অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়। যাহার বাহ্যপ্রকৃতি এত সুন্দর, তাহার অন্তর যে ওরকম কালকূটে ভরা, আমার ত বিশ্বাস ছিল না।

প্রতাপ। নবীনকে তোমার দোষী বলিয়া বিশ্বাস হয়?

বামা। নিশ্চয়ই।

প্রতাপ। ভবিষ্যতে সরলা বা নবীনের সম্বন্ধে যাহা জানিতে পারিবে, আমায় সংবাদ দিও।

বামা। আপনি কি কেশটা হাতে লইলেন?

প্রতাপ। কাল বলিব। সন্ধ্যার সময় দেখা করিও।

বামা প্রস্থান করিল। প্রতাপ বাবুও সাজসজ্জা করিয়া একবার বাটী হইতে বহির্গত হইলেন।



তৃতীয় স্তর।

সংশয় নয়, সত্য।

প্রতাপ বাবু বাটী হইতে বাহির হইয়া, বরাবর হেড আফিসে উপস্থিত হইলেন এবং বড় সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, মৃত রামেশ্বরের ফটো দেখিতে চাহিলেন। সাহেব ফটোখানি তাঁহার হাতে দিলেন।

প্রতাপচাঁদ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ফটোখানি দেখিতে লাগিলেন। সহসা তাঁহার মুখ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। উজ্জ্বল চক্ষু হইতে এক প্রকার তেজ বিকীর্ণ হইতে লাগিল। এমন সময়ে একজন আসিয়া, তাঁহার স্কন্ধে হস্তার্পণ করিল। প্রতাপ মুখ ফিরাইয়া দেখিলেন, যোগেশ। জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই ত তোমার রামেশ্বরের ফটো?"

যোগেশ। হাঁ।

প্রতাপ। তুমি মহাভ্রমে পড়িয়াছ।

যোগেশ। কিসে?

প্রতাপ সহচরের মুখের দিকে এক তীব্রকটাক্ষ করিয়া একটু হাসিয়া কহিলেন, "রামেশ্বর ভীরুপ্রকৃতি নয়।"

যোগেশ চমকিয়া, প্রতাপ বাবুর মুখের দিকে চাহিলেন। প্রতাপচাঁদ পুনরায় কহিলেন, "রামেশ্বর ভীরু প্রকৃতি নয়।"

যোগেশ বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেখিতেছি আপনার মনে কোনরূপ সন্দেহ জন্মিয়াছে। যখন সন্দেহ হইয়াছে, তখন নিশ্চয় তাহার কোন ভিত্তিও আছে?"

প্রতাপ। ঠিক বলিতে পারি না। তবে তুমি এই মাত্র জানিয়া রাখ, যাহা শুনি, তাহার সমস্ত আমি বিশ্বাস করি না।

যোগেশ। আপনার সন্দেহ করিবার কারণ কি?

প্রতাপ। আজ নয় কাল বলিব।

প্রতাপ বাবু ফটোখানি প্রত্যার্পণ করিয়া আফিস হইতে বাহির হইলেন, এবং বড়বাজারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এখানে কোন্ কোন্ স্থানে জুয়াখেলা হয়, তাহা তাঁহার অবিদিত ছিল না। তিনি একটী বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

রাত্রি অধিক হইলেও, জুয়ার আড্ডায় লোকজনের সমাগম এখনও কমে নাই। প্রতাপ বাবু বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া, কোন লোকের সন্ধান করিতে লাগিলেন। তাহার সহিত তাঁহার চোখোচোখি হইবামাত্র, তিনি ইঙ্গিতে তাহাকে উঠিয়া আসিতে বলিলেন। প্রতাপ বাবুকে দেখিবামাত্র তাহার মুখ শুখাইয়া গেল, দ্বিরুক্তি না করিয়া বাহিরে তাঁহার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল।

প্রতাপ বাবু তাহার মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বামাচরণ! তোমার সহিত গোটাকতক কথা আছে।"

বামাচরণের বুকের মধ্যে কাঁপিয়া উঠিল। মুখে কহিল, "কি কথা?"

প্রতাপ। তোমাকে আমার সহিত একস্থানে যাইতে হইবে। কোন লোককে সনাক্ত করিতে হইবে।

বামাচরণ পুনরায় শিহরিয়া উঠিল। প্রতাপ বাবু তাহার ভাব লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "ভয় পাইতেছ না কি?"

বামাচরণ কাষ্ঠহাসি হাসিয়া কহিল, "আমাদের মত খ্যাতিবান পুরুষের সহিত আপনাদের সংঘর্ষ উপস্থিত হইলেই, ভয় হয় বই কি! কখন যাইতে হইবে?"

প্রতাপ। আজ নয় কাল এক সময়ে হইলেই হইবে। তত জরুরি কাজ নয়।

বামা। কোথায় আপনার সাক্ষাৎ পাইব বলুন?

প্রতাপ। তোমায় সাক্ষাৎ করিতে হইবে না, আমার যখন আবশ্যক হইবে, তোমার অনুসন্ধান করিয়া লইব।

প্রতাপ বাবু বিদায় হইলেন। বামাচরণ আশ্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল।

প্রতাপ বাবু সিঁড়িতে নামিতে নামিতে অনুচ্চস্বরে কহিলেন, "সনাক্ত করিবার নামে লোকটা শিহরিল কেন? ভিতরে কিছু আছে নাকি? আছে বৈ কি। অন্ধকারের মধ্যে একটু যেন আলোকের রেখা দেখা যাইতেছে। এ আর ভ্রম নয়, ধ্রুব সত্য,—যাহা অনুমান করিয়াছি, তাহাই ঠিক।" তাঁহার অধরে এক প্রকার হাসি ফুটিয়া উঠিল, নয়নেও এক প্রকার দীপ্তি বিভাষিত হইল।

সে রাত্রির মত অনুসন্ধান স্থগিত রহিল, বাটী আসিয়া আহারাদি করিয়া শয়ন করিলেন।

চতুর্থ স্তর।

কারাগারে।

পরদিবস প্রাতঃকালে প্রতাপ বাবু সামান্য গ্রাম্য লোকের বেশ ধরিয়া জেলখানায় উপস্থিত হইলেন। জেলদারোগা তাঁহার বিশেষ পরিচিত। প্রতাপ বাবু তাঁহার সহিত সে সময়ে সাক্ষাৎ করিবার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিলেন। দারোগা সাহেব কহিলেন, "অপেক্ষা করুন, আসিতেছি। বন্দীকে কি বলিব ?"

প্রতাপ বাবু বক্রভাবে নিজ পরিচ্ছদের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, "বলিবেন, কোন পল্লীবাসী আত্মীয় তোমার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছেন।"

জেল দারোগা প্রস্থান করিলেন এবং কয়েক মিনিট পরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া, ডিটেক্‌টিভ বাবুকে সঙ্গে লইয়া গেলেন। কারাগৃহের দ্বার মুক্ত হইল, প্রতাপ বাবু গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন, দারোগা বাহির হইতে দ্বার রুদ্ধ করিয়া প্রস্থান করিলেন।

বন্দী নবীন ক্ষুদ্র কারাপ্রকোষ্ঠের একপার্শ্বে বসিয়াছিলেন, নবাগতকে গৃহপ্রবেশ করিতে দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

প্রতাপ বাবু বন্দীর মুখ প্রতি একবার তীক্ষ্দৃষ্টি সঞ্চালন করিলেন। তাঁহার অনুমানে বন্দীর বয়ঃক্রম পঞ্চবিংশের অধিক নয়। সুন্দর সরল আকৃতি। শরতের শশাঙ্কবৎ সুন্দর মুখখানি বিষাদের কাল মেঘে মলিন হইয়া রহিয়াছে। চক্ষু প্রজ্জ্বোল আয়ত,—দৃষ্টি বিষণ্ণতামাখা।

প্রতাপবাবু জিজ্ঞাসিলেন, "তোমারই নাম নবীন সরকার ?"

নবীন। হাঁ মহাশয়। আপনি কে ?

প্রতাপ। পরে বলিব। তোমার আর কে আছে ?

নবীন। স্ত্রী এবং একটী শিশু সন্তান।

নবীনের চক্ষে জল আসিল। জলভারাক্রান্ত অক্ষিপল্লব মাটীর দিকে অবনত হইয়া পড়িল। হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া নাসিকায় একটী দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল।

প্রতাপ। ইহার পূর্ব্বে আর কোথাও কাজ করিয়াছিলে ?

নবীন। করিয়াছিলাম। কিশোরীলাল লালার কুঠীতে।

প্রতাপ। কি কাজ করিতে ?

নবীন। প্রথমে সরকারী, শেষে কেসিয়ার পর্য্যন্ত হইয়াছিলাম।

প্রতাপ। সে কাজ ছাড়িলে কেন ?

নবীন নীরব। প্রতাপ বাবু পুনরায় কোমলস্বরে জিজ্ঞাসিলেন, "বলিতে কি কোন আপত্তি আছে ?"

নবীন। ইহার সহিত অপরের সংশ্রব আছে।

প্রতাপ। থাকিতে পারে, কিন্তু বলিতে দোষ কি ?

নবীন। আপনি সম্পূর্ণ অপরিচিত। কি উদ্দেশ্যে আপনি এত কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন জানি না। 'একজন অপরি-

চিতের নিকট অপরের দোষের কথা ব্যক্ত করিতে সাহস করি না।

প্রতাপ। আমায় যত অপরিচিত ভাবিতেছ, আমি তত নহি, আমাকে বিশ্বাস করিয়া সকল কথা বলিতে পার।

নবীন কিয়ৎক্ষণ কি চিন্তা করিয়া কহিল, "বলিব, কিন্তু আপনাকে স্বীকার করিতে হইবে, সাধারণে ইহা অপ্রকাশ রাখিবেন।"

প্রতাপ। ভাল তাহাই হইবে।

নবীন। জগতে আমার আত্মীয় বন্ধু কেহ নাই, সুতরাং আমার পরিচিত, অপরিচিত দেখিবার আবশ্যক নাই। আপনাকে সকল কথা বলিব। আমি কিশোরীলাল লালার কুঠীতে কেসিয়ারি করিতাম। কারবারে আরও কয়েকজন অংশিদার ছিলেন। উহাঁদের মধ্যে একজনের পুত্র আমার সহকারী ছিলেন। তাঁহার নাম রূপচাঁদ লালা। জুয়াখেলায় তাঁহার প্রবল আসক্তি ছিল। আমার অজ্ঞাতে সরকারী টাকায় তিনি জুয়া খেলিয়া হারিয়া যান। আমি তহবিল ঘাটতি দেখিয়া, তাঁহাকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি আমার নিকট সকল বিবৃত করিয়া কহিলেন, নবীন বাবু! একু কাজ করি আসুন, আরও কিছু টাকা লইয়া আমরা দুইজনে খেলিতে যাই চলুন। ভাগ্য সুপ্রসন্ন হইলে, সরকারী টাকা তহবিলে রাখিয়া দিব। আমার দুর্ব্বুদ্ধি ঘটিল, আমিও সম্মত হইলাম। সরকারী টাকা ভাঙ্গিয়া, লাভের আশায় খেলিতে গিয়া, লোকসান করিয়া বসিলাম। আমি তখন অন্য উপায়াভাবে সকল কথা কিশোরী বাবুকে জ্ঞাপন করিলাম।

আমাকে ফৌজদারী সোপরদ্দ করিবার তাঁহার অভিপ্রায় ছিল কিন্তু রূপচাঁদ বাবু সকল দোষ নিজ স্কন্ধে গ্রহণ করাতে, আমি অব্যাহতি পাইলাম বটে কিন্তু কর্ম্মচ্যুত হইলাম এবং এ কথা অপ্রকাশ রাখিতে প্রতিশ্রুত ছিলাম।

প্রতাপ। তাহার পর আর কখন জুয়ার আড্ডায় প্রবেশ করিয়াছিলে ?

নবীন। না মহাশয়।

প্রতাপ। কখনও ঘোড়দৌড় কি জলের খেলা খেলিয়াছ ?

নবীন। একদিনের জন্যও না।

প্রতাপ। এখন তোমার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ উপস্থিত, ইহাতে তোমার কি পরিমাণে সংশ্রব আছে ?

নবীন। কিছুমাত্র না। উপস্থিত বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ নিষ্পাপ।

প্রতাপ। পাপী তবে কে ?

নবীন। রামেশ্বর—যে আত্মহত্যা করিয়াছে।

প্রতাপ। তাহাকে কি কখন তোমার সন্দেহ হইত ?

নবীন। না মহাশয়। তাহার সহিত বরং আমার আন্তরিক সম্প্রীতিই ছিল।

প্রতাপ। তাহার মৃত্যুর পর কতকগুলি কাগজপত্র পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে তোমাকেই দোষী করা হইয়াছে।

নবীন। হাঁ, আমি শুনিয়াছি।

প্রতাপ। মুমূর্ষুর সাক্ষ্য বা উক্তি বড়ই সারবান। অপর লোকের সাক্ষ্য সাবুদ অপেক্ষা, যে ব্যক্তি মরিতে বসিয়াছে, তাহার কথা অধিকতর গ্রাহ্য। রামেশ্বর মৃত্যুর অব্যবহিত

পূর্ব্বে তোমাকে দোষী করিয়া গিয়াছে,—তথাপি তুমি বলিতেছ, আমি নিষ্পাপ।

নবীন। হাঁ মহাশয়! এ বিষয়ে আমি অজাত-দন্ত শিশু অপেক্ষাও নিষ্পাপ।

প্রতাপ। তবে মুমূর্ষুর উক্তি কি মিথ্যা?

নবীন। সম্পূর্ণ মিথ্যা! তাহার মত ধূর্ত্ত, পাষণ্ড, পাপী সচরাচর দৃষ্ট হয় না। আমাকে যে সে ভালবাসিত, আমার প্রতি যে বন্ধুতা, এমন কি সহোদরাধিক স্নেহ প্রকাশ করিত, সে কেবল তাহার স্বার্থ সাধনের জন্য। এখন বুঝিতেছি, সবই ছলনা, সবই মৌখিক, সবই প্রতারণাপূর্ণ। তবে যতদূর আশা করিয়াছিল, ততদূর হয় নাই। তাহার দুষ্কৃতির চরম সীমায় উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই তাহার পাপকার্য্য ধরা পড়িয়াছে।

প্রতাপ। তোমার সকল কথা ভাল বুঝিতে পারিলাম না।

নবীন। চুরি করিয়া এত শীঘ্র ধরা পড়িবে, ইহা তাহার ধারণাতেই আইসে নাই। নিজে ধনসম্পত্তি আত্মসাৎ করিয়া, জমিদারী সেরেস্তার কাগজপত্র এরূপভাবে প্রস্তুত করিত এবং আমার নাম জাল করিয়া, আমাকে ঐ চুরির মধ্যে এরূপ ভাবে জড়ীভূত করিয়া ফেলিত, যে তাহার গাত্রে সন্দেহের আঁচড়টী পর্য্যন্ত লাগিতে পাইত না। কিন্তু তাহা হয় নাই—ততদূর অগ্রসর হইবার পূর্ব্বেই ধর্ম্মের ঢাক বাজিয়াছে।

প্রতাপ। তোমার এ সন্দেহের কথা আর কাহারও নিকট প্রকাশ করিয়াছ?

নবীন। না মহাশয়! এখন বলিয়া আর কোন ফল নাই।

প্রতাপ বাবু কিয়ৎক্ষণ চিন্তামগ্ন হইলেন। তৎপরে পুনরায় যুবকের মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা নবীন বাবু! রামেশ্বরের যদি দণ্ডবিধি আইনের হাত হইতে রক্ষা পাইবার ভয়েই আত্মনাশ করিবার অভিপ্রায় ছিল, তবে মৃত্যুসময়ে, তোমায় নির্দ্দোষী জানিয়াও, কেন এ চৌর্য্যে লিপ্ত করিয়া গেল ?"

নবীন। মহাশয়! এ বিষয়ে আমিও অনেক ভাবিয়াছি, কিছুই ঠিক করিতে পারি নাই। ইহা আমার নিকট একটা দুর্ভেদ্যরহস্য—এক মহাজটিল প্রহেলিকা!

প্রতাপ। নগদ টাকা, অলঙ্কার প্রভৃতিতে প্রায় বিশ হাজার। এত টাকা কোথায় রাখিল জান ?

নবীন। কেমন করিয়া জানিব মহাশয়!

প্রতাপ। তবু কোন্ স্থানে রাখা সম্ভব—তোমার মনে একটা সন্দেহ হয় না ?

নবীন। আমার বিশ্বাস, রামেশ্বরের স্ত্রীও ইহার ভিতর আছে।

প্রতাপ। কেমন করিয়া জানিলে ?

নবীন। রামেশ্বর আত্মদোষ গোপন করিতে না পারিয়াই আত্মহত্যা করে। আমি যে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী, তাহা সে জানিত, মৃত্যুকালে আমাকে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া রাখিয়া যাইবার তাহার কোন কারণ দেখি না। রামেশ্বরের স্ত্রীও এই ষড়যন্ত্রের মধ্যে আছে। আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ দাঁড় করাইবার জন্য রামেশ্বর যে সকল কাগজপত্র প্রস্তুত করে, তাহার স্ত্রী তাহা জানিত। অপহৃত ধনসম্পত্তি নির্ব্বিবাদে ভোগ করিবার

অভিপ্রায়ে, রামেশ্বরের আত্মহত্যার পরে, তাহার স্ত্রীই ঐ সকল কাগজপত্র ঐরূপভাবে স্থাপন করিয়া রাখিয়াছিল।

প্রতাপবাবু কিয়ৎক্ষণ স্থিরদৃষ্টিতে নবীনের সারল্যপূর্ণ সুন্দর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। সে মর্ম্মভেদী দৃষ্টির সম্মুখে নবীনের অক্ষিপল্লব অবনত হইল না। প্রতাপবাবু ধীরস্বরে কহিলেন, "যুবক! তোমার যুক্তির অনেকটা সারবত্তা আছে। অন্য কোন কারণ না থাকিলে, রামেশ্বর মৃত্যুকালে তোমায় দোষী করিয়া যাইত না। এখন তুমি কি করিবে? নিজ দোষক্ষালনের কোন উপায় করিয়াছ কি?"

নবীন। না মহাশয়! কি আর উপায় করিব? আমি নির্দ্দোষী—এ ঘটনা আমার নিকট প্রহেলিকা বিশেষ, এ কথা কহিলে কে বিশ্বাস করিবে? আমাকে দোষী সাব্যস্ত করিবার জন্য প্রতিপক্ষ যে সকল অকাট্য প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছে, তাহার সমক্ষে কে আমাকে নির্দ্দোষী, নিষ্পাপ কহিতে সাহস করিবে?

প্রতাপবাবু পুনরায় হতভাগ্য যুবকের মুখপ্রতি চাহিয়া কহিলেন,"আমি করিব। আমার বিশ্বাস, তুমি সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী!"

আগন্তুকের সহৃদয়তামাখা এই সজোর উক্তি শুনিয়া, ভাগ্য-নিপীড়িত বন্দী যুবকের নয়নযুগল অশ্রুপ্লাবিত হইয়া আসিল। মুহূর্ত্তের জন্য ম্লানমুখ প্রফুল্ল হইল, নবীন আনন্দগদ্গদকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ পর্য্যন্ত কেহ আমায় নির্দ্দোষী ভাবে নাই। আপনি আমায় নিষ্পাপ ভাবিতে সাহসী হইয়াছেন, আপনি কে মহাশয়?"

আগন্তুক কহিলেন, ডিটেক্‌টিভ "প্রতাপচাঁদ রায়।"

পঞ্চম স্তর।

অধ্যক্ষের মুখে।

সেই সময়ে কারাগারমধ্যে যদি এককালে শত কামান গর্জ্জিয়া উঠিত অথবা কোন অনৈসর্গিক ঘটনার সমাবেশ হইত, তাহা হইলে বন্দী যুবক অধিক বিস্মিত বা চমকিত হইত না। স্বনামখ্যাত ডিটেক্‌টিভ প্রতাপ বাবুর নাম অসম্ভাবিতরূপে তাঁহার সমক্ষে উচ্চারিত হইবামাত্র বন্দী লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক উঠিয়া দাঁড়াইল এবং আনন্দপ্রমত্তস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার নাম প্রতাপ বাবু? আপনিই সেই সুবিখ্যাত গোয়েন্দা? আপনি আমাকে নির্দ্দোষী বলিয়া বিশ্বাস করেন?"

প্রতাপবাবু স্মিতমুখে নবীনের হাত ধরিয়া, আশ্বাস দিয়া কহিলেন, "যতদূর বুঝিয়াছি, তাহাতে আমার ধারণা—ধারণা কেন বিশ্বাস, উপস্থিত অভিযোগে তুমি সম্পূর্ণ নিষ্পাপ।"

নবীনের চক্ষে জল আসিল। হতভাগ্য যুবক প্রতাপবাবুর হাত ধরিয়া কহিল, "সকল পুলিস-কর্ম্মচারীই আমাকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া বসিয়াছেন, নিরপেক্ষভাবে চিন্তা করিবার ক্ষমতা, অন্তরস্পর্শী সূক্ষ্মদৃষ্টি কাহারও নাই। আপনি যে

আমাকে নির্দ্দোষী বিশ্বাস করিতে পারিয়াছেন, তজ্জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। আমার একটী কথা জিজ্ঞাসা আছে —”

প্রতাপবাবু তাঁহার মনের ভাব বুঝিয়া, বাধা দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি কথা? কে আমায় নিযুক্ত করিল?”

নবীন। আপনি ঠিক আমার মনের কথা টানিয়া বাহির করিয়াছেন।—কে আপনাকে নিযুক্ত করিয়াছে? আপনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এ তদন্তের ভার গ্রহণ করিয়াছেন, না, কোন লোক আপনাকে এ কার্য্যের ভার দিয়াছে?

প্রতাপ। তোমার কোন্‌টা বোধ হয়?

নবীন। শেষটাই যেন আমার প্রাণে লাগিতেছে।

নবীনের চক্ষে আবার জল আসিল। ক্ষিপ্রহস্তে অশ্রু মোচন করিয়া, প্রত্যুত্তরের প্রত্যাশায় প্রতাপ বাবুর মুখের দিকে চাহিলেন।

প্রতাপ। আমি যাঁহার অনুরোধে এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি, তাঁহার স্বামীকে কোন পিশাচপ্রকৃতি নরপশু দেখিলে, বাস্তবিকই হৃদয়ে বড় কষ্ট পাইতাম। বহুদিবস পুলিসবিভাগে কর্ম্ম করিয়া এবং প্রত্যহ বহুপ্রকৃতি নরনারীর সংশ্রবে থাকিয়া, মুখ দেখিয়া, প্রকৃতি ঠিক করিবার আমার একটা ক্ষমতা জন্মিয়াছে। তোমাকে আমার নিষ্পাপ বলিয়া বিশ্বাস। তোমার নির্দ্দোষীতার জন্য এবং তোমার দেবীপ্রতিমা সাধ্বী সহধর্ম্মিণীর অনুরোধে আমি এ কার্য্যের ভার লইলাম। এখন একটা কথা;—তুমি কি কোন উকিল মোক্তার নিযুক্ত করিয়াছ?

নবীন। না মহাশয়।

প্রতাপ। করিও না। আমার উপর সমস্ত নির্ভর কর। যাহা করিবার, আমি করিব। হৃদয়ে দুর্ভাবনাকে স্থান দিও না, কোন ভয় নাই, শীঘ্রই তোমায় উদ্ধার করিব।

নবীন। রামেশ্বরের স্ত্রীর উপর নজর রাখিবেন। যদি কিছু সন্ধান পান, সেই স্থানেই পাইবেন।

প্রতাপ বাবু নবীনকে আশ্বাস দিয়া, সে কক্ষ হইতে বহির্গত হইলেন এবং অধ্যক্ষের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কহিলেন, "বন্দীর প্রতি যেন কোন অসদ্ব্যবহার না হয়; ভাল আহার, পানীয় বা তাহার ব্যবহারার্থে অপর যে জিনিষের আবশ্যক, দিবেন—আমি তাহার ব্যয় বহন করিব।"

অধ্যক্ষ। বন্দীকে তাহা হইলে আপনার নির্দ্দোষ বলিয়া বিশ্বাস?

প্রতাপ। সম্পূর্ণ।

অধ্যক্ষ। আমার অনুমানও তাই। আমিও অনেক দিন জেলের দারোগাগিরি করিতেছি—অনেক অপরাধীর সহিত আমার নিত্য সংঘর্ষ উপস্থিত হইতেছে,—কে অপরাধী, কে নির্দ্দোষী, তাহা বুঝিবার ক্ষমতাও আমার অনেকটা জন্মিয়াছে। এ বন্দীকে দেখিলে, কোনরূপে আমার অপরাধী বলিয়া ধারণা হয় না।

প্রতাপ। আপনার ধারণা মিথ্যা নয়।

অধ্যক্ষ। আপনি যখন এ মোকদ্দমার তদন্তভার হাতে লইলেন, তখন কর্ত্তব্যবোধে একটি বিষয় আপনাকে আমার জ্ঞাপন করা উচিত।

প্রতাপ। ব্যাপারটা কি?

অধ্যক্ষ। ব্যাপারটা অতি সামান্য। গত কল্য একটী স্ত্রীলোক বন্দীকে দেখিবার জন্য আসিয়াছিল,—

প্রতাপ। নবীনের স্ত্রী বোধ হয়?

অধ্যক্ষ। না মহাশয়। রমণী অবগুণ্ঠনবতী কুলমহিলা। আমি কিন্তু তাহাকে বন্দীর কক্ষে প্রবেশানুমতি দিই নাই! বন্দীর যাহাতে কোন বিষয়ে কষ্ট না হয়, তাহার উপায় করিতেই নাকি তাহার জেলে আগমন। বন্দীর অপরাপর ব্যয়ভার নির্ব্বাহ করিবার জন্য আমার হাতে কিছু টাকাও দিতে চাহিল, আমি কিন্তু লইলাম না।

প্রতাপ। কেন?

অধ্যক্ষ। কথা কহিবার সময় অসাবধানতাবশতঃ রমণীর মুখাবরণ কিঞ্চিৎ অপসারিত হইয়া যায়, রমণী আমার পরিচিত।

প্রতাপ। কে সে?

অধ্যক্ষ। রামেশ্বরের বিধবা পত্নী!

প্রতাপ বাবু শিহরিয়া উঠিলেন। বিস্ময় দমিত করিয়া কহিলেন, "রামেশ্বরের বিধবা পত্নীর সহিত নবীনের সম্পর্ক কি?"

অধ্যক্ষ। সে বিষয় আপনি অনুসন্ধান করিবেন।

প্রতাপ। কিরূপে জানিলেন ঐ রমণী রামেশ্বরের পত্নী?

অধ্যক্ষ। রামেশ্বরের বাটীর পার্শ্বে আমার এক আত্মীয়ের বাস। তাঁহার বাটীতে যাতায়াতে কয়েকবার আমি রামেশ্বরের পত্নীকে দেখিয়াছিলাম। উহার নাম বিজলীবালা। রামেশ্বর উহাকে ব্রাহ্মমতে বিবাহ করে।

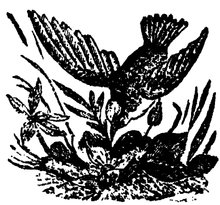
প্রতাপ। ব্রাহ্মমতে!

অধ্যক্ষ। হাঁ—বিজলীবালার প্রথমপক্ষের স্বামী খিদিরপুরের উমেশ চাটুর্য্যে।

প্রতাপ বাবু পুনরায় শিহরিয়া উঠিলেন। খিদিরপুরের উমেশ চাটুর্য্যে একজন পাকা জালিয়াৎ। জেলেতেই তাহার মৃত্যু হইয়াছিল।

প্রতাপ। ব্যাপারটা বড় সামান্য নয়—আপনার সংবাদে কিছু গূঢ়ত্ব আছে। রমণীর প্রতি আমি নজর রাখিব। এ সকল কথা আপনি গোপন রাখিবেন।

অধ্যক্ষ সম্মত হইলেন। প্রতাপ বাবু জেলখানা হইতে বাটীর অভিমুখে ফিরিলেন।



ষষ্ঠ স্তর।

ষষ্ঠ স্তর।

রায় ডাক্তার বাবু।

রায় ডাক্তার বাবু।

সন্ধ্যার তরল অন্ধকারে সৌধকিরীটিনী কলিকাতার সুষমা-রাজী ম্লানভাব ধারণ করিবার পূর্ব্বেই, সরলা স্বীয় শিশুপুত্রটীকে বক্ষে লইয়া, প্রতাপবাবুর বৈঠকখানার দ্বারদেশে দণ্ডায়মান হইল। তাহার মলিন মুখখানিতে তাহার হৃদয়ের উৎকণ্ঠা এবং ব্যাকুলতার চিহ্ন স্পষ্ট লক্ষিত হইতেছিল। আশা নিরাশার আলোক আঁধারে কর্ণায়ত স্বচ্ছ নীলনলিনীবৎ যুগলনেত্র প্রতি মুহূর্ত্তে বিভিন্ন ভাব ধারণ করিতেছিল। প্রতাপ বাবু তাহার স্বামীর সাহায্যার্থ দণ্ডায়মান হইবেন কি না, তাহাই শুনিবার জন্য সরলার এখানে আগমন। যখন মনে হইতে লাগিল, তাঁহার স্বামী নির্দ্দোষ, প্রতাপ বাবু কুচক্রীর দুশ্ছেদ্য চক্রজাল বিচ্ছিন্ন করিয়া, তাহার স্বামীকে মুক্ত করিয়া দিবেন, তখন আশার আনন্দে তাহার হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিতে লাগিল। নীলোজ্জ্বলনেত্র আশার আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতে লাগিল। কিন্তু পরক্ষণে যখন ভিন্নপ্রকৃতির চিন্তা আসিয়া বর্ষার কালমেঘের মত ক্ষুদ্র হৃদয়খানিকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছিল, যখন মনে হইতেছিল, অপরাপর লোকের মত

প্রতাপ বাবুও যদি তাঁহাকে দোষী বলিয়া মনে করেন, তাঁহাকে সাহায্য করিতে কুণ্ঠিত হন,—তখন নিরাশার তিমিররাশিতে সরলার সুন্দর মুখখানিকে প্রদোষের পদ্মের মত পরিশুষ্ক ও পরিম্লান করিয়া তুলিতেছিল। সরলা এখন আশা নিরাশার সন্ধিস্থলে দণ্ডায়মান। প্রতাপ বাবুর একটী কথাতে হয় তাহার হৃদয়ের নির্ম্মূলপ্রায় আশালতিকা মুঞ্জরিত হইয়া উঠিবে, নচেৎ আশাভঙ্গের কঠিন শিলাপেষণে তাহার হৃদয়াস্থি চূর্ণ হইয়া যাইবে। সরলা এইরূপ অবস্থায় প্রতাপ বাবুর দ্বারদেশে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল।

প্রতাপ বাবু সরলার জন্যই অপেক্ষা করিতেছিলেন, তাহাকে দেখিয়া করুণস্বরে কহিলেন, "এস, আমি তোমারই অপেক্ষায় বসিয়া আছি।"

প্রতাপ বাবুর দৃষ্টি শান্ত, কথা করুণামাখা। সরলা হৃদয়ে কতকটা ভরসা পাইল কিন্তু মুখ ফুটাইয়া কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহসী হইল না।

প্রতাপ বাবু সরলার মনোভাব বুঝিয়া কহিলেন, "মা সরলা! আমি অনুসন্ধানে যতদূর জানিয়াছি, তাহাতে নবীনকে আমারও নির্দ্দোষী বলিয়া বিবেচনা হয়। তুমি গৃহে যাও, আমি মোকদ্দমার তদন্তের ভার গ্রহণ করিয়াছি। নবীন শীঘ্রই কারামুক্ত হইবে।"

আনন্দে সরলার চক্ষে জল আসিল। ধারার পর ধারা গণ্ড বহিয়া পড়িতে লাগিল। শিশিরনিষিক্ত প্রভাতের পদ্মের উপর বালারুণের কনককিরণ পাতে, পদ্মের মুখখানি যেমন হাসিয়া উঠে, সৌন্দর্য্যের ছটা যেমন দিক্‌দিগন্তে ছড়াইয়া পড়ে,

সেইরূপ প্রতাপ বাবুর আশ্বাসবাক্যে সরলার অশ্রুপ্লাবিত মলিন মুখখানি হৃদয়ের আনন্দে মুহূর্ত্তের মধ্যে প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। সরলা প্রতাপ বাবুকে ধন্যবাদ দিবার জন্য কথা কহিবার প্রয়াস পাইল, কথা মুখে আসিল, ওষ্ঠাগ্র কম্পিত হইল, কিন্তু বাহির হইল না। সরলা বিহ্বলার ন্যায় অশ্রুসিক্তলোচনে সদাশয় প্রতাপ বাবুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল—তাহার সে দৃষ্টিতে হৃদয়ের যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পাইল, মুখের সহস্র বাক্যেও কখনও তাহা প্রকাশ করা যায় না।

হৃদয়ের প্রথম আনন্দবেগ কিয়ৎপরিমাণে প্রশমিত হইলে, সরলা বিদায় লইয়া বাটী চলিল। যাইবার পূর্ব্বে প্রতাপবাবু তাহাকে কাহারও নিকট কোন কথা প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়া দিলেন।

সরলার প্রস্থানের অব্যবহিত পরেই যোগেশ ও বামা আসিয়া উপস্থিত লইল। ইহাঁরাও যে তথ্যসংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন, তাহাতেও নবীনের বিরুদ্ধে কোন দোষের কথা ছিল না।. প্রতাপ বাবু তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "এখন তোমাদের দুইজনকে দুই কাজ করিতে হইবে। বামা! তুমি রামেশ্বরের স্ত্রীর কার্য্যকলাপের উপর তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিবে এবং যোগেশ! বামাচরণকে তোমার হস্তে সমর্পণ করিলাম—বড় শক্ত লোক, বিশেষ যেন লক্ষ্য থাকে।"

যোগেশ। রামেশ্বরের স্ত্রীকে কি আপনার সন্দেহ হয়?

একটু হাসিয়া প্রতাপ বাবু কহিলেন, "না হইবারই বা কারণ কি? রামেশ্বরের স্ত্রী কে জান?"

যোগেশ। না।

প্রতাপ। জালিয়াৎ উমেশ চাটুর্য্যের বিধবা পত্নী বিজলী-বালা।

"বলেন কি!" বলিয়া যোগেশ সম্মুখস্থ আসনে সবলে এক চপেটাঘাত করিলেন। তাহার পর কহিলেন, "তাহা হইলে মোকদ্দমাটা বড় সহজ নয়। বিজলীবালা রামেশ্বরের স্ত্রী?"

প্রতাপ। রামেশ্বর তাহাকে ব্রাহ্মমতে বিবাহ করিয়াছিল। বিজলীবালা বড় সহজ স্ত্রীলোক নয়। এখন তোমরা বিদায় হইতে পার—কাল আমার সঙ্গে দেখা করিতে ভুলিও না।

যোগেশ বাবু ও বামা বিদায় হইল। প্রতাপ বাবু সৌখিন নবীন যুবকের বেশ ধরিয়া, যে পাড়ায় রামেশ্বরের বাসস্থান, সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন এবং অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। অনুসন্ধানে জানিলেন, রামেশ্বর প্রাতঃকালে গুলি করিয়া আত্মহত্যা করে, তাহার আত্মহত্যার অব্যবহিত পরেই পাড়ার নিতাই ডাক্তার আসিয়া উপস্থিত হন, কিন্তু তাঁহার সাহায্যের আবশ্যক না হওয়াতে, অল্পক্ষণের মধ্যেই প্রস্থান করেন।

প্রতাপ বাবু এই সকল অনুসন্ধান করিয়া, নিতাই বাবুর ডাক্তারখানায় উপস্থিত হইলেন। ডাক্তার বাবুটী নবীন যুবক, অল্পদিন মাত্র কলেজ হইতে বাহির হইয়া ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছেন। প্রতাপ বাবু যথাযোগ্য অভিবাদনাদি করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ডাক্তার বাবু! আমি রামেশ্বরের মৃত্যু সম্বন্ধে আপনাকে গুটিকতক কথা জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছি। কিন্তু প্রথমতঃ আপনাকে স্বীকার করিতে হইবে, এ কথা সম্পূর্ণ অপ্রকাশ রাখিবেন।"

ডাক্তার। আমি এ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু সন্ধান রাখি না। তাহার মৃত্যু সময়ে আমি উপস্থিত ছিলাম না—মৃত্যুর পরে আমাকে ডাকিয়া লইয়া যায়।

প্রতাপ। গুলি করিবার কতক্ষণ পরে আপনি আহূত হইয়াছিলেন?

ডাক্তার। শুনিয়াছি, আমাকে ডাকিবার দশ মিনিট পূর্ব্বে সে গুলি করিয়াছিল।

প্রতাপ। তাহা হইলে, আপনি যখন উপস্থিত হইলেন; তখন সবেমাত্র দশ মিনিট তাহার মৃত্যু হইয়াছিল?

ডাক্তার। হাঁ—এইরূপই শুনিয়াছি।

প্রতাপ। মৃত্যু ঘটিবার দশ মিনিট পরে আপনি যখন উপস্থিত হইলেন, তখন মৃতব্যক্তির দেহ অত্যন্ত শীতল। ডাক্তার বাবু! এটা অস্বাভাবিক ঘটনা বলিয়া কি আপনার মনে হয় নাই?

ডাক্তার শিহরিয়া উঠিলেন। তাঁহার মুখচ্ছবিও কিঞ্চিৎ মলিন হইল। নবাগতের মুখের দিকে এক সুতীব্র কটাক্ষপাত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কে মহাশয়?"

প্রতাপ। আমার নাম প্রতাপচাঁদ রায়—ডিটেক্‌টিভ পুলিসের একজন কর্ম্মচারী।

ডাক্তার। আপনার নাম শুনিয়াছি।

প্রতাপ। অনুগ্রহ পূর্ব্বক সরলভাবে আমার কথার উত্তর দিলে বাধিত হইব। মৃত্যুর এত অল্পকাল মধ্যে শরীরের উষ্ণতার হ্রাস হওয়ায় আপনি কি তখন কিছুমাত্র বিস্মিত হন নাই?

ডাক্তার। তাপের হ্রাস হইয়াছিল, আপনাকে কে বলিল?

প্রতাপ বাবু ঈষৎ হাসিলেন। সে হাসিতে যেন কিছু মৃদু ভর্ৎসনা জড়িত ছিল। তাহার পর কহিলেন, "আমাদিগকে অনেক সন্ধান রাখিতে হয়, কি প্রকারে জানিলাম, তাহা আপনার জানিবার আবশ্যক নাই—এখন বলুন, আমার কথা সত্য কি না? মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই মৃতদেহ অত্যন্ত শীতল বোধ হইয়াছিল কি না?

ডাক্তার। হাঁ মহাশয়! আপনার কথা সত্য।

প্রতাপ। এটা একটা আশ্চর্য্য এবং অসম্ভব ঘটনা বলিয়া কি আপনার মনে হয় নাই?

ডাক্তার। হইয়াছিল। ঘটনার মূলে কোন একটা অসদভিসন্ধি বা প্রতারণা লুকায়িত আছে, তাহাও বুঝিয়াছিলাম। এখন আমার বোধ হইতেছে, রামেশ্বরের কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বে মৃত্যু ঘটিয়াছিল।

প্রতাপ। কিন্তু আপনি উপস্থিত হইয়া শুনিলেন, এই মাত্র তাহার মৃত্যু হইয়াছে?

ডাক্তার। হাঁ।

প্রতাপ। আপনি রামেশ্বরের বাটীতে উপস্থিত হইবার দশ মিনিট পূর্ব্বে অবশ্য কেহ না কেহ পিস্তলের শব্দ শুনিয়াছিল?

ডাক্তার। নিশ্চয়ই। আমি সে বিষয়েরও অনুসন্ধান লইয়াছিলাম।

প্রতাপ। কে শুনিয়াছিল?

ডাক্তার। পাড়াপ্রতিবাসী অনেকেই শুনিয়াছিল। রাস্তার

লোকেও শুনিয়াছিল, এক ব্যক্তি সেই সময়ে রাস্তা দিয়া যাইতেছিল, পিস্তলের শব্দ শুনিয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করে; আমি যখন উপস্থিত হইলাম, তখনও সে ব্যক্তি সেখানে ছিল।

প্রতাপ। যখন রামেশ্বর আত্মহত্যার জন্য গুলি করে, তখন বাটীতে আর কে ছিল?

ডাক্তার। কেবল তাহার স্ত্রী।

প্রতাপ। সুস্থ সবলদেহী যদি আত্মহত্যা করে, অথবা অন্য কোন উপায়ে অকস্মাৎ তাহার মৃত্যু হয়, তাহা হইলে দশ মিনিটের মধ্যে দেহ এত শীতল হইতে আর কখনও দেখিয়াছেন কি?

ডাক্তার। না মহাশয়! দেখা দূরের কথা, কখন শুনিও নাই।

প্রতাপ। মানুষটা মুখের মধ্যে পিস্তলের নল প্রবেশ করাইয়া গুলি করিল, তাহার ব্রহ্মতালু ভেদ করিয়া গুলি চলিয়া গেল, মুখখানা বিকৃত হইয়া পড়িল—ইহার দশ মিনিট পরেই আপনি তথায় উপস্থিত হইলেন কিন্তু যেরূপ আশা করিয়া গিয়াছিলেন, ক্ষতমুখে বোধ হয় সেরূপ অবাধ রক্তস্রোত দেখিতে পান নাই?

ডাক্তার বাবুর মুখ শুখাইয়া গেল। তিনি কম্পিতকণ্ঠে কহিলেন, "সত্য—ঘটনাটার আগাগোড়া কেমন যেন একটা রহস্যে আবৃত।"

প্রতাপ। ঘটনাটা যে রহস্যময় তাহাতে সন্দেহ নাই, এবং আপনি যে প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত প্রতারিত হইয়াছেন, তাহাও ধ্রুব সত্য। যে গুলিতে লোকটার মৃত্যু হইয়াছে,

তাহা আপনাকে ডাকিয়া লইয়া যাইবার বহু পূর্ব্বে, এমন কি কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বে পিস্তলের মুখ হইতে বাহির হইয়াছে।

ডাক্তার। নিশ্চয়ই। ইহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

প্রতাপ। যখন এই একটা বিষয়ে আমরা প্রবঞ্চনার প্রমাণ পাইলাম, তখন নিশ্চয়ই ইহার মধ্যে ইহা অপেক্ষা গূঢ়তর প্রতারণা প্রচ্ছন্ন আছে, সন্দেহ নাই।

ডাক্তার। আপনি এখন ইহা হইতে কি প্রমাণ করিতে চান? আপনার মনে নিশ্চয়ই কোন সন্দেহ হইয়াছে?

প্রতাপ। আমার মনে যে সন্দেহ হইয়াছে, আপনি তাহা ভালরূপই জ্ঞাত আছেন।

ডাক্তার। আমি জ্ঞাত আছি! আমি ত কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।

প্রতাপ। বুঝাইয়া দিতেছি,—আপনি যাহাকে দেখিতে, যাহার চিকিৎসা করিতে গিয়াছিলেন, তাহার প্রাণবায়ু কয়েক দিন পূর্ব্বে না হউক, কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বে দেহ ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছিল।

ডাক্তার বাবুর মুখচ্ছবি মৃতব্যক্তির মুখের ন্যায় মলিন, রক্তহীন এবং নিষ্প্রভ হইয়া আসিল। কম্পিতস্বরে কহিলেন, "নিশ্চয়ই, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।"

প্রতাপ। মৃতদেহটা কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বের যখন আপনার ধারণা হয়, তখন কয়েক দিবস পূর্ব্বেরও ত হইতে পারে?

ডাক্তার। তাড়াতাড়িতে আমি এত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিবার তখন অবসর পাই নাই।

প্রতাপ। আপনার মনে কি কোনরূপ সন্দেহ হয় না?

ডাক্তার বাবু কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া কহিলেন, "এখন আমার স্পষ্ট ধারণা হইতেছে, দেহটা কয়েক ঘণ্টার নয়, কয়েক দিন পূর্ব্বের।"

প্রতাপ। এক পাড়াতে বাস, বোধ হয় রামেশ্বরকে আপনি চিনিতেন?

ডাক্তার। হাঁ, আমি চিনিতাম।

প্রতাপ। কখন্ তাহাকে আপনি শেষ দেখিয়াছিলেন?

ডাক্তার। মৃত্যুর ঠিক পূর্ব্বদিন রাত্রিকালে।

প্রতাপ। কোথায়?

ডাক্তার। পুলের নিকট। হাবড়ায় আমার একটা ডাক ছিল, ফিরিতে অনেক রাত্রি হইয়াছিল।

প্রতাপ। বোধ হয় রামেশ্বর ষ্টেশনের দিকে যাইতেছিল?

ডাক্তার। হাঁ।

প্রতাপ বাবুর মুখ হাস্যপ্রফুল্ল হইয়া উঠিল। তিনি ডাক্তার বাবুর দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাতে কিছু ছিল?"

ডাক্তার। ছোট পোঁটলার মত কি একটা পদার্থ ছিল।

প্রতাপ। ডাক্তার বাবু! আমি আপনার অপেক্ষা বয়োবৃদ্ধ, কি প্রকারে কার্য্যকারণের সম্বন্ধ বিচার করিতে হয়, আপনাকে একটু শিক্ষা দিব, সর্ব্ব বিষয়ে সূক্ষ্মদৃষ্টি এখনও আপনার লাভ হয় নাই।

ডাক্তার বাবু কোন কথা কহিলেন না। নীরবে নতমুখে দণ্ডায়মান রহিলেন। প্রতাপবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "পুলের নিকট রামেশ্বরের সহিত যখন আপনার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তখন রাত্রি কত?"

ডাক্তার। বোধ হয় একটা।

প্রতাপ। আপনি তাহার বাড়ীতে কখন্ উপস্থিত হইয়াছিলেন?

ডাক্তার। ভোর পাঁচটা।

প্রতাপ। রাত্রি একটার সময় রামেশ্বর হাবড়া ষ্টেশনের দিকে যাইতেছিল, বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলেও অন্ততঃ দেড়টার কমে আসিতে পারে নাই।

ডাক্তার। নিশ্চয়ই।

প্রতাপ। যদি বাড়ী আসিয়াই রামেশ্বর আত্মহত্যার জন্ত গুলি করিত, তাহা হইলে আপনি যখন তাহার বাটীতে উপস্থিত হইলেন, তখন সবে মাত্র সাড়ে তিন ঘণ্টা পূর্ব্বে তাহার মৃত্যু হইয়াছিল?

ডাক্তার। হাঁ। এ চিন্তা আমার মাথায় একবারও প্রবেশ করে নাই।

প্রতাপ। সাড়ে তিন ঘণ্টা পূর্ব্বে যাহার মৃত্যু ঘটিয়াছে, তাহার শরীরের অবস্থা যেরূপ হওয়া উচিত, আপনি গিয়া তাহা দেখিতে পান নাই।

ডাক্তার। না মহাশয়!

প্রতাপ। এই সকল ঘটনা দ্বারা সুস্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে, ভোর পাঁচটার সময় রামেশ্বরের বাটীতে আপনি যে মৃতদেহ দেখিয়া আসিয়াছেন, হয় সে দেহ হইতে সাড়ে তিন ঘণ্টার বহুপূর্ব্বে প্রাণবায়ু বাহির হইয়া গিয়াছে, নয় রেল ষ্টেশনের নিকট যাহাকে আপনি দেখিয়াছিলেন, সে রামেশ্বর নয়। রাত্রে চিনিতে পারেন নাই, অপর কাহাকেও দেখিয়া থাকিবেন।

ডাক্তার। না মহাশয়! আমার কিছুমাত্র ভ্রম হয় নাই, আমি নিশ্চয়ই রামেশ্বরকে দেখিয়াছি।

প্রতাপ। যদি আপনার শেষোক্ত কথা সত্য হয়, তাহা হইলে আমরা কি মীমাংসায় উপনীত হইব?

ডাক্তার। আপনি কি প্রতিপাদন করিতে প্রয়াস পাইতে-ছেন, এতক্ষণে বুঝিয়াছি। আমি যাহাকে দেখিয়া আসিয়াছি, সে রামেশ্বর নয়। সে মৃতদেহ অপর কাহারও।

প্রতাপ। নিশ্চয়ই।

ডাক্তার। কি ভয়ঙ্কর ঘটনা! কি পৈশাচিক ষড়যন্ত্র! কিন্তু মহাশয়, সত্য কথা বলিতে কি, এ সকল কথা আমার মাথায় একবারও প্রবেশ করে নাই। আপনার কথায় আমার চোখ ফুটিয়াছে, এখন আমি বুঝিতে পারিতেছি, আমি ভয়ঙ্কর প্রতারিত হইয়াছি।

প্রতাপ। নিশ্চয়ই। আপনি জ্ঞানবান ব্যক্তি, ভদ্রলোক, আপনাকে সকল কথা বিশ্বাস করিয়া বলিতে পারি। প্রকৃত ঘটনা এই,—রামেশ্বর প্রায় বিশ হাজার টাকা তহবিল ভাঙ্গিয়া সরিয়া পড়িয়াছে। যে দেহটা আপনি দেখিয়া আসিয়াছেন, তাহা রামেশ্বরের নয়।

ডাক্তার। এখন আপনি কি করিবেন? আমাকেও বোধ হয় টানাটানি করিতে ছাড়িবেন না? ভদ্রলোকের পক্ষে পুলিস কোর্টে যাতায়াত কি ভয়ঙ্কর কষ্টপ্রদ, আপনি বিশেষ জ্ঞাত আছেন।

প্রতাপ। আপনার কোন আশঙ্কা নাই। আমি আপ-নাকে কোর্টে হাজির করিব না।

ডাক্তার। নিশ্চয় বলিতেছেন?

প্রতাপ। নিশ্চয়ই। রামেশ্বর যে জীবিত, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। মৃতদেহের সহিত আমাদের যখন কোন সম্বন্ধ নাই, তখন আপনাকে কোর্টে হাজির করিবার কোন আবশ্যকতা দেখি না।

ডাক্তার বাবুর সহিত ঐ সম্বন্ধে আরও কয়েকটী বিষয়ের আলোচনা করিয়া, প্রতাপবাবু তাঁহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন।



সপ্তম স্তর।

নকল মানুষ।

ঐ দিবস সন্ধ্যার পর প্রতাপবাবুর বৈঠকখানায় যোগেশ এবং বামা আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রতাপবাবু তাঁহাদের অনুসন্ধানের ফলাফল জ্ঞাত হইয়া, নিজে যাহা জানিতে পারিয়াছিলেন, তাহাও তাঁহাদের নিকট প্রকাশ করিলেন। শুনিয়া আর উভয়ের বিস্ময়ের সীমা রহিল না।

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া প্রতাপবাবু বামার দিকে ফিরিয়া কহিলেন, "বিজলীবালার গতিবিধি এবং কার্য্য-কলাপের উপর তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিবে। সে বড় সহজ স্ত্রীলোক নয়। তাহার উপর নজর রাখিতে পারিলেই আমাদের কার্য্যসিদ্ধি হইবে।" তাহার পর যোগেশ বাবুকে কহিলেন, "তুমি রামেশ্বরের ফটো দেখিয়াছ?"

যোগেশ। দেখিয়াছি।

প্রতাপ। তাহার সহিত আকৃতিগত তোমার অনেকটা সৌসাদৃশ্য আছে।

যোগেশ। চোখে অনেকটা।

প্রতাপ। উচ্চতাতেও বটে!

যোগেশ। অভিপ্রায় কি?

প্রতাপবাবু কোন কথা না বলিয়া, যোগেশের মুখের দিকে চাহিয়া একটু হাসিলেন। যোগেশবাবু সে হাসির অর্থ বুঝিয়া কহিলেন, "বুঝিয়াছি, কবে?"

প্রতাপ। কাল সন্ধ্যার পরে?

যোগেশ। আচ্ছা।

যোগেশ ও বামা বিদায় হইল।

পরদিবস সন্ধ্যার পরে প্রতাপবাবু বৈঠকখানায় বসিয়া আছেন। ঘন ঘন তামাক টানিতেছেন, আর বার বার দ্বারের দিকে চাহিতেছেন, যেন কাহার প্রতীক্ষা করিতেছেন। এমন সময়ে ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল, ডাক্তার বাবু আসিয়াছেন।

প্রতাপ। যাও, লইয়া আইস।

ভৃত্য প্রস্থান করিল এবং নিতাই ডাক্তারকে সঙ্গে লইয়া বৈঠকখানায় উপস্থিত হইল। প্রতাপবাবু তাঁহাকে যত্নের সহিত বসাইলেন। অপরাপর কথাবার্ত্তার পর, প্রতাপবাবু কহিলেন, "আপনি একটু অপেক্ষা করুন, আমি আসিতেছি।" এই কথা বলিয়া, প্রত্যুত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই তিনি প্রস্থান করিলেন। বৈঠকখানার যে দ্বার দিয়া ডাক্তার বাবু কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন, প্রতাপবাবু সে দ্বার দিয়া কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন না। বৈঠকখানা গৃহের মধ্যস্থলে অন্য কক্ষে যাতায়াতের নিমিত্ত একটী দ্বার ছিল, সেইটী খুলিয়া, তাহার মধ্যে অদৃশ্য হইলেন।

প্রতাপ বাবুর প্রস্থানের অব্যবহিত পরেই, ডাক্তারবাবু এক বিকট চীৎকার করিয়া, আসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক উঠিয়া দাঁড়াইলেন। প্রতাপবাবু বাটীর মধ্য হইতে শশব্যস্তে ছুটিয়া আসিলেন। দেখিলেন, ডাক্তারবাবু ভয়ে জড় সড় হইয়া বৈঠকখানার একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া কাঁপিতেছেন, তাঁহার দৃষ্টি বৈঠকখানার ভিত্তিবিলম্বিত একখানি সুবৃহৎ দর্পণের উপর নিবদ্ধ। প্রতাপবাবু তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইয়া, তাঁহার এরূপ অবস্থার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

১ ডাক্তারবাবু হাঁপাইতে হাঁপাইতে কহিলেন, "প্রতাপবাবু! আমরা ভুল বুঝিয়াছিলাম। প্রকৃতই মরিয়াছে।"

প্রতাপ। কে মরিয়াছে?

ডাক্তার। রামেশ্বর। আমরা যাহা অনুমান করিয়াছিলাম,
২ তাহা ঠিক নহে। রামেশ্বর প্রকৃতই মরিয়াছে।

প্রতাপ। কে বলিল, রামেশ্বর মরিয়াছে?

ডাক্তার। আমি বলিতেছি। অপদেবতায় আমার বিশ্বাস ছিল না, ভূত বলিয়া একটা পদার্থ আছে, একথা আমি কখনও বিশ্বাস করিতাম না, কিন্তু আজ আমার সে ভ্রম দূর হইয়াছে। আমি স্বচক্ষে রামেশ্বরের প্রেতমূর্ত্তি দেখিয়াছি।

প্রতাপবাবু হাসিয়া উঠিলেন। তাহার পর জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায়?"

ডাক্তার। ঐ দর্পণের মধ্যে। আপনি আমার কথায় বিশ্বাস করিতেছেন না কিন্তু প্রকৃতই আমি রামেশ্বরের প্রেতাত্মা দেখিয়াছি। আপনি এখান হইতে চলিয়া যাইবার পরেই ঐ আয়নাখানার উপর একটা আলোকরশ্মি বিকীর্ণ হইয়া

পড়িল, আমি কিছু বিস্মিত হইয়া ঐ দিকে দৃষ্টিপাত করিবামাত্র দেখিলাম, রামেশ্বরের প্রেতাত্মা দণ্ডায়মান।

প্রতাপ। বল কি ডাক্তার!

ডাক্তারবাবু কিন্তু ইহার কোন উত্তর করিবার পূর্ব্বেই, পূর্ব্ববৎ ঈষল্লোহিত আলোকদীপ্তি বৃহন্মুকুরের উপর প্রতিফলিত হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে রামেশ্বরের প্রেতাত্মার পূর্ণ মূর্ত্তি তন্মধ্যে প্রতিবিম্বিত হইল। ডাক্তার বাবু আশঙ্কাবিজড়িতস্বরে কম্পিতকণ্ঠে কহিলেন, "দেখুন্—দেখুন্! ঐ—ঐ! আবার—আবার!"

প্রতাপ বাবুও সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, "তাই ত! আশ্চর্য্য বটে! কিন্তু এই কি রামেশ্বরের প্রতিমূর্ত্তি?"

ডাক্তার। হাঁ, এই রামেশ্বরের প্রেতাত্মা।

প্রতাপ। প্রেতাত্মা বা উপদেবতা অশরীরী প্রাণী। যাহার শরীর নাই, তাহার প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হওয়া অসম্ভব। মুকুরে যে ব্যক্তির প্রতিবিম্ব দর্শন করিতেছি, সে নিশ্চয়ই এই স্থানে উপস্থিত আছে।

এই কথা বলিতে বলিতে দর্পণবক্ষ হইতে প্রতিচ্ছায়া অন্তর্হিত হইল। পরমুহূর্ত্তে মুকুরে যাহার প্রতিমূর্ত্তি প্রতিবিম্বিত হইয়াছিল, ধীরে ধীরে বিস্ময়াপ্লুত ডাক্তার বাবুর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল এবং কোন কথা না বলিয়া মুহূর্ত্তমধ্যে কক্ষান্তরে অদৃশ্য হইয়া গেল।

কিছুক্ষণের জন্য উভয়েই নীরব। কিছুক্ষণ উভয়ে উভয়ের মুখপ্রতি চাহিয়া দণ্ডায়মান। অবশেষ ডাক্তারবাবু

যেন কিছু প্রকৃতিস্থ হইয়া কহিলেন, "ওঃ! এতক্ষণে আমি সকলই বুঝিয়াছি!"

প্রতাপ। কি বুঝিয়াছেন?

ডাক্তার। বুঝিয়াছি, আপনি ডিটেক্‌টিভ প্রতাপচাঁদ রায় নহেন, ষড়যন্ত্রকারীদের সহিত আপনাদেরও সংশ্রব আছে। পাছে ভবিষ্যতে আমি প্রকৃত বিষয় কর্ত্তৃপক্ষের গোচর করি, এই ভয়ে আপনারা আমার মুখবন্ধ করিতে চান। রামেশ্বরের মৃত্যু হইয়াছে, তাহার মৃত্যুবিষয়ে আমার মনে দৃঢ়বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য প্রেতাত্মার অভিনয় মাত্র।

ডাক্তার বাবু বিরক্ত হইয়া প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলেন। প্রতাপবাবু স্মিতমুখে তাঁহার হাত ধরিয়া কহিলেন, "রাগ করিতেছেন কেন? ব্যাপারখানা কি?"

ডাক্তার। ব্যাপার আর কিছুই নয়। আমি যথাস্থানে সকল বিষয় বিবৃত করিব। আমি আর প্রতারিত হইতেছি না। তোমাদের কু-অভিসন্ধি সিদ্ধ হইবে না—তোমরা আমার মুখ বন্ধ করিয়া রাখিতে পারিবে না। রামেশ্বরের যে মৃত্যু হয় নাই, এ কথা আমি প্রকাশ করিয়া দিব।

প্রতাপবাবু হাসিয়া কহিলেন, "বসুন বসুন, এতক্ষণ প্রকৃত বিষয় আমি আপনার নিকট প্রকাশ করি নাই, আজ অপরাহ্ণে আমরা রামেশ্বরকে গ্রেপ্তার করিয়াছি।"

ডাক্তার। ভাল বুঝিলাম না।

প্রতাপ। আমরা একটা লোককে রামেশ্বর মনে করিয়া গ্রেপ্তার করিয়াছি কিন্তু সেই প্রকৃত রামেশ্বর কি না, সে বিষয়ে এখনও বীতসংশয় হইতে পারি নাই। আপনি তাহাকে ভাল-

রূপ চেনেন, সেই জন্য আপনার দ্বারা এইরূপে সনাক্ত করিয়া লইলাম। এখন আর আমাদের কোন সন্দেহ নাই—আসুন, দেখিবেন আসুন।

ডাক্তার। কোথায়?

ডাক্তার ইতস্ততঃ করিতেছেন দেখিয়া, প্রতাপবাবু তাঁহার হাত ধরিয়া পার্শ্বের কক্ষে প্রবেশ করিলেন। ডাক্তার বাবু কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, কক্ষের একপার্শ্বে রামেশ্বর বিমর্ষবদনে উপবিষ্ট—হাতে হাতকড়া। ডাক্তার বিস্ময় বিস্ফারিতনেত্রে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। প্রতাপ বাবু কাণে কাণে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন, এই ত রামেশ্বর?"

ডাক্তার। নিশ্চয়ই। এও কি কখনও ভুল হয়।

প্রতাপ। উহার সহিত কথা কহিতে পারেন।

ডাক্তারবাবু তাহার নিকটবর্ত্তী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "রামেশ্বর! তোমার এরূপ অবস্থা দেখিয়া আমি বড়ই দুঃখিত হইয়াছি।"

রামেশ্বর ডাক্তারের দিকে মুখ ফিরাইয়া কহিলেন, "এখন দুঃখ করিয়া আর ফল কি! তুমিই ত আমার এই দুরবস্থার কারণ।"

ডাক্তার। আমি!

রামে। হাঁ, তুমিই। তুমিই আমায় হাবড়াপুলের নিকট দেখিয়াছিলে—তুমি যদি সে কথা প্রকাশ না করিতে, তাহা হইলে আজ আমার এ দশা ঘটিত না।

ডাক্তার। আমার ইহাতে কোন দোষ নাই,—আমি প্রকাশ করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম।

তাহার পর প্রতাপ বাবুর দিকে মুখ ফিরাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি যে এত শীঘ্র কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন, আমার বিশ্বাস ছিল না।"

প্রতাপ। প্রকৃত রামেশ্বরকে গ্রেপ্তার করিতে পারিয়াছি বলিয়া, এখনও আমার বিশ্বাস হয় নাই।

ডাক্তার। বিশ্বাস হয় নাই! বলেন কি? আপনি কি বলিতে চান, এ রামেশ্বর নয়—আমি তাহাকে চিনি না?

প্রতাপ বাবু ডাক্তারের মুখের উপর এক তীব্র কটাক্ষপাত করিয়া, মৃদু হাসিয়া কহিলেন, "ডাক্তার বাবু! মানুষ কত সহজে প্রতারিত হয়, ইহা হইতেই বোঝা যাইতেছে।"

ডাক্তারের চমক ভাঙ্গিল। তিনি রামেশ্বরের আরও নিকটবর্ত্তী হইলেন এবং তাহার মাথার চুল ধরিয়া টানিবামাত্র পরচুল খসিয়া পড়িল, কৃত্রিম শ্মশ্রুগুম্ফ স্থানচ্যুত হইল। রামেশ্বরের পরিবর্ত্তে ডিটেক্‌টিভ যোগেশের মূর্ত্তি প্রকাশ পাইল।

ডাক্তার বাবু বিস্ময়ে বাক্‌শক্তি-বিহীন। একবার যোগেশের মুখের দিকে, একবার প্রতাপ বাবুর মুখের দিকে বিস্ময়-বিহ্বল দৃষ্টিতে চাহিতে লাগিলেন। ডিটেক্‌টিভদ্বয়ও পরস্পর দৃষ্টিবিনিময় করিয়া হাসিতে লাগিলেন। ডাক্তার বাবু গোলক ধাঁধার মধ্যে পড়িয়া গেলেন। এ রহস্যের কোনই মর্ম্মোদ্ভেদ করিতে না পারিয়া কহিলেন, "প্রতাপ বাবু! ব্যাপারখানা কি? আমি ইহার কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।"

প্রতাপ বাবু হাসিয়া কহিলেন, "আমি আপনাকে সকল বিষয় বুঝাইয়া দিতেছি। যাঁহাকে রামেশ্বর বলিয়া আপনার

ভ্রম হইয়াছিল, তাঁহার নাম যোগেশচন্দ্র মিত্র। ইনিও একজন বিখ্যাত ডিটেক্‌টিভ। আমরা কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য রামেশ্বরের চেহারার অনুকরণ করিতে চাই। যোগেশ বাবু যে ছদ্মবেশ ধারণ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাকে কতদূর রামেশ্বরের অনুরূপ দেখায়, তাহাই পরীক্ষা করিবার জন্য আপনাকে এখানে আহ্বান করিতে বাধ্য হইয়াছি।"

ডাক্তার। আমি এরূপ অবিকল মানুষ নকল আর কখনও দেখি নাই। এ ছদ্মবেশ অতি চমৎকার হইয়াছে। রামেশ্বরের বিশেষ পরিচিত এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধুও এ অনুরূপের নিকট প্রতারিত হইবে। চেহারায়, চুলে, চোখে কিছুমাত্র পার্থক্য নাই।

প্রতাপ। দেখুন, কেহ ধরিতে পারিবে না ত ?

ডাক্তার। কখনও না। আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি, রামেশ্বরের পিতা মাতা জীবিত থাকিলেও এ ছদ্মবেশ ভেদ করিতে সমর্থ হইতেন না।

অপরাপর দুই চারিটী কথাবার্ত্তার পর নিতাই বাবু বিদায় গ্রহণ করিলেন। ডিটেক্‌টিভদ্বয়ও কিছুক্ষণ গোপনে পরামর্শের পর বাটী হইতে বাহির হইলেন।

অষ্টম স্তর।

মৃত সঞ্জীবীত।

পূর্ব্বোক্ত ঘটনার প্রায় দুই ঘণ্টা পরে বামাচরণ বাঁশতলার গলির মধ্য দিয়া বড়বাজারের অভিমুখে যাইতেছে। অপর এক ব্যক্তি তাহার অনুসরণ করিতেছে। শীতকালের রাত্রি, রাস্তাঘাটে বড় একটা লোকের জনতা নাই। সহরের ধূমরাশি হিমের তাড়নায় ঊর্দ্ধগামী হইতে সাহস না করিয়া, ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। স্তম্ভশিরে গ্যাসালোকগুলি, কুজ্ঝটিকাবৃত বালার্কবৎ স্তিমিতরশ্মি বিকীর্ণ করিতেছে। বামাচরণের অনুসরণকারী সেই জনবিরল, স্তিমিতালোক রাস্তার মধ্যে সুযোগ বুঝিয়া, বামাচরণের পৃষ্ঠদেশে করস্পর্শ করিল। বামাচরণ মুখ ফিরাইয়া কর্কশস্বরে জিজ্ঞাসিল, "কেহে তুমি?"

অনুসরণকারী চাপাগলায় মৃদুস্বরে কহিল, "আস্তে, গোল করিও না। বামাচরণ, আমাকে কি চিনিতে পারিতেছ না?"

বামাচরণ অধিকতর বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া, অপেক্ষাকৃত কোমল অথচ মৃদুস্বরে কহিল, "না, চিনিতে পারিতেছি না। মাথার কাপড়টা খোল দেখি!"

অনুসরণকারী ইতস্তত: ভয়চকিত সন্দিগ্ধ দৃষ্টি সঞ্চালন করিয়া শালখানি খুলিয়া পুনরায় গায়ে দিবার ব্যপদেশে, বামাচরণকে নিজের মুখাদি দেখাইল। বামাচরণ ভয়ে বিস্ময়ে বিহ্বল হইয়া, সঙ্গীর হস্তধারণ পূর্ব্বক পূর্ব্বাপেক্ষা আরও মৃদু কণ্ঠে কহিল, "সর্ব্বনাশ! রামেশ্বর! করিয়াছ কি? তুমি কি সাহসে কলিকাতায় আসিলে? শুনিলাম, হুগলিতে রহিয়াছ!"

রামে। আছি বটে, কিন্তু কলিকাতায় একবার না আসিয়া থাকিতে পারিলাম না।

বামা। তুমি বড় দুঃসাহসের কার্য্য করিয়াছ। এখানে আসিতে তোমার কিছুমাত্র ভয় হইল না?

মৃদু হাসি হাসিয়া রামেশ্বর উত্তর করিল, "মরা মানুষের আবার ভয় কি!"

বামা। হাঁ, ও কথাটা আমার মনে ছিল না। তোমার স্ত্রীর সহিত দেখা করিয়াছ?

রামে। না। এদিকের সংবাদ কি বল?

বামা। বড় ভাল নয়। অনেকে সন্দিহান হইয়াছে।

রামে। মরি নাই, বাঁচিয়া আছি—কেহ সন্দেহ করিয়াছে নাকি?

বামা। করিয়াছে বৈ কি।

রামে। কে?

বামা। প্রতাপচাঁদ রায়।

রামেশ্বর শিহরিয়া উঠিল। তাহার বিশুষ্ক মুখ হইতে অস্পষ্ট জড়িতস্বরে উচ্চারিত হইল, "ডিটেক্‌টিভ প্রতাপচাঁদ রায়?"

বামা। হাঁ।

রামে। কি করিয়া জানিলে? কিছু প্রমাণ পাইয়াছ?

বামা। হুঁ, পাইয়াছি বৈ কি। সে দিন প্রতাপ বাবু আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কহিলেন, "তোমাকে আমার সহিত একস্থানে যাইতে হইবে। কোন লোককে সনাক্ত করিতে হইবে।

রামে। ও কিছুই নয়। তুমি ভয় পাইও না।

বামা। তাহার পর হইতেই যোগেশটাও নিত্য প্রতাপের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিতেছে। গতিক বড় ভাল বলিয়া বোধ হয় না।

রামেশ্বর পুনরায় শিহরিয়া উঠিল। বামাচরণ পুনরায় কহিল, "আমার বোধ হয়, তাহারা তোমার স্ত্রীর উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতেছে।"

রামে। রাখুক, সেও বড় সহজ মেয়ে নয়।

বামা। নয় সত্য, কিন্তু তুমি যেরূপ অসমসাহসিক কার্য্য করিতেছ, যদি ধরা পড়, সকল বিষয় নষ্ট হইবে।

রামে। ভয় নাই, আমাকে ধরিতে প্রতাপের প্রতাপে কুলাইবে না। ডাকে চিঠিপত্র পাঠাইতে সাহস হয় না।

বামা। কিন্তু তুমি আমাদিগকে পত্র লিখিব বলিয়া গিয়াছিলে।

রামে। বলিয়াছিলাম সত্য, কিন্তু এখন দেখিতেছি, তাহাতে বিপদের সম্ভাবনা আছে।

বামা। প্রতাপ বোধ হয় নবীনের সহিত দেখা করিয়াছিল।

রামে। করুক, সেখানে কিছু জানিতে পারিবে না।

বামা। উহারা এখন কেবল মালটা বাহির করিবার চেষ্টায় ঘুরিতেছে।

রামে। আমারও তাই অনুমান হয়, আসল বিষয় এখনও বুঝিতে পারে নাই।

এই সময়ে একজন পুলিস-প্রহরী সেই দিকে আসিতেছে দেখিয়া, দুইজনে দুই দিকে প্রস্থান করিল। পাপীর মন সদাই সন্দিগ্ধ।

* * * * * *

অর্দ্ধঘণ্টা পরে যোগেশ প্রতাপ বাবুর বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রতাপ বাবু পূর্ব্বেই প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন। যোগেশকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কতদূর করিয়া আসিলে?"

যোগেশ। অনেকটা। বামাচরণের নিকট বেশী খবর না পাইলেও, রামেশ্বরের বর্ত্তমান বাসস্থান জানিয়াছি।

প্রতাপ। কোথায়?

যোগেশ। হুগলী।

এই সময়ে ত্বরিতপদে বামা আসিয়া তথায় উপস্থিত হইল। তাহার ললাট স্বেদাক্ত, মুখভাব উদ্বেগপূর্ণ, নাসিকায় ঘন ঘন নিশ্বাস। তাঁহাকে দেখিলেই বোধ হয়, সে কোন স্থান হইতে অতি দ্রুত চলিয়া আসিতেছে। বামা হাঁপাইতে হাঁপাইতে কহিল, "এই মাত্র বাগবাজারে * * বাড়ীতে রাস দেখিতে গেল।"

প্রতাপ। কে?

বামা। রামেশ্বরের স্ত্রী, বিজলীবালা।

প্রতাপ বাবু যোগেশের মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "এই উপযুক্ত সময়।"

যোগেশ। আমার বিবেচনায় এত তাড়াতাড়ি অগ্রসর হওয়া ভাল হইতেছে না।

প্রতাপ। কিন্তু উপায় নাই। এ সুযোগ ছাড়িলে সহজে বিজলীবালার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিব না।

যোগেশ। আমি একা যাইব?

প্রতাপ। না, বামাকে সঙ্গে লও।

যোগেশ এবং বামা গাত্রোত্থান করিল। যোগেশ হাসিয়া কহিল, "আমি তাহা হইলে এখন হুগলী হইতে আসিতেছি?"

প্রতাপও হাসিয়া কহিলেন, "নিশ্চয়ই! আমি তোমাদের অপেক্ষায় বসিয়া রহিলাম।"



নবম স্তর।

রাসে রসময়।

বাগবাজারে * * * বাড়ীতে রাসে বড় ঘটা। নানা স্থান হইতে নানা জাতীয় লোক রাস দেখিতে আসিয়া থাকে; এমন কি, অনেক কুলের কুলবতীও ইহার প্রলোভন পরিত্যাগ করিতে পারেন না। গৃহস্বামীও সে জন্য যথাসাধ্য বন্দোবস্ত করিতে ক্রটী করিতেন না। পুরুষ এবং স্ত্রীলোকগণের দণ্ডায়মানের মধ্যস্থলে ব্যবধানস্বরূপ খোঁটা পুতিয়া, দড়ি দিয়া বাঁধিয়া দিতেন।

রাত্রি প্রায় বারটা, তবু এখনও লোকের জনতা কমিতেছে না। কেহ আসিতেছে, কেহ যাইতেছে, কেহ দাঁড়াইয়া দেখিতেছে। অনেকে রাস দেখিতে আসিয়া, রসে বিভোর হইয়া বাটী ফিরিতেছে। কেহ বা রাসলীলার রসরঙ্গ দেখিয়া রসাপ্লুতহৃদয়ে কোন রসিকার আধ-অবগুণ্ঠনাচ্ছাদিত বঙ্কিম-নেত্রের দিকে চাহিয়া আছে।

ডিটেক্‌টিভ যোগেশ ও বামা এই বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া, জনতার সহিত মিশিয়া গেল কিন্তু পরস্পরের প্রতি পরস্পরের লক্ষ্য রহিল। যোগেশ বিজলীবালাকে পূর্ব্বে আর

কখনও দেখেন নাই, সুতরাং চিনিতেন না। বামা স্ত্রীলোক-দিগের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহার অনুসন্ধান করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে সন্ধান পাইয়া ইঙ্গিতে সে বিষয় যোগেশকে জানাইল।

সমুজ্জ্বল দীপ্ত দীপালোকে যোগেশ বাবু চাহিয়া দেখিলেন, প্রাঙ্গণের একপার্শ্বে এক সুন্দরী দণ্ডায়মানা। বহুমূল্য একখানি গাত্রবস্ত্রে সুন্দরীর বরাঙ্গের অধিকাংশ সমাচ্ছাদিত। পদনিম্ন-ভাগ এবং দক্ষিণহস্তের কিয়দংশ মাত্র দৃষ্টিগোচর হইতেছিল। অবগুণ্ঠনভার ঈষৎ উন্মোচিত। সেই ঈষদুন্মুক্ত অবগুণ্ঠনের মধ্য দিয়া নীলোজ্জ্বল নেত্রের চটুলদৃষ্টি ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হইতেছিল। নীলিম আকাশপ্রান্তে প্রভাতের সুখতারার ন্যায় সেই নীলায়ত নয়ন দুইটি সমুজ্জ্বল, প্রদীপ্ত এবং প্রখর। মুখাবয়বের অতি সামান্য অংশ মাত্র যোগেশের দৃষ্টিগোচর হইলেও, তিনি বুঝিলেন, যুবতী পরম সুন্দরী।

বামা ক্রমশঃ অগ্রবর্ত্তিনী হইয়া বিজলীবালার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার এখন বৃদ্ধা বৈষ্ণবীর বেশ। সে ধীরে ধীরে বিজলীবালার বস্ত্র ধরিয়া আকর্ষণ করিল। বসনাকৃষ্টা হইয়া সুন্দরী মুখ ফিরাইয়া বস্ত্রাকর্ষণকারীর দিকে চাহিল। একবার তাহার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেগা তুমি?"

বামা ঈষৎ হাসিয়া কহিল, "আমায় ভুলিয়া গিয়াছ বিজলী?"

সুন্দরী শিহরিয়া উঠিল। মুখকমলে মুহূর্ত্তের জন্য উদ্বেগের চিহ্ন প্রকটিত হইল। অদূরে দাঁড়াইয়া যোগেশ যুবতীর মুখ-ভাবের পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিলেন।

মুহূর্ত্ত মধ্যে প্রকৃতিস্থা হইয়া বিজলীবালা কহিল, "ভুলিয়া গিয়াছি! আমি কি তোমায় চিনিতাম? কৈ, আমি ত তোমায় কখন দেখি নাই?"

বামা। দেখিয়াছ বৈ কি, চিনিতে পারিতেছ না। রোগে শোকে আর কি আমার সে চেহারা আছে। একথা এখন থাক, আমার পরিচয় পরে দিব। এখন তোমায় গোটা দুই কথা বলিতে চাই।

বিজলী। কি কথা?

বামা। তুমি এখানে আসিয়া ভাল কর নাই। তোমার বিপদের আশঙ্কা আছে।

বিজলী। বিপদ! কিসের বিপদ?

বামা। সে কথা এখানে নয়, বাহির হইয়া আইস, বলিতেছি।

বিজলী। আমি তোমায় চিনি না, তোমার সহিত বাহিরে যাওয়াতেও ত বিপদের আশঙ্কা আছে?

বামা। আমি তোমার অপরিচিতা নই। আমি তোমায় বালিকাকাল হইতে চিনি। তোমার নাম—বিজলীবালা, তুমি রামেশ্বরের স্ত্রী।

বিজলীবালা তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে বামার মুখের দিকে একবার চাহিল। এ বামা কে? প্রকৃতই কি সে তাহাকে চেনে? বামা তাহার মনোভাব বুঝিতে পারিয়া অবিকৃতস্বরে কহিল, "তোমার উপর অপর লোকেরও নজর পড়িয়াছে।"

বিজলী। পড়িলই বা, তাহাতে ভয় কি? স্ত্রীলোক দেখিলে চাহিয়া দেখা পুরুষের একটা রোগ।

বামা। সত্য, কিন্তু যাহার অতি অল্পদিন মাত্র স্বামী বিয়োগ হইয়াছে, তাহার রাস দেখিতে আসা কি লোকের চক্ষে ভাল দেখায়! এখানে এমন লোক থাকিতে পারে, যাহার তোমার উপর সন্দিগ্ধচিত্তে চাহিবার অধিকার আছে।

বিজলী। তুমি আমায় কি করিতে বল?

বামা। তুমি এখানে আর অধিকক্ষণ থাকিও না। বাড়ী চলিয়া যাও। চল, না হয় আমি তোমায় রাখিয়া আসি।

বিজলী। তুমি কে? তোমার নাম কি?

বামা। বাহিরে চল বলিব। দেখিতেছ না একটা লোক আমাদের গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছে, আমাদের কথাবার্ত্তা শুনিবার জন্য কান খাড়া করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

বিজলী। কৈ? কে লোক?

বামা ইঙ্গিতে যোগেশকে দেখাইয়া দিল। বিজলীবালা চাহিয়া দেখিল—আপাদমস্তক বস্ত্রাচ্ছাদিত বাস্তবিকই একটী লোক তাহাদের লক্ষ্য করিতেছে মুখের যে অংশ দেখা যাইতেছে, তাহা দ্বারা অতি পরিচিত ব্যক্তিও তাহাকে চিনিতে পারিবে না। বিজলীবালা জিজ্ঞাসিল, "কে ও লোকটী?"

বামা। আমার অপেক্ষা তুমি ভাল চেন।

বিজলী। না, আমি উহাকে কখন দেখি নাই, দেখিলেও যেরূপভাবে মাথায় মুখে কাপড় জড়াইয়াছে, চিনিতে পারিব না। চল, আমরা বাহির হইয়া যাই।

উভয়ে বাটীর বাহির হইল। রাস্তায় আসিয়া বিজলীবালা কহিল, "তুমি কে, না জানিলে, আমি তোমার সহিত যাইতে সাহস করি না।"

বামা। আমার নাম তারা বৈষ্ণবী—আমায় তুমি চেন না? উমেশ চাটুর্য্যের বাড়ীর পাশে যে আমাদের বাড়ী ছিল, এখন মনে পড়ে?

বিস্মিত হইয়া বিজলীবালা কহিল, "তারা বৈষ্ণবী! তোর এমন চেহারা হইয়াছে। এতদিন তুই কোথায় ছিলি?"

বামা। এখানে তেমন উপায় না থাকাতে বর্দ্ধমানে গিয়া বাস করি। সেখানে কর্ত্তা মারা যায়, তাহার পর নানা স্থানে ঘুরিয়া ফিরিয়া, কাশী বৃন্দাবন দেখিয়া আজ কয়েক মাস কলিকাতায় আসিয়া বাস করিতেছি।

বিজলী। কি করিয়া জানিলি আমার এখানে বিপদের সম্ভাবনা আছে?

বামা। সেই লোকটা আর একটা লোকের সহিত তোমার সম্বন্ধে কি কথাবার্ত্তা কহিতেছিল। তাহাদের সকল কথা ভাল শুনিতে পাই নাই।

বিজলী। লোকটা কে?

বামা। বোধ হয় কোন গোয়েন্দা। ঐ দেখ, লোকটা এখনও আমাদের সঙ্গ ছাড়ে নাই।

এই বলিয়া বামা পশ্চাতে মুখ ফিরাইয়া, অনুসরণকারীকে দেখাইয়া দিল। বিজলীবালা কিছু চিন্তিত হইয়া কহিল, "উহার উদ্দেশ্য কি? কেন আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছে?"

বামা। বোধ হয়, তোমার সহিত কথা কহিবার সুযোগ খুঁজিতেছে। আমি সরিয়া দাঁড়াই, তুমি উহার সহিত সাক্ষাৎ কর।

বিজলী। না, তুই যাস নি। আমি—

কিন্তু বামা তাহার কথা শেষ হইতে না হইতে পাশের একটা অন্ধকার গলির মধ্যে সরিয়া পড়িল। বিজলীবালা কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ়ার ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল,—সহসা কোন বিষয় নির্দ্ধারণ করিতে পারিল না। একবার মনে করিল, তারা বৈষ্ণবীর অনুসরণ করি, এত রাত্রে একাকিনী যুবতী স্ত্রীলোকের পথে বাহির হওয়া নিরাপদ নহে। পরমুহূর্ত্তে বসনাভ্যন্তরে গুপ্ত ছুরিকার বিষয় ভাবিয়া ঈষৎ হাসিল এবং দ্রুতপদে পথাতিক্রম করিতে লাগিল। কিন্তু অধিকদুর অগ্রসর হইবার পূর্ব্বেই অনুসরণকারী পার্শ্ববর্ত্তী হইয়া বিকৃত-কণ্ঠে কহিল, "সুন্দরি! কি রাস দেখিতে আসিয়াছিলে? না, কোন নূতন রসময়ের সন্ধানে বাহির হইয়াছিলে?"

সুন্দরী সাহসিকা হইলেও অন্তরে শিহরিয়া উঠিল। লোকটার রসিকতায় অন্তরে বিরক্ত হইলেও, মুখে কোন উত্তর বাহির হইল না। পুরুষ পুনরায় কহিল, "কি জন্য এখানে আসিয়াছিলে?"

বিজলী। তুমি কি রকম ভদ্রলোক? অসহায়া কুলস্ত্রীর সহিত এরূপভাবে কথাবার্ত্তা কহায় কি কিছু বাহাদুরি আছে?

পুরুষ। না থাকিতে পারে, কিন্তু স্বামীর মৃত্যুর অব্যবহিত পরে, এরূপ মনোমোহিনী বেশে রাস দেখিতে আসায় তোমার বাহাদুরি আছে! বাঃ! বেশ খেলা খেলিতেছ!

বিজলী। সাবধান! কেন তুমি আমায় বিরক্ত করিতেছ? কেন আমার সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছ?

পুরুষ। বিজলী! তুমি যদি আর একটু সাবধান হইতে, তাহা হইলে ভাল হইত! এত তাড়াতাড়ি কোন কাজ ভাল

নয়। তোমায় বুদ্ধিমতী এবং চতুরা বলিয়াই আমার জ্ঞান ছিল, এখন দেখিতেছি, তুমি বড়ই নির্ব্বোধ!

বিজলী। তুমি কে? তোমায় খুব চতুর বলিয়া বোধ হইতেছে!

পুরুষ। আমি কে পরে বলিব। নিজের বিপদ কিছু বুঝিতে পারিয়াছ? পেছনে লোক লাগিয়াছে, জানিতে পারিয়াছ?

বিজলী। কে লোক?

পুরুষ। গোয়েন্দা।

বিজলী। তুমি কি গোয়েন্দা?

পুরুষ। আমি নিজের কথা তোমায় বলি নাই। যাহারা তোমার অনুসরণ করিতেছে, তাহারা বড় সহজ লোক নয়।

বিজলী। গোয়েন্দাকে আমার ভয় কিসের? কি জন্ম তাহারা আমার অনুসরণ করিবে?

পুরুষ। টাকা কড়ি, বন্ধকি খৎপত্রের সন্ধানের জন্ম।

বিজলী। তুমি অমন চাপা গলায় কথা কহিতেছ কেন?

পুরুষ। চাপা গলায় কথা কহিতেছি কেন? এখনও কি বুঝিতে পার নাই? এখনও কি আমায় চিনিতে পার নাই? সহজ স্বরে কথা কহিলে তুমি কেন, এতক্ষণ অনেকে চিনিতে পারিত।

বিজলী। তোমার মুখের কাপড় খোল। মুখখানা দেখি।

পুরুষ। এ পোড়ার মুখ দেখাইবার আর সাধ নাই, তুমিও শেষে বাদী হইলে। তোমার স্বামী মরে নাই, জীবিত আছে, লোকের মনে সন্দেহ হইয়াছে, তাহার কিছু সংবাদ রাখ?

বিজলী। তুমি কে? তোমার মুখখানা না দেখিলে আমি তোমার কোন কথার উত্তর দিব না।

পুরুষ। রামেশ্বরের কোন বন্ধু।

বিজলী। তুমি কি বামাচরণ? না—অসম্ভব!

পুরুষ। আমি বামাচরণ নই। অপর কোন বন্ধু। তুমি রাত্রিকালে একাকিনী কেন বাটীর বাহির হইয়াছ? তোমার কার্য্যকলাপের উপর লোকের সন্দেহ জন্মিলে, সকল দিক নষ্ট হইবে, তাহা কি তুমি বুঝিতে পার নাই? আমি তোমার নিকট আর ও সকল জিনিষ রাখিতে সাহস করি না।

পুরুষটী এতক্ষণ একটী বাটীর ছায়ায় দাঁড়াইয়া কথা কহিতেছিল। বিজলীবালা বহু চেষ্টা করিয়াও সেই অন্ধকারের মধ্যে তাহার মুখখানি ভাল করিয়া দেখিতে পায় নাই। এক্ষণে কথা কহিতে কহিতে পুরুষটী যেন হৃদয়ের উত্তেজনা-বশতঃ পূর্ব্বসাবধানতা বিস্মৃত হইয়া, গ্যাসালোকে আত্মপ্রকাশ করিয়া দাঁড়াইল। অসতর্কতা প্রযুক্ত মস্তকাচ্ছাদনও যেন ঈষৎ অপসারিত হইয়া পড়িল। বিজলীবালা যুবকের মুখের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টি সঞ্চালিত করিয়া শিহরিয়া উঠিল। বিশ্বাস হইল না, পুনরায় চাহিল, পুনরায় হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। রমণী মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমিই না কিছু পূর্ব্বে আমাকে একাকিনী বাটী হইতে বাহির হইবার জন্য কতই ভৎসনা করিতেছিলে?"

পুরুষ। হাঁ—করিতেছিলাম, এখনও করিতেছি।

বিজলী। তুমি কি এখানে আসিয়া ভাল করিয়াছ? কি সাহসে তুমি কলিকাতায় পদার্পণ করিলে?

পুরুষ। ভয় নাই, আমাকে কেহ চিনিতে পারিবে না। তোমার জন্যই আমার বেশী ভয়।

বিজলী। এখানে দাঁড়াইয়া কথাবার্ত্তা কহা নিরাপদ নয়। বাড়ী চল।

পুরুষ। এক সঙ্গে যাওয়া হইবে না। তুমি অগ্রসর হও, আমি অপর রাস্তা দিয়া খানিক ঘুরিয়া ফিরিয়া যাইব। বন্ধকি খৎপত্রগুলা এবং টাকাটা সাবধানে রাখিয়াছ ত?

বিজলীবালা পুনরায় শিহরিয়া উঠিল। সন্দেহে সন্দেহে জিজ্ঞাসা করিল, "ভাল করিয়া মাথার কাপড়টা খোল দেখি, মুখখানি অনেক দিন দেখি নাই।"

পুরুষও রহস্যচ্ছলে কহিল, "কেন, ইহারই মধ্যে কি মুখখানি মন হইতে মুছিয়া গেছে?"

বিজলী। না রসময়! আর অত রসিকতায় কাজ নাই। মুখের কাপড়টা একবার সরাও দেখি।

এবার পুরুষ অন্তরে শিহরিয়া উঠিল। ভাবিল, কাজটা বড়ই তাড়াতাড়ি হইয়াছে। অন্য উপায় ছিল না, মাথা ও মুখের কাপড় অপসারিত করিল। বিজলীবালা ক্ষণকাল সেই মুখের দিকে চাহিয়া, ভয়ে এক বিকট চীৎকার করিয়া উঠিল। আপাদমস্তক কাঁপিতে লাগিল। তাহার সংজ্ঞা লোপ পাইবার উপক্রম হইল। পার্শ্বস্থিত গ্যাসস্তম্ভ ধরিয়া না দাঁড়াইলে, বোধ হয় মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া যাইত।

ক্ষণকাল মধ্যে প্রকৃতিস্থা হইয়া বিজলীবালা নয়নোন্মীলন করিল। পুরুষ চলিয়া গিয়াছে, তাহার স্থানে তারা বৈষ্ণবী দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

বিজলীবালা চাহিয়া দেখিবামাত্র তারা কহিল, "অমন করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলে কেন? ও লোকটা কে?"

বিজলী। ও একজন গোয়েন্দা।

তারা। তোমায় কি জিজ্ঞাসা করিতেছিল?

বিজলী। আমার নিকট একটা বিষয় জানিবার চেষ্টায় ছিল, কিন্তু আমি নিতান্ত বোকা নই। তারা, তুই কাল প্রাতঃকালে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিস্. আমি এখন চলিলাম; বিশেষ কাজ আছে।

প্রত্যুত্তরের অপেক্ষা না করিয়া বিজলীবালা প্রস্থান করিল। বামা বা তারা বৈষ্ণবী সেই স্থানে দাঁড়াইয়া রহিল।



দশম স্তর।

দুরভিসন্ধি।

খিদিরপুরে বিজলীবালার প্রথম স্বামী উমেশ চাটুর্য্যের বাটীর পার্শ্বে বাস্তবিকই তারানাম্নী এক বর্ষিয়সী বৈষ্ণবী বাস করিত। বৈষ্ণবী বড়ই রসিকা ছিল, প্রায়ই চাটুর্য্যে বাড়ীতে যাতায়াত করিত। বিজলীবালার সহিতও তাহার বেশ আলাপ পরিচয় হইয়াছিল। তারা বৈষ্ণবীর স্বামী বা উপপতি (কোন্‌টী ঠিক, তাহা কিন্তু কেহ বলিতে পারিত না) ভিক্ষালব্ধ অর্থে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিত। সহসা এক দিবস বৈষ্ণব বৈষ্ণবী খিদিরপুর ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। সেই অবধি আর কেহ তাহাদের কোন সংবাদ পায় নাই। বামা বিজলী-বালার পূর্ব্বজীবনের ইতিহাস সংগ্রহার্থ খিদিরপুরে গিয়া এই সকল সংবাদ জানিয়া আইসে।

বিজলীবালা প্রস্থান করিল, বামা সেই স্থানেই দাঁড়াইয়া রহিল। অবিলম্বে এক মাড়ওয়ারি যুবক আসিয়া তাহার পার্শ্বে দাঁড়াইল। বামা তাহার মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "যোগেশ বাবু! কতদূর কি করিলেন? কিছু বুঝিলেন কি?"

বিজলীবালা যাহার মুখ দেখিবামাত্র ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠে, তিনি যে ডিটেক্‌টিভ যোগেশ বাবু, পাঠক পাঠিকা বহু পূর্ব্বে তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন। তিনি মূর্চ্ছিতাপ্রায় বিজলীবালার পার্শ্ব ত্যাগ করিয়া একটী অন্ধকার গলির মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং মুহূর্ত্ত মধ্যে বেশ পরিবর্ত্তন করিলেন। এখন তাঁহাকে দেখিলে বাঙ্গালী বলিয়া চেনা যায় না।

বামার প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে কহিলেন, "ছুঁড়ীটার মনে একটা সন্দেহ জন্মিয়াছে। আমি পূর্ব্বেই প্রতাপ বাবুকে বলিয়াছিলাম, এত তাড়াতাড়ি করিলে কার্য্যোদ্ধারে বিঘ্ন ঘটিবে। তুমি এক কাজ কর। সে এখনও বেশী দূর যাইতে পারে নাই, তাহার অনুসরণ কর।"

বামা। এখন আর অনুসরণে ফল কি ?

যোগেশ। আছে। ও বাটী যাইয়াই বামাচরণের সহিত সাক্ষাৎ করিবে। যদি কিছু শুনিতে পাও, আমাদের কার্য্যোদ্ধার হইবে।

বামা প্রস্থানোদ্যতা হইল। যোগেশ কহিলেন, "ও বেশে নয়।" বামা কোন কথা না বলিয়া পার্শ্বস্থ অন্ধকার গলির মধ্যে প্রবেশ করিল।

তারা বৈষ্ণবীর নিকট বিদায় লইয়া, বিজলীবালা দ্রুতপদে বাটীর দিকে অগ্রসর হইল। কিন্তু অধিক পথ অগ্রসর হইবার পূর্ব্বেই এক মুসলমান বালক অলক্ষিতে ছায়ার ন্যায় তাহার অনুসরণ করিতে লাগিল। এই মুসলমান বালক অপর কেহ নহে, পাঠকের পরিচিতা মেয়ে গোয়েন্দা বামা। বামা ডিটেক্‌টিভশ্রেষ্ঠ প্রতাপ চাঁদের শিষ্যা। অতাল্প সময়ের

মধ্যে বেশ পরিবর্ত্তনে—অপরের অভেদ্য ছদ্মবেশ ধারণে সিদ্ধহস্তা। অন্ধকার গলির মধ্যে প্রবেশ করিয়া মুহূর্ত্তমধ্যে এক মুসলমান বালকের বেশ ধরিয়া, বিজলীবালার অনুগমনে প্রবৃত্ত হইল।

প্রকাশ্য পথ পরিত্যাগ করিয়া, গলি-ঘুঁজি ধরিয়া বিজলী-বালা সহরের উপকণ্ঠে আসিয়া উপস্থিত হইল। অদূরেই বাগবাজারের খাল—চন্দ্রকরোজ্জ্বল হইয়া, ষোড়শীর নিতম্বে সুবর্ণ মেখলার ন্যায়, রাজধানীর বিপুল নিতম্ব বেষ্টন করিয়া পড়িয়া রহিয়াছে। এই খাতের সন্নিকটেই এক বিরলবসতি পল্লিতে রামেশ্বরের বাস। নিকটে আর বড় একটা ভদ্র-লোকের আবাস নাই। শ্রমজীবীগণের দুই একটা পর্ণকুটীর অথবা মহাজনী আড়ৎ।

বিজলীবালা বাটীর নিকটবর্ত্তী হইয়াছে, এমন সময়ে এক যুবক দ্রুতপদে তাহার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। বিজলী-বালা তাহাকে দূর হইতেই চিনিতে পারিয়া কহিল, "কেও, বামাচরণ না কি ?"

যুবক কহিল, "হাঁ। তুমি আসিয়াছ, ভালই হইয়াছে, আমি তোমারই সন্ধানে ঘুরিতেছি।"

বিজলী। আমারও তোমাকে বড়ই আবশ্যক। দেখা পাইয়াছি ভালই হইয়াছে। চল, বাড়ীর পেছনে পুকুরধারে বসিগে। বাড়ীর মধ্যে কথাবার্ত্তা কহিবার সুবিধা হইবে না।

বামাচরণ বিনা বাক্যব্যয়ে বিজলীবালার পশ্চাৎবর্ত্তী হইল। বাড়ীর পশ্চাতে একটী পুষ্করিণী। পুষ্করিণীতে জল সামান্য, ধারে ধারে দুই চারিটী বৃক্ষ। নিকটবর্ত্তী নীচ জাতীয়া

স্ত্রীলোকেরা দিনের বেলায় হস্তপদাদি প্রক্ষালন এবং সামান্য গৃহকর্ম্মাদি সমাধার জন্য আসিয়া থাকে। রাত্রে এখানে বড় একটা লোকের সমাগম দেখা যায় না। পুষ্করিণীর একটা ঘাট ইষ্টক-নির্ম্মিত, বিজলীবালা বামাচরণের সহিত এই বাঁধাঘাটের সোপানতলে আসিয়া উপবেশন করিল। বামা নিঃশব্দপদ-সঞ্চারে তাহাদের অনুগমন করিয়া, অদূরবর্ত্তী তটলগ্ন একটী বৃক্ষচ্ছায়ায় আত্মগোপন করিয়া দণ্ডায়মান হইল। বিজলী-বালা বা বামাচরণ ইহার বিন্দুবিসর্গ জানিতে পারিল না।

উপবিষ্ট হইয়া বামাচরণ কহিল, "রামেশ্বর কলিকাতায় আসিয়াছে!"

বিজলী। কে বলিল?

বামা। কিছু পূর্ব্বে তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল।

বিজলী। কোথায়? কি রূপে?

বামাচরণ আনুপূর্ব্বিক সকল বিষয় বলিল। তাহার কথা সমাপ্ত হইলে বিজলীবালা কহিল, "বামাচরণ! তোমাকে আমি চতুর বলিয়া জানিতাম।"

বামা। কেন, কি হইয়াছে? তুমি কি মনে কর আমি মিথ্যা বলিতেছি?

বিজলী। আমি বলিতেছি, আমার স্বামীর সহিত আজ তোমার সাক্ষাৎ হয় নাই।

বামা। বল কি! তাহাকে দেখিলাম, তাহার সহিত কথা কহিলাম, আর তুমি বল কি না আমার স্বামীর সহিত তোমার সাক্ষাৎ হয় নাই। ব্যাপারখানা কি? তুমি যে আমায় গোলকধাঁধায় ফেলিয়া দিলে!

বিজলী। গোলকধাঁধা নিশ্চয়ই। যাহাকে তুমি দেখিয়াছ, সে আমার স্বামী রামেশ্বর নয়!

বিস্ময়ে বামাচরণের চক্ষুর্দ্বয় বিস্ফারিত হইল। কহিল, "বল কি! কে সে তবে?"

বিজলী। বড় শক্তলোক। গোয়েন্দা—

বামা। হাঁ, গোয়েন্দা যে আমাদের পশ্চাৎ লাগিয়াছে, তাহা আমি রামেশ্বরকেও বলিয়াছি।

বিজলী। আমি তোমার রামেশ্বরকে দেখিয়াছি।

বামা। 'আমার রামেশ্বর'—তোমার রামেশ্বর পৃথক না কি? হেঁয়ালি ছাড়িয়া সাদা কথায় ব্যাপারখানা কি বল দেখি?

বিজলী। ব্যাপার বড় গুরুতর। আমাদের অবস্থা এখন নিরাপদ নয়। তুমি বা আমি যাহাকে দেখিয়াছি, সে প্রকৃত রামেশ্বর নয়। সে তাহার নকল। রামেশ্বরের বেশ ধরিয়া তোমায় ঠকাইয়া গেছে, আমি বড় শক্ত মেয়ে, শীঘ্র প্রতারিত হই নাই।

বামাচরণের বুক কাঁপিয়া উঠিল। ভগ্নস্বরে কহিল, "নকল রামেশ্বর! অসম্ভব! সেই মুখ, সেই চোখ, সেই চুল, সেই চেহারা। অবিকল! বল কি! তোমার কথা শুনিয়া আমার হাত পা যে পেটের ভিতর ঢুকিবার চেষ্টা করিতেছে। এমন লোক কে আছে যে, রামেশ্বরের রূপ ধরিয়া আসিয়া আমার চক্ষে ধূলা দিয়া যাইবে?"

বিজলী। এ কার খেলা বুঝিতে পারিতেছ না? চতুর চূড়ামণি প্রতাপচাঁদ রায় আমাদের পশ্চাতে ঘুরিতেছে।

রামেশ্বর যে জীবিত, তাহা সে সন্দেহ করিয়াছে। সন্দেহ করিয়াই নিশ্চিন্ত হয় নাই। কতদূর সত্য, তাহাই পরীক্ষা করিবার জন্য এই জাল পাতিয়াছে।

বামা। তোমার সহিত দেখা হইলে কি বলিল?

বিজলী। আমি রাস দেখিতে গিয়াছিলাম, সেই জন্য আমাকে তিরস্কার করিতে লাগিল। তাহার ছদ্মবেশ যতই অবিকল হউক, আমার চক্ষে কখন ধূলি দিতে পারিবে না। মুখের আবরণ অপসারিত করিবামাত্র আমি তাহাকে চিনিতে পারিয়াছিলাম। তাহার কথাতেই সে ধরা পড়িয়াছে।

বামা। কি রকম?

বিজলী। আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, বন্ধকি খৎপত্র এবং টাকা কড়ি ভাল করিয়া রাখিয়াছ ত? এই কথাতেই আমার সন্দেহ জন্মিল, কারণ আমার নিকট উহার কিছুই নাই।

বামা। এখন উপায়? প্রতাপ এবং তাহার সহযোগী যোগেশ জানিয়াছে, রামেশ্বর জীবিত, কিন্তু মাল পত্র কোথায় তাহা জানে না—তাহারা এখন তাহারই সন্ধানে ঘুরিতেছে।

বিজলী। নিশ্চয়ই। এখন আমার যুক্তি শোন। রামেশ্বরের নিকট হইতে টাকাটা হস্তগত করিতে হইবে। যদিও সে ধরা পড়ে, চোরাই মাল বাহির হইবে না। তাহার নিকট থাকিলে সমস্ত নষ্ট হইবে। আমাকে পথে দাঁড়াইতে হইবে।

বামা। যদি সে না দেয়?

এই কথা জিজ্ঞাসা করিয়া বামাচরণ পার্শ্বচারিণী বিজলীবালার মুখের দিকে চাহিল। বিজলীবালাও তাহার প্রশ্নের

গূঢ়ার্থ বুঝিয়া তাহার মুখের দিকে বিদ্যুৎবর্ষিণী এক কটাক্ষ করিয়া, অচঞ্চল স্বরে কহিল, "যেরূপে পারিবে, লইয়া আসিবে।"

উভয়ে ক্ষণকালের জন্য নীরব। বামাচরণের বুকের মধ্যে কাঁপিয়া উঠিল। কহিল, "সত্য বলিতেছ?"

বিজলীবালা অবিকৃত স্বরে কহিল, "বামাচরণ! তুমি কি আজও আমায় চিনিতে পার নাই? এতদিন ব্যবহার করিয়া আজও কি আমার হৃদয় জানিতে পার নাই? আমি সমস্ত ঠিক করিলাম—ষড়যন্ত্র করিয়া একজনের বিশহাজার টাকা ফাঁক করিয়া দিলাম—বুদ্ধি দিয়া, মৎলব আঁটিয়া লোকের চক্ষে ধূলি দিলাম, কিন্তু আমার তাতে কি হইল? রামেশ্বর আমায় বিশ্বাস করিতে পারিল না। বিশ হাজার টাকা লইয়া সরিয়া দাঁড়াইল। এখন যদি ধরা পড়ে—সে ত যাইবেই—সঙ্গে সঙ্গে টাকাটাও যাইবে। তাহার প্রতি কোনকালে আমার আন্তরিক অনুরাগ ছিল না, হইবেও না। শোন বামাচরণ!—"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া বিজলীবালা সেই চন্দ্রকরপ্লাবিত সোপানতলে বসিয়া, মুগ্ধ বামাচরণের মুখের দিকে স্থিরনেত্রে চাহিয়া, তাহার স্কন্ধের উপর মৃণালবৎ ভুজবল্লী স্থাপন পূর্ব্বক কহিল, "শোন বামাচরণ! যেরূপে পার, কলে কৌশলে, ছলে বলে রামেশ্বরের নিকট হইতে টাকাটা হস্তগত করিতেই হইবে। সে জীবিত আছে, পুলিসের মনে সন্দেহ হইয়াছে—পুলিস তাহার অনুসরণ করিয়া তাহাকে ধরে ধরুক—আমাদের ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। টাকাটা কিন্তু পূর্ব্বে আত্মসাৎ করা চাই।"

উৎসাহে আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া অনুগৃহীত বামাচরণ কহিল, "নিশ্চয়ই। লোকে জানিয়াছে, রামেশ্বর মরিয়াছে। বাঁচিয়া আছে, পুলিসের সন্দেহ মাত্র—প্রমাণ কিছুই নাই। মরা মানুষকে মারিলে ফাঁসি হয় না। সুতরাং ধরিয়া রাথ, রামেশ্বর মরিয়াছেই—টাকা হস্তগত করিতে বড় বেগ পাইতে হইবে না।"

বিজলীবালা মুখ দিয়া এতক্ষণ যাহা বাহির করিতে পারিতেছিল না, বামাচরণের মুখে তাহা প্রকাশ পাইল। বিজলীবালার চোখ দিয়া এক প্রকার দীপ্তি বাহির হইতে লাগিল। বামাচরণকে বাহু বেষ্টনে বক্ষে টানিয়া পাপিয়সী তাহার কম্পিত ওষ্ঠে আপনার উষ্ণ অধরোষ্ঠ স্থাপন করিয়া কহিল, "তবে এই কথাই ঠিক?" তাহার পর মাথা তুলিয়া হিংসাপরায়ণা ব্যাঘ্রীর ন্যায় সুন্দর গ্রীবা-ভঙ্গী করিয়া, পূর্ণদৃষ্টিতে বিহ্বল বামাচরণের হর্ষপ্রফুল্ল নেত্র প্রতি কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিল। যেন তাহার হৃদয়ভাব চোখে কতখানি প্রতিফলিত হইয়াছে, তাহাই দেখিবার জন্য তৎপ্রতি চাহিয়া দেখিল। বামাচরণ—মূঢ়, কামার্ত্ত পিশাচ,—সোৎসাহে কহিল, "এই কথাই ঠিক!"

তাহার পর পিশাচ পিশাচী গাত্রোত্থান করিল। শশিকরবিধৌত সুপ্ত ধরাবক্ষে দাঁড়াইয়া, পরস্পর পরস্পরের মুখপ্রতি আর একবার সতৃষ্ণ নেত্রে চাহিয়া, পরস্পরের নিকট বিদায় লইয়া আপন আপন গন্তব্য স্থানে প্রস্থান করিল। সেই সময়ে সেই স্থানে যদি কেহ দর্শক থাকিত, মনুষ্য চরিত্র বিশ্লেষণ করিয়া দেখিবার যদি কাহারও ক্ষমতা থাকিত, দেখিত, দুই

জনের হৃদয়ে কি বিভিন্ন প্রকারের প্রবৃত্তি বিরাজ করিতেছিল। প্রেমিক প্রেমিকা সতৃষ্ণ নেত্রে পরস্পরের প্রতি চাহিল,—একজনের চক্ষে আকাঙ্ক্ষার প্রবল তৃষা, মিলনের মর্ম্মভেদী আকুলতা—অপরের দৃষ্টিতে স্বার্থ-সাধনের প্রদীপ্ত শিখা—প্রতিহিংসা-পরায়ণা দানবী হৃদয়ের নারকীয় ছবি অনুরাগের মোহময় আবরণে ঢাকা। একজন স্বার্থ-সাধনের জন্য অপরের অঙ্কে ঢলিয়া পড়িতেছে,—অপরে হৃদয়-বৃত্তির উত্তেজনায় তাহাকে বক্ষে ধরিতেছে! ইহারই নাম প্রেম—সাধারণ চক্ষে ইহারই নাম ভালবাসা! যে স্থান স্বার্থের বিষাক্ত নিশ্বাসে মলিনতা প্রাপ্ত, সেখানে প্রেমের স্থান নাই। যেখানে প্রেমের পবিত্র আসন বিস্তৃত, তাহার বহুদূরে স্বার্থ বিনতবদনে দণ্ডায়মান। মানব ইহা বুঝিয়াও বুঝে না, মোহকরী আকাঙ্ক্ষার কাঘাঘাতে দেখিয়াও দেখে না, তাই সংসারে এত অনর্থের ঝঞ্ঝাবাত—নারকীয় দৃশ্যের এত বিকটাভিনয়!

অসন্দিগ্ধ বামাচরণ ও বিজলীবালা স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিল। বৃক্ষান্তরাল হইতে বালকবেশী বামাও বাহির হইয়া, প্রতাপ বাবুর বাটীর দিকে অগ্রসর হইল।

একাদশ স্তর।

চতুরে চতুরে।

রজনীর ত্রিযাম অতীত প্রায়। শশী পশ্চিমাকাশের নীলিমা কোলে ক্রমশঃ ঢলিয়া পড়িবার উপক্রম করিতেছেন। দিবসের কোলাহলপূর্ণা জনবহুলা মহানগরী এখন ঘোর সুষুপ্তি সমাচ্ছন্ন। বামা এই জনসমাগমশূন্য রাজপথে দ্রুত-পদে প্রতাপ বাবুর বাটীর অভিমুখে চলিতেছে। এখনও তাহার সেই ছদ্মবেশ।

যোগেশ বাবু বামার পূর্ব্বেই এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। সন্ধ্যা হইতে এ পর্য্যন্ত যাহা যাহা ঘটিয়াছে, প্রতাপ বাবুর নিকট আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করিয়া কহিলেন, "সহসা এতদূর অগ্রসর হওয়া বোধ হয় আমাদের ভাল হয় নাই।"

প্রতাপ বাবু ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, "বামা ফিরিলে তাহার মুখে সকল কথা শুনিয়া, ভাল মন্দের বিচার করিব। তুমি বস।"

তাঁহারা দুইজনে বামার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন,

এমন সময়ে বালকবেশী বামা আসিয়া হাজির হইল। প্রতাপ বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কতদূর করিয়া আসিলে ?"

বামা। রামেশ্বর জীবিত।

প্রতাপ। পূর্ব্বেই আমরা তাহা জানিয়াছি।

বামা। টাকা কড়ি, বন্ধকি দলিল পত্র, সমস্তই তাহার নিকটে।

প্রতাপচাঁদ আহ্লাদে ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, "হুঁ, আমিও তাহাই অনুমান করিয়াছি। এখন তুমি যাহা যাহা শুনিয়াছ বা দেখিয়াছ, অবিকল বর্ণন কর।"

বামা যোগেশের নিকট বিদায় লইয়া বিজলীবালার অনুসরণ করিয়াছিল। তাহার পর যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, এবং পুষ্করিণীর বাঁধাঘাটে বসিয়া বিজলীবালা ও বামাচরণের সহিত যে যে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, তাহার যতদূর সে শুনিতে পাইয়াছিল, তাহা সমস্তই বলিল। শুনিয়া প্রতাপচাঁদ যোগেশের দিকে অপাঙ্গে চাহিয়া ঈষৎ হাসিলেন। যোগেশ বাবু সে অপাঙ্গদৃষ্টি ও হাসির অর্থ বুঝিয়া কহিলেন, "আপনার অনুমানই ঠিক্, আমিই ভুল বুঝিয়াছিলাম।"

প্রতাপ। চোরাই মাল পত্রের অনুসন্ধান করাই এখন আমাদের প্রধান কাজ। স্ত্রীলোকটা বড় বুদ্ধিমতী, সে যে আমাদের প্রতারণায় মুগ্ধ হইবে, সে আশা আমি করি নাই, তবে সে এ বিষয়ের কতদূর জানে, তাহাই আমরা জানিতে চাহিয়াছিলাম। এখন চোরাই মাল কোথায়, তাহা আমরা জানিয়াছি, সুতরাং এখন কাহার অনুসরণ করিলে আমরা কৃতকার্য্য হইব, তাহাও বুঝিতে পারিয়াছি।

যোগেশ। নিশ্চয়ই।

প্রতাপ। রামেশ্বরের সহিত তাহাদের পত্রের আদান প্রদান না হউক খবরাখবর নিশ্চয়ই চলিতেছে, অন্যকার ঘটনাও তাহার অজ্ঞাত রহিবে না।

যোগেশ। না।

প্রতাপ। হুগলীতে রামেশ্বর থাকিলেও, বোধ হয় গোপনে আছে।

যোগেশ। নিশ্চয়ই।

প্রতাপ। আজ রাত্রিতে রামেশ্বর কলিকাতায় না থাকিলেও, শীঘ্র যাহাতে আসে, আমাদিগকে তাহার উপায় করিতে হইবে।

যোগেশ। কিরূপে?

প্রতাপ। তুমি এবং আমি যে চুরির তদন্ত করিতেছি, ইহা এখন আর গোপন নাই। বিজলীবালা এবং তাহার দলের লোকও শুনিয়াছে। রামেশ্বর এখন কোথায় আছে, তাহা যে আমরা শুনিয়াছি, এ বিষয়ও বিজলীবালা প্রভৃতির জানিতে বাকি নাই।

যোগেশ। জানিয়াছে সত্য কিন্তু তাহারাও নিতান্ত নির্ব্বোধ নয়।

প্রতাপ। তাহারা যে নিতান্ত নির্ব্বোধ নয়—খুব চতুর, তাহা আমি জানি। রামেশ্বরের অনুসন্ধানে আমরা যে হুগলি ছুটিব, ইহা তাহারা একরূপ নিশ্চয় করিয়া রাখিয়াছে।

যোগেশ। নিশ্চয়ই।

প্রতাপ। রামেশ্বরের নিকট যতদিন বা যতক্ষণ চোরাই

মাল পত্র থাকে, ততদিন বা ততক্ষণ সে ধরা পড়ে, তাহাদের অভিপ্রেত নয়।

যোগেশ। না।

প্রতাপ। তাহারা হুগলী যাইলে আমরা জানিতে পারিব। কিন্তু তাহারা কখনও যাইবে না। আমরা রামেশ্বরের সন্ধানে হুগলি যাত্রা করিবামাত্র, তাহারা রামেশ্বরকে এখানে আসিতে সংবাদ দিবে। রামেশ্বর এখানে আসিলে তাহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। তাহাদের শেষ কথা স্মরণ কর,—"মরা মানুষকে মারিলে, ফাঁসি হয় না।" তাহারা এখন রামেশ্বরকে হত্যা করিয়া, টাকা কড়ি আত্মসাৎ করিবার চেষ্টায় আছে।

যোগেশ। তাহাদের অভিসন্ধি ভাল নয়। আমাদের উপরও চাতুরি খেলিতে চায়। আমরা এক পথে রামেশ্বরের সন্ধানে বাহির হইব, তাহারা অপর পথে তাহাকে কলিকাতায় আনিয়া হত্যা করিবে। বা! বিজলীবালার পেটে এত বিদ্যা! কিন্তু সে বিদ্যায় বড় একটা ফল দেখিবে না। বড় শক্ত লোকের পাল্লায় পড়িয়াছে।

প্রতাপ বাবু যোগেশের শেষোক্ত কথায় কর্ণপাত না করিয়া বামাকে কহিলেন, "তুমি কাল প্রাতঃকালে বৈষ্ণবী-বেশে বিজলীর সহিত সাক্ষাৎ করিবে। তাহার পর যাহা করিতে হয় আমি করিব।"

ইহার পর প্রতাপ বাবু বামাকে নিম্নস্বরে কতকগুলি উপদেশ দিলেন। রাত্রি প্রভাতপ্রায়। যোগেশ ও বামা আপন আপন বাসার অভিমুখে প্রস্থান করিল। প্রতাপ বাবু বৈঠকখানাতে পড়িয়া নিদ্রাসুখ অনুভব করিতে লাগিলেন।

পর দিবস বেলা আটটার সময় বামা ওরফে তারা বৈষ্ণবী, বিজলীবালার বাটীতে উপস্থিত হইল। গৃহাধিকারিণী তখন শয্যাত্যাগ করিয়া, নীচে আসিয়া মুখ ধৌত করিতেছিল। বৈষ্ণবীকে দেখিবামাত্র তাহাকে লইয়া নীচের একটী প্রকোষ্ঠে বসাইল।

উপবেশনান্তর বৈষ্ণবী জিজ্ঞাসা করিল, "কাল তুমি অত তাড়াতাড়ি চলিয়া আসিলে কেন?"

বিজলীবালা তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে একবার বৈষ্ণবীর আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া কহিল, "বাড়ীতে বিশেষ দরকার ছিল।"

তারা। বিজলী! আমি দেখিতেছি, চারিদিকে তোমার বড়ই বিপদ। এ সময় তোমার একজন হিতৈষী বন্ধুর দরকার। এ বুড়ী বৈষ্ণবীর প্রতি যদি তোমার স্নেহ যত্ন থাকে, তবে আমি সে স্থান পূর্ণ করিতে প্রস্তুত আছি।

বিজলী। তারা! তোর কথায় আমি বড় সন্তুষ্ট হইলাম। এখন আমার সঙ্গে তোর কি দরকার বল?

তারা। আমি বড় গরীব। আমার কিছু টাকার আবশ্যক। বিপদে আপদে তোমায় দেখিব, যুক্তি পরামর্শ দিব কিন্তু আমি পেটে যাহাতে দুটী খাইতে পাই, তোমাকে তাহার উপায় করিতে হইবে।

বিজলী। বেশ কথা! আমার এখন নিজের খাইবার সংস্থান নাই—তোকে কোথা হইতে খাওয়াইব বল? আমার আর কি সে দিন আছে!

তারা। তুমি আমাকে ভাসাইতে চেষ্টা করিতেছ, কিন্তু সহজে তাহা পারিবে না। আমি সকল সংবাদ রাখি। যদি

তুমি আমাকে সাহায্য না কর, তুমিও আমার সাহায্য পাইবে না। চাই কি, আমি তোমার শত্রু হইয়াও দাঁড়াইতে পারি।

বিজলীবালা বিস্ফারিতনেত্রে আর একবার বৈষ্ণবীর দিকে চাহিল। তাহার পর পূর্ব্ববৎ অবিকৃতস্বরে কহিল, "তুই না বলিলি, আমি সকল সংবাদ রাখি, কি সংবাদ তুই শুনিয়াছিস্?"

তারা। প্রথমতঃ এই উপস্থিত ঘটনার নায়িকাই তুমি।

বিজলী। কোন্ ঘটনার?

তারা। এই চুরি মোকদ্দমার।

বিজলী। কোন্ চুরি মোকদ্দমা?

তারা। তোমার স্বামী রামেশ্বর মল্লিক-বাড়ীর বিশহাজার টাকা চুরি করিয়াছে। সে সব টাকাকড়ি, গহনাপত্র তোমারই নিকট আছে।

বিজলী। তার পর?

তারা। আমি ঐ টাকার কিছু অংশ চাই।

বিজলী। এ আর নূতন সংবাদ কি! এ কথা ত সবাই জানে। খবরের কাগজে লেখালেখি চলিতেছে,—পুলিসের গোয়েন্দারাও জানে, ইহাতে নূতনত্ব কিছুই নাই।

তারা। আমি ইহারও বেশী সংবাদ রাখি।

বিজলী। সুখের বিষয়! আর কি সংবাদ জানিস্?

তারা। তুমি সধবা।

বিজলীবালা হাসিয়া কহিল, "ইহার মধ্যে আবার বুঝি একটা বিবাহ করিয়াছি?"

তারা। না, তা নয়। তোমার দ্বিতীয় স্বামী রামেশ্বর বাবু এখনও জীবিত।

বিজলী। কে বলিল ?

তারা। আমি বলিতেছি। আমি তাঁহাকে স্বচক্ষে জীবিত দেখিয়াছি।

মুহূর্ত্তের জন্য বিজলীবালার পরিহাসপ্রফুল্ল মুখখানি যেন ঈষৎ মলিন হইল। শারদ শশাঙ্কের বিমল জ্যোতিঃ যেন মুহূর্ত্তের জন্য একখণ্ড শুভ্র অভ্রখণ্ডে আবৃত হইল। মেঘ চলিয়া গেল, চন্দ্রমা আপন গৌরবে আপনি হাসিল। মুহূর্ত্ত-মধ্যে হৃদয়ভাব গোপন করিয়া বিজলীবালা কহিল, "কবে দেখিয়াছিস্ ?"

তারা। কাল রাত্রে।

বিজলীবালা নীরব। যেন কিছু চিন্তামগ্ন। তারা বৈষ্ণবী পুনরায় কহিল, "তোমার পেছনে বড় শক্ত লোক লাগিয়াছে।"

বিজলী। তাহা জানি।

তারা। তোমার স্বামী জীবিত, তাহারা শুনিয়াছে। তোমার সহিত কাল রাত্রে তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তাহাও তাহারা জানিয়াছে।

বিজলীবালা পুনরায় চিন্তামগ্না হইল। কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া কহিল, "জানুক, তাহারা কি করিতেছে, তাহাদের উদ্দেশ্য কি, তাহাও আমি জানি। তাহাদের মত গোয়েন্দাকে আমি ভেড়া বানাইয়া রাখিতে পারি। যদি আমার স্বামী জীবিত এবং কাল কলিকাতায় উপস্থিত ছিল, তবে তাহাকে গ্রেপ্তার করিল না কেন ?"

তারা। এখনও গ্রেপ্তার করিবার সময় উপস্থিত হয় নাই। তাহারা শুধু রামেশ্বরকে চাহে না, আরও কিছু চায়।

বিজলী। আবার কি ?

তারা। টাকাকড়ি, গহনা প্রভৃতি অপহৃত মালগুলি।

বিজলীবালা চঞ্চল হইয়া উঠিল। তাহার গাম্ভীর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিবার উপক্রম হইল। কিয়ৎকাল নীরব নিস্পন্দ দাঁড়াইয়া রহিল। পরমুহূর্ত্তে কহিল, "তারা! তোর অভিপ্রায় কি ?"

তারা। অভিপ্রায় কিছু টাকা। টাকা পাইলে তোমায় সাহায্য করিতে পারি।

বিজলী। কি প্রকারে ?

তারা। পূর্ব্বেই তোমায় বলিয়াছি, শত্রুপক্ষ তোমার স্বামী জীবিত কি না এবং এখন কোথায়, তাহা জানিয়াছে। তাহারা তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য নিশ্চয় হুগলী যাইবে। চোরাই মালের সন্ধান না পাইলে, তাহারা কিছুই করিয়া উঠিতে পারিবে না। বামাল সমেত তাহারা রামেশ্বরকে গ্রেপ্তার করিতে চায়।

বিজলী। তাহা যেন হইল, কিন্তু তুমি আমাকে কেমন করিয়া সাহায্য করিবে ?

তারা। আমার প্রস্তাবে সম্মত হও, আমায় কিছু টাকা দাও—আমি তোমাদের দলভুক্ত হইয়া, কি উপায় অবলম্বন করিলে উপস্থিত বিপদ হইতে মুক্ত হইতে পারিবে বলিয়া দিব।

বিজলী। যদি তোমার প্রস্তাবে সম্মত না হই ?

তারা। আমাকে তোমার ঘোর শত্রু জানিয়া রাখ।

বিজলী। মনে কর, আমার স্বামী জীবিত এবং বাস্তবিক তিনি হুগলীতে, কিন্তু আমি কি তাঁহাকে সংবাদ দিয়া সেখান হইতে সরাইয়া দিতে পারি না ?

তারা। পার, কিন্তু কোথায় গিয়া সে নিস্তার পাইবে? তাহার অনুসন্ধানে যে লোক লাগিয়াছে, সে বড় সহজ ব্যক্তি নয়। যোগেশ ত আছেই, তাহার উপর স্বয়ং সেই নামজাদা ডিটেক্‌টিভ প্রতাপচাঁদ এ তদন্তের ভার হাতে লইয়াছে। বনেই লুক্কায়িত হউক, সাগর জলেই ডুবুক, আর ভূগর্ভেই প্রবেশ করুক, তাহারা একবার যখন তাহার গন্ধ পাইয়াছে, তখন আর তাহার নিস্তার নাই।

বিজলী। হাঁ, যদি বাঁচিয়া থাকে, তবে একদিন না এক্‌দিন ধরা পড়িবে। কিন্তু মরা মানুষকে প্রেতলোক হইতে ধরিয়া আনিবার তাহাদের ক্ষমতা নাই।

তারা। এখন তর্কের খাতিরে ধর, তোমার স্বামী জীবিত।

বিজলী। আচ্ছা, তাহার পর?

তারা। উপস্থিত ক্ষেত্রে তোমার স্বামীর কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন, তাহারা কখনও আশা করে না।

বিজলী। নিশ্চয়ই না।

তারা। তাহাদিগকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শনের এই সহজ পন্থা।

বিজলী। তোর যুক্তি মন্দ নয়। আমি এ বিষয় চিন্তা করিব।

তারা। যদি তোর আমাকে বিশ্বাস করিয়া দলে টানিয়া লও, আমি তোমাদিগকে যথেষ্ট সাহায্য করিতে পারি।

বিজলী। কিরূপে তুই সাহায্য করিবি?

তারা। তাহা এখন বলিব না। সময়ে জানিতে পারিবে।

বিজলী। আমি আমার বন্ধুবান্ধবের সহিত পরামর্শ করিয়া

তোকে ইহার উত্তর দিব। তোর সহিত আবার কখন্ দেখা হইবে ?

তারা। তুমি কখন দেখা করিতে বল ?

বিজলী। আজ রাত্রি ঠিক বারটার সময় আসিতে পারিবি।

তারা। কেন পারিব না। কোথায় দেখা পাইব ?

বিজলী। আমার এই বাটীতেই দেখা হইবে। আমি তোর জন্য অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিব।

প্রতিশ্রুত হইয়া বৈষ্ণবী প্রস্থান করিল।

দ্বাদশ স্তর।

ভীষণ ষড়যন্ত্র।

বামা ওরফে তারা বৈষ্ণবী বরাবর প্রতাপ বাবুর বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। যোগেশ এবং প্রতাপবাবু তাহার অপেক্ষাতেই বৈঠকখানা গৃহে বসিয়াছিলেন।

বিজলীবালার সহিত যে যে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, বামা অবিকল তাহা বর্ণন করিল। যোগেশ কোন কথা কহিলেন না, প্রতাপ বাবু কিন্তু মধ্যে মধ্যে নানাপ্রকার প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। অবশেষে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিজলীবালা তোমায় কতদূর বিশ্বাস করিয়াছে?"

বামা। অন্য লোককে সে যতখানি বিশ্বাস করিতে পারে।

প্রতাপ। তাহার বাড়ীটা কোন্‌খানে এবং কিরূপভাবে অবস্থিত, আমায় বেশ করিয়া বুঝাইয়া দাও দেখি।

বামা যতদূর জানিত বলিল। প্রায় পাঁচ মিনিট কাল প্রতাপচাঁদ নীরব হইয়া রহিলেন। শেষে মনে মনে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া কহিলেন, "তুমি রাত্রি ঠিক্ দ্বিপ্রহরের সময় তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতে পার।"

বামা বিদায় হইল, প্রতাপ বাবু যোগেশকে কহিলেন, "রাত্রি ঠিক এগারটার সময় তুমি আমার এখানে আসিতে চাও।"

যোগেশ। কেন বলুন দেখি ?

প্রতাপ। সেই সময়ে জানিতে পারিবে কিন্তু নিশ্চয় আসিতে চাও, বিশেষ প্রয়োজন।

যোগেশও বিদায় হইলেন। প্রতাপচাঁদ নির্জ্জনে বসিয়া অনেকক্ষণ চিন্তা করিলেন, শেষে ঈষদ্ধাস্যে অস্ফুটস্বরে কহিলেন, "ভাল বিজলি! তোমার পেটে এত বিদ্যা! ভাল, দেখা যাবে।"

এদিকে তারা বৈষ্ণবীকে বিদায় দিয়া, বিজলীবালা দ্বিতলে আপন কক্ষে প্রবেশ করিল। তারার সহিত কথোপকথন-কালে তাহার কোন ভাববৈলক্ষণ্য পরিদৃষ্ট হয় নাই—তখন তাহাকে হাস্যরসপ্রফুল্লা এবং উদ্বেগপরিশূন্যা বলিয়াই বোধ হইয়াছিল, এক্ষণে কিন্তু আপন শয়নপ্রকোষ্ঠে প্রবিষ্ট হইবা-মাত্র তাহার সম্পূর্ণ ভাবান্তর উপস্থিত হইল। মলিনমুখে রূপসী একখানি কেদারার উপর বসিয়া পড়িল এবং করতলে কপোল বিন্যাস পূর্ব্বক উপস্থিত বিপদ হইতে মুক্তি লাভের উপায় পরিচিন্তন করিতে লাগিল।

বেলা বারটার সময় বামাচরণ আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়া বিজলী কহিল, "তুমি এতক্ষণে আসিলে ? আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলাম। বিপদ ক্রমশঃ ঘনীভূত হইয়া আসিতেছে।"

বামা। তাহা ত আমি জানি। পূর্ব্বেই ত বলিয়াছি,

তাহারা বড় সহজ লোক নয়। যখন একবার আমাদের উপর সন্দেহ হইয়াছে, তখন সহজে ছাড়িবে না।

বিজলী। তাহারা সহজ লোক নয়, তাহা বুঝি, কিন্তু সহজেও আমাদের কিছু করিতে পারিবে না। তাহাদের অপেক্ষা বেশী ভয় এখন আমার এই তারা বৈষ্ণবীকে।

বামা। কেন, তাহাকে এত আশঙ্কার কারণ কি? তাহার দ্বারা আমাদের কি অনিষ্ট হইতে পারে?

বিজলী। সব। তুমি বুঝিতেছ না এ তারা বৈষ্ণবী কে? এ আর কেহ নয়—এ সেই তোমার প্রতাপের নিয়োজিতা কোন দূতী। এ নিশ্চয় তাহার খেলা।

বামা। কেমন করিয়া বুঝিলে এ তাহার খেলা? তুমি বড় সন্দিগ্ধ।

বিজলী। সন্দিগ্ধ নয় সতর্ক। এ সহজ কথাটা আর বুঝিতে পারিলে না? বুড় প্রতাপ আর ছোঁড়া যোগেশ বড় শক্ত গোয়েন্দা। তারা তোমার মত বুদ্ধি লইয়া ঘর করে না। যদি কোনরূপে তাহাদের বিশ্বস্ত একটা লোককে দলভুক্ত করিয়া আমাদের বিশ্বাসভাজন করিয়া দিতে পারে, তাহাদের আর ভাবনা কি? তাহাদের কাজ অনেকটা সহজেই হালকা হইয়া আসিবে। এই তারা বৈষ্ণবী তাহাদেরই লোক—ও কলের পুতুল—কলে নড়িতেছে, দড়ি ধরিয়া আছে কে জান, সেই বুড় দুষমন।

বামা। তোমার বুদ্ধি বড় প্রখরা। তুমি যাহা অনুমান করিয়াছ, তাহা সত্য বলিয়াই আমার বিশ্বাস। তাহারা আমাদের উপর এক চাল চালিয়াছে।

বিজলী। চালুক, আমরাও তাহাদের উপর চাল চালিব। এখন প্রথম এবং প্রধান কার্য্য তারা বৈষ্ণবীর নিপাত।

বামাচরণ শিহরিয়া উঠিল। বিজলী তাহার ভাবান্তর গ্রাহ্য না করিয়া কহিল, "তদ্ভিন্ন আর উপায় নাই, তাহাকে সরাইতে না পারিলে, আমাদের বাঁচিবার পথ রুদ্ধ হইবে। সে অনেক কথা জানে, ইঙ্গিতে অনেক আভাস দিয়াছে। কাল হইয়া তারা বৈষ্ণবী আমাদের দলে ঢুকিয়াছে।"

বিজলীবালা সহসা থামিল এবং কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া প্রাতঃকালে এবং পূর্ব্বদিবস রাত্রে তারা বৈষ্ণবীর সহিত তাহার যে যে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, বামাচরণকে কহিল।

বামাচরণ বলিল, "তাহা হইলে দেখিতেছি, মাগীও বড় সহজ নয়, কিন্তু কি করিয়া তাহাকে আমাদের সংস্রব ত্যাগ করাইবে? সে ত সহজে যাইবে না।"

বিজলী বিদ্রূপের স্বরে কহিল, "সহজে যাইবে না—কাজটাও কিছু শক্ত, তাহা জানি, তাহা বলিয়া নীরবে বসিয়া থাকিব, আমার কুষ্ঠিতে কখনও লেখে নাই।"

বামাচরণ মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে কহিল, "আমরা এক বিপদে পতিত, ইহার উপর সাধ করিয়া আবার বিপদ টানিয়া আনা কি যুক্তিসঙ্গত? আমাদের উপর পুলিসের সতর্ক দৃষ্টি রহিয়াছে, এখন আমাদের সামান্য কার্য্যও তাহাদের নজরে পড়িবে।"

বিজলী বামাচরণের মুখের দিকে এক তীব্র কটাক্ষপাত করিয়া কহিল, "বামাচরণ! আমি সকলই বুঝি। গোয়েন্দা-গিরি করিয়া প্রতাপ মাথার চুল পাকাইয়াছে, তাহার বুদ্ধির

দৌড় অনেক বেশী কিন্তু এইবার তাহাকে সামান্য একটা স্ত্রীলোকের নিকট ঠকিতে হইবে। সে সহজে আমায় করগত করিতে পারিবে না। আমি তাহার চালে তাহাকেই মাত করিব। তাহার উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিব কিন্তু তোমাকে আমার এই কার্য্যে সাহায্য করিতে হইবে।"

পুনরায় বিজলীর চক্ষু হইতে বিজলীঝলকবৎ কটাক্ষবর্ষণ হইল। তবে সে কটাক্ষ তত তীব্র, তত জ্বালাময় নয়। শরতের সান্ধ্যগগনে নিবিড় মেঘমালার কোলে স্ফুরিতবিদ্যুদ্বিকাশবৎ মনোজ্ঞ অথচ চিত্তচাঞ্চল্যবিধায়ক। সে কটাক্ষে বামাচরণ চঞ্চল হইয়া উঠিল। রূপসীর মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "শেষে আমাকেও কি আসামীর মধ্যে ফেলিবে?"

হাসিয়া বিজলী কহিল, "ভয় নাই, তোমার গায়ে আঁচড়ও লাগিবে না। আমি সাধ করিয়া তোমাকে কোন বিপদে ফেলিব না। যদি আমি পড়ি, তুমিও পড়িবে। কেন, আমার সহিত তুমি জেলে যাইতে কি ভয় পাও?"

বামাচরণ বড় বিপদে পড়িল। আসল কথা বলিলে রূপসী প্রণয়িনীর নিকট হীনতা স্বীকার করিতে হয়। বিজলীবালার মত পিশাচপ্রকৃতিসম্পন্না নির্ম্মমা প্রেমিকার প্রেম লাভ করিতে হইলে, কাপুরুষত্বের পরিচয় দিলে চলিবে না। কাজেই মুখে সাহস প্রকাশ করিয়া, হতভাগ্য বামাচরণ কহিল, "জেল ত সামান্য কথা, তোমার ভালবাসা পাইলে, তোমার সহিত নরকে যাইতেও প্রস্তুত। আমায় কি করিতে হইবে বল?"

বিজলীবালার মত সুচতুরা বামার বামাচরণের অন্তরের ভাব বুঝিতে বাকি রহিল না। মনে মনে হাসিয়া মন্মথের দর্প-

হারিণী মোহিনী বিজলী কহিল, "তোমায় কয়েকজন বিশ্বস্ত লোক দিতে হইবে। আর তোমায় যাহা যাহা করিতে হইবে, পরে বলিতেছি। বামাচরণ! আমি বড় বিপন্না, তাই তোমার নিকট সাহায্য চাহিতেছি। আমি তোমার, আমার হৃদয়ের অনন্ত ভালবাসা তোমারই—তবে সে ভালবাসা লাভ করিতে হইলে, আপাততঃ তোমাকে দুই একটা দুঃসাহসিক কার্য্যে হস্তার্পণ করিতে হইবে। যদি সে জন্য দুঃখিত বা ক্ষুণ্ণ হও, তবে এইখান হইতে নিরস্ত হও।"

বিজলীবালা আরও কি বলিতে যাইতেছিল। বামাচরণ তাহার হাত ধরিয়া কহিল, "সে কি বিজলী! আমি তোমার রূপে মুগ্ধ—তোমার ভালবাসা লাভের আশায় উন্মাদ। আমায় বঞ্চনা করিও না, এইমাত্র আমার আকিঞ্চন—তোমার জন্য আমি প্রাণ দিতে প্রস্তুত, আমায় কি করিতে হইবে আদেশ কর।"

বিজলীবালা অনুগৃহীতের প্রতি সপ্রেম দৃষ্টি সঞ্চালন করিয়া গম্ভীরস্বরে কহিল, "তোমায় কেবল কয়েকজন বিশ্বাসী লোকের যোগাড় করিয়া দিতে হইবে। আর যাহা যাহা করিতে হইবে বলিতেছি।"

বিজলী বামাচরণের আরও নিকটে সরিয়া বসিল। তাহাদের পরস্পরের মধ্যে অনেক কথাবার্ত্তা, অনেক শলাপরামর্শ আঁটাআঁটি হইল। এই পরামর্শের কার্য্যফল পাঠক যথাসময়ে পরিজ্ঞাত হইবেন।

ত্রয়োদশ স্তর।

বামার বিপদ।

আকাশ অল্প অল্প মেঘাবৃত। অনিবিড় অম্বুদখণ্ডে কখনও কখনও চন্দ্রমার শুভ্ররশ্মি সমাচ্ছাদিত হওয়াতে, কৌমুদী-প্লাবিতা ধরণীর নগ্নসৌন্দর্য্য উষানুরূপ ম্লান হইতেছে—নক্ষত্র-পুঞ্জের ক্ষীণ জ্যোতিঃ নীরদনীলিমায় লুকাইয়া যাইতেছে,—ক্ষণপরে মেঘ সরিয়া যাইতেছে,—নীলিমার কোলে তারা ফুটিতেছে,—নিশাকরের স্নিগ্ধ কিরণে দিক্‌দিগন্ত উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেছে। সন্ধ্যা হইতে আকাশের এই অবস্থা। ক্রমশঃ রাত্রি যতই বাড়িতে থাকিল, আকাশের অবস্থারও ততই পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল। নীল নিবিড় নীরদমালায় গগন ভরিয়া গেল। চন্দ্র তারা সে আঁধারে অদৃশ্য হইল।

বিজলীবালার শয়নকক্ষের ঘড়িতে টং টং করিয়া রাত্রি এগারটা বাজিল। পলে পলে, দণ্ডে দণ্ডে অল্প অল্প করিয়া রজনীর দুর্য্যোগ যেমন বাড়িতে লাগিল, বিজলীবালার অন্তর মধ্যে পৈশাচিকপ্রবৃত্তির অদম্য উত্তেজনাও তত ঘনীভূত হইয়া আসিতে লাগিল। রুদ্ধ-বাতায়ন ক্ষুদ্র এক প্রকোষ্ঠ মধ্যে অধরোষ্ঠ দৃঢ়সংবদ্ধ করিয়া, বিজলী বসিয়া আছে। দৃষ্টি স্থির—

অচঞ্চল, তাহা হইতে স্থিরপ্রতিজ্ঞতার একটা রশ্মি যেন ফুটিয়া বাহির হইতেছে। নাসারন্ধ্র মুহুর্মুহুঃ বিস্ফারিত এবং তাহা হইতে তপ্ত নিশ্বাস নিঃসৃত হইতেছিল। সুন্দর গণ্ডযুগ কখনও প্রদোষপঙ্কজবৎ রসশূন্য, মলিন শুভ্রবর্ণ ধারণ করিতেছিল, কখনও তাহাতে প্রস্ফুট গোলাপের ঈষল্লোহিতাভা ফুটিয়া বাহির হইতেছিল। সাধারণচক্ষে বাহ্যপ্রকৃতি গাম্ভীর্য্য পূর্ণ হইলেও, অন্তরের মধ্যে যে বিষম গোলযোগ বাধিতেছিল, প্রতি মুহূর্ত্তে মুখদর্পণে তাহার ছায়া প্রতিফলিত হইতে লাগিল। বিজলীবালা সেই অবস্থায় বসিয়া আছে আর ঘন ঘন ঘড়ির দিকে চাহিতেছে। ঘড়িতে বারটা আর বাজে না। বিজলী-বালা বসিয়া বসিয়া, ঘড়ির দিকে চাহিয়া চাহিয়া ক্রমশঃ চঞ্চল হইয়া উঠিল। আর বসিয়া থাকিতে পারিল না— উঠিয়া অস্থির পদে কক্ষমধ্যে পদচারণা করিতে লাগিল। বারটা বাজিতে আর পাঁচ মিনিট বাকি আছে—ঘড়ির দিকে নীলায়ত নয়নদ্বয় স্থাপন করিয়া, অস্ফুটস্বরে সুন্দরী কহিল, "বুঝিবা দুর্য্যোগে আসিতে পারিল না! এত যোগাড়যন্ত্র সবই বিফলে যাইবে! দেখি, এখনও সময় আছে।"

সুন্দরী পুনরায় কক্ষমধ্যে পদচারণা করিতে লাগিল। পাইচারি করিতে করিতে, বাতায়নসন্নিধানে উপস্থিত হইয়া, গবাক্ষদ্বার ঈষন্মুক্ত করিয়া, বাহিরে আকাশের দিকে দৃষ্টি সঞ্চালন করিল। আকাশমণ্ডল সুনিবিড় ঘোর কৃষ্ণ মেঘজালে আচ্ছন্ন—বৃষ্টিপাত হয় নাই, তাহার পূর্ব্বলক্ষণ সূচিত হইতেছে। মেঘক্রোড়ে দিক্‌দিগন্ত আলোকিত করিয়া, কৃষ্ণাপ্রকৃতির কালীমাখা মুখখানি মুহূর্ত্তের জন্য উদ্ভাসিত করিয়া, মুহুর্মুহুঃ

চপলা বিভাসিত হইতেছিল। চঞ্চলা চপলার ক্ষণস্থায়ী সেই উজ্জ্বলালোকে শ্যামা নিশীথিনীর কালিমাময়ী বিকট মূর্ত্তি আরও বিকটরূপে প্রকটিত হইতেছিল। মেঘকদম্ব থাকিয়া থাকিয়া গর্জ্জিয়া উঠিতেছিল,—বায়ুতাড়িত উদ্বেলিত সাগর-বক্ষের ন্যায় ভীমাপ্রকৃতির বিশাল উরসে বিস্তারিত নিবিড়া-ন্ধকাররাশিও যেন সেই গর্জ্জনে গর্জ্জিয়া গর্জ্জিয়া নাচিয়া উঠিতেছিল। প্রমত্ত উচ্ছৃঙ্খল প্রভঞ্জন সেই তাণ্ডব নর্ত্তনে যোগ দিয়া বিকট শব্দে বহিয়া যাইতেছিল। বিজলীবালা প্রকৃতির এই বিপর্য্যয় ভাব দেখিয়া ভয়ে ভয়ে গবাক্ষদ্বার বন্ধ করিয়া, একখানি চেয়ারে আসিয়া বসিয়া পড়িল। ঘড়িতেও ঠিক সেই সময়ে বারটা বাজিল। সে শব্দ নৈশ দুর্য্যোগের সহিত মিশিয়া যাইবার পূর্ব্বেই বাহিরে কক্ষদ্বারে কে সতর্ক করাঘাত করিল। সে আঘাতে বিজলীর হৃদয়তন্ত্রি বাজিয়া উঠিল। মুহূর্ত্তের জন্য চোখে মুখে বিকট পৈশাচিক ভাব পরিব্যক্ত হইল। অন্তরের সেই আনন্দ যত্নে গোপন করিয়া, বিজলী ত্বরিতপদে দ্বার অর্গল মুক্ত করিয়া দিল। তারা বৈষ্ণবী কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল।

বিজলীবালা পূর্ব্ববৎ কক্ষদ্বার রুদ্ধ করিয়া গৃহতলে বিস্তৃত জাজিমের উপর উপবেশন করিল এবং তাহাকে বসিতে ইঙ্গিত করিল।

তারা বসিলে বিজলী কহিল, "যেরূপ দুর্য্যোগ, মনে করিতেছিলাম, বুঝি বা তুই আসিতে পারিলি না।"

বৈষ্ণবী সুন্দরীর মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "কথা দিয়া গিয়াছি, নিশ্চয়ই আসিব। এখন তোমার সংবাদ কি বল?"

সুন্দরী কিছু ইতস্ততঃ করিয়া কহিল, "আমার সংবাদে নূতনত্ব কিছুই নাই। তোমাকে এখন আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, তুই এ সংবাদ কোথায় পাইলি? এ সকল গুপ্তরহস্য কোথায় শুনিলি?"

বৈষ্ণবী দেখিল, স্রোত ফিরিয়াছে। মুখে কহিল, "শুনিবার ভাবনা কি—শুনিবার ইচ্ছা থাকিলে অনেকরূপে শুনিতে পাওয়া যায়।"

বিজলী। সত্য, কিন্তু তোর উদ্দেশ্য কি? তুই কি চাস্?

বৈষ্ণবী। চাই কিছু টাকা—সঙ্গে সঙ্গে তোমারও কিছু উপকার হয়।

বিজলী। প্রতাপচাঁদ তোকে কত টাকা দিয়াছে? তাহার নিকট কিছু পাস নাই?

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে বৈষ্ণবীর মুখের দিকে চাহিয়া বিজলী এই কথাগুলি জিজ্ঞাসা করিল। বামার অন্তর মধ্যে কাঁপিয়া উঠিল, কিন্তু মুখে কোন চিহ্ন প্রকটিত হইল না। পূর্ব্ববৎ অচঞ্চলস্বরে কহিল, "তাহার সহিত আমার সম্বন্ধ কি? তুমি কি বলিতেছ?"

বক্রকটাক্ষে ঈষৎ হাসিয়া বিজলী কহিল, "সম্বন্ধ গুরুতর. যাহা বলিতেছি, তাহাও বুঝিয়াছ—বেশ. এখন আসল কথাটা খুলিয়া বল দেখি?"

বৈষ্ণবী। ইহার মধ্যে আসল নকল কিছুই নাই।

বিজলী। আছে বৈ কি! তোর নামটী কি বল দেখি?

বৈষ্ণবী। কেন, আমার নাম কি জান না? তারা বৈষ্ণবীর উপর এত অবিশ্বাস কেন?

বিজলী। অবিশ্বাসের কারণ থাকিলেই, লোকে অবিশ্বাস করে। তোর আসল নাম যাই হোক, তুই যে তারা বৈষ্ণবী নহিস্, তাহার আমি অনেক প্রমাণ পাইয়াছি। তুই গোয়েন্দার দূতী—

বাধা দিয়া, বিজলীবালার মুখের কাছে হাত নাড়িয়া, বৈষ্ণবী কহিল, "ওমা! ওসব কি কথা! তুমি যে আমায় অবাক করিলে!"

ক্রোধবিঘূর্ণিতনেত্রে কর্কশস্বরে বিজলী কহিল, "আর ন্যাকামিতে কাজ নাই, ন্যাকা মাগী! এখানে আর তোদের চালাকি খাটিবে না। আমি একটা বিধবা অবলা স্ত্রীলোক, আমার উপর এত অত্যাচার কেন? তোর প্রতাপকেই বা আমার ভয় কিসের—আর তোর যোগেশেরই বা আমি তোয়াক্কা রাখি কি? তুই কে, তাহাও জানিতে আমার বাকি নাই—তুই সেই পিশাচের কিঙ্করী—মেয়ে-গোয়েন্দা বামা।"

মুহূর্ত্তের জন্য উভয়েই নীরব। পরস্পরের চোখের দিকে চাহিয়া উভয়েই বাক্যহীন। বামা বিরক্তির হাসি হাসিয়া কহিল, "কলিকালে কাহারও ভাল করিতে নাই, আমি চলিলাম।"

বামা উঠিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু দ্বারাভিমুখে পদমাত্র অগ্রসর হইবার পূর্ব্বেই কুপিতা ব্যাঘ্রীর ন্যায় বিজলীবালা বামার নিকটবর্ত্তিনী হইয়া, সজোরে তাহার হাত চাপিয়া ধরিল এবং বলপূর্ব্বক তাহার ছদ্মবেশ ছিন্ন ভিন্ন করিতে করিতে, কর্কশকণ্ঠে কহিতে লাগিল, "সয়তানী! যাবি কোথা? কোথায় কাহার সহিত চাতুরী করিতে আসিয়াছিস্, একবার দেখিয়া যা।"

বামাও নিতান্ত দুর্ব্বলা নহে, কিন্তু বলপ্রয়োগের অবসর ঘটিবার পূর্ব্বেই, কক্ষের অপর দ্বার উন্মুক্ত করিয়া, অপর এক ব্যক্তি ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইল। আগন্তুক এক হস্তে বামার গলা টিপিয়া ধরিল, তাহার অপর হস্তে একখান রুমাল—রুমাল হইতে তীব্র ক্লোরাফর্ম্মের গন্ধ বাহির হইতেছিল। ক্ষিপ্রহস্তে পাষণ্ড ক্লোরাফর্ম্ম মাখান রুমালখানা বামার নাক এবং মুখের উপর চাপিয়া ধরিল। হঠাৎ আক্রমণে বামা বিপন্না হইয়া পড়িল। দুর্বৃত্ত মুহূর্ত্তের জন্য হস্তাপসারিত করিয়া হতভাগিনীর পৃষ্ঠদেশে কয়েকটী বজ্রমুষ্টি বর্ষণ করিল। ক্লোরাফর্ম্মের শক্তিতে এবং ভীষণ প্রহারে অবিলম্বে বামার সংজ্ঞাশূন্য দেহ বিজলীবালার পদতলে লুণ্ঠিত হইতে লাগিল।

শত্রুকে লাঞ্ছিত এবং পদতলে নিপতিত দেখিয়া, নির্ম্মমা সুন্দরীর মুখে পৈশাচিক হাসি ফুটিয়া উঠিল। বাঘিনী সদ্যনিহত শিকার সম্মুখে রাখিয়া, তৎপ্রতি যেমন চাহিতে থাকে—তাহার প্রোজ্জ্বল অক্ষিগোলক যেমন সে সময়ে তপ্ত অগ্নিপিণ্ডবৎ ধক্ ধক্ জ্বলিতে থাকে, বামাকে পরাজিত দেখিয়া, উৎকট আনন্দে বিজলীবালার নয়নদ্বয় হইতেও সেইরূপ অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল। নরকের আনন্দ চোখে মুখে ফুটিয়া উঠিল। বাঘিনীর ন্যায় গ্রীবা ভঙ্গী করিয়া পার্শ্বস্থ পুরুষকে কহিল, "সমস্ত ঠিক্?"

প্রত্যুত্তরে সে ব্যক্তি মস্তক সঞ্চালন করিল। তাহার পর উভয়েই নীরব। উভয়েই নীরবে পতিতা বামার মুখের দিকে চাহিয়া দণ্ডায়মান। কিয়ৎক্ষণ বিলম্বে বামার জ্ঞানের সঞ্চার হইল। চক্ষু মেলিয়া হতভাগিনী দেখিল, বিজলীবালা তাহার

পার্শ্বে দাঁড়াইয়া, তাহার দিকে বক্রকটাক্ষে চাহিয়া, বিদ্রূপের হাসি হাসিতেছে। বামা কোন কথা কহিল না। বিজলী জিজ্ঞাসা করিল, "এখন তুই সকল কথা স্বীকার করিবি ?"

বামা নীরব। পুনরায় বিজলী কহিল, "এখনও বল্, তুই কে ? কিজন্য ছদ্মবেশে আমাদের দলে ঢুকিয়াছিলি ? এবারও বামা কথা কহিল না।

অধীরা হইয়া, মাটীতে পদাঘাত করিয়া, বিজলী পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "আমার কথার উত্তর দিবি কি না ?"

বামা তাহার দিকে চাহিয়া কহিল, "না—আমি কোন কথার উত্তর দিব না।"

বিজলী পুরুষের দিকে চাহিয়া কি ইঙ্গিত করিল। পাষণ্ড রুমালে আরও খানিক ক্লোরাফর্ম্ম ঢালিয়া, সেই সিক্ত রুমাল-খানি পুনরায় বামার নাসিকার উপর চাপিয়া ধরিল। দেখিতে দেখিতে হতভাগিনীর সংজ্ঞা লোপ পাইল। দুর্ব্বৃত্ত দ্বারের দিকে চাহিয়া মৃদু শিশ দিবামাত্র আর একজন কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। বিজলীর ইঙ্গিতে গুণ্ডাদ্বয় হতচেতনা বামাকে স্কন্ধে লইয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইল।

বাটীর দ্বারপার্শ্বে একখানি ভাড়াটিয়া গাড়ী দাঁড়াইয়া ছিল। বাহকদ্বয় বাটী হইতে বহির্গত হইয়া বামার নিস্পন্দ দেহ গাড়ীর মধ্যে স্থাপন করিল। তৎপরে তাহারা যেমন গাড়ীর মধ্যে উঠিতে যাইবে, অমনি ঠিক্ সেই সময়ে, সেই নৈশ নিবিড় অন্ধকারের মধ্য হইতে অপর দুই মূর্ত্তির আবি-র্ভাব হইল। দুইজনের হাতে দুই গাছি লাঠি। অন্ধকারে লাঠি ঊর্দ্ধে উঠিল, তাহার পর দুইটী আঘাতের শব্দ—সঙ্গে

সঙ্গে দুইটী গুরুদ্রব্য পতনের শব্দ এবং অস্ফুট চীৎকার-ধ্বনি সমুত্থিত হইল। আগন্তুকদ্বয় নিঃশব্দে গাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া বসিল। গাড়োয়ান বিনা বাক্যব্যয়ে গাড়ী হাঁকাইয়া দিল।

বিশ মিনিট পরে গাড়ী আসিয়া ডিটেক্‌টিভ প্রতাপচাঁদ রায়ের বাটীর দ্বারদেশে দণ্ডায়মান হইল।



চতুর্দ্দশ স্তর।

কাহার জিৎ ?

এখনও বামার চৈতন্য সম্পাদিত হয় নাই। প্রতাপ এবং যোগেশ অগ্রে গাড়ী হইতে অবতরণ পূর্ব্বক, ধীরে ধীরে বামার নিঃসংজ্ঞদেহ বাটীর মধ্যে লইয়া গেলেন এবং একখানি কৌচের উপর শয়ন করাইয়া, তাহার চৈতন্য সম্পাদনে মনোযোগ দিলেন। অবিলম্বে জ্ঞানের সঞ্চার হইল, বামা চক্ষু মেলিয়া চাহিল।

বামার উদ্ধারকারী যে স্বয়ং প্রতাপ এবং যোগেশ—তাহা পাঠক অবশ্যই বুঝিয়া থাকিবেন। বিজলীর কার্য্য-কলাপের উপর প্রতাপ বাবুর পূর্ব্ব হইতেই সন্দেহ হইয়াছিল, সেই জন্য তিনি যোগেশকে রাত্রি এগারটার সময়ে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বলিয়াছিলেন। ভাড়াটীয়া গাড়ীর গাড়োয়ান যোগেশকে চিনিত—ঘটনাস্থলে তাঁহাকে উপস্থিত দেখিয়া, ভয়ে তাহার মুখ শুকাইয়া যায়, তিনি তাহাকে অভয় দিয়া কহিলেন, "তোমার কোন ভয় নাই—যদি বিশ্বাসঘাতকতা

না কর—আমার কথামত কাজ কর, তোমার কোন বিপদ ঘটিবে না।”

গাড়োয়ান সহজেই সম্মত হয়। তাহার পর যাহা যাহা ঘটিয়াছে, পাঠক জ্ঞাত হইয়াছেন।

বামা চক্ষু মেলিয়া ক্ষীণস্বরে কহিল, “আমি কোথায়?”

প্রতাপ। আমার বাড়ীতে।

বামা। আমাকে কে এখানে আনিল?

প্রতাপ। আমি এবং যোগেশ।

একটু সুস্থ হইলে প্রতাপ বাবু বামার মুখে সকল কথা শুনিলেন। সে রাত্রে বামার আর বাসায় যাওয়া ঘটিল না, প্রতাপ বাবুর বাড়ীতেই রহিল।

এদিকে গুণ্ডাদ্বয় আহত হইয়া রক্তাক্তকলেবরে বিজলী-বালার সম্মুখে উপস্থিত হইল। তাহাদিগকে তদবস্থ দেখিয়া বিজলীর মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। কিসে কি হইল, তাহার বুঝিতে আর বাকি রহিল না। গুণ্ডাদ্বয় পারিশ্রমিক পাইয়া বিদায় হইল।

প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা পরে বামাচরণ আসিল। গুণ্ডাদ্বয় বরাবর তাহার নিকটে গিয়াছিল, তাহাদের মুখে সকল কথা শুনিয়া, সে এখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। বিজলীবালা তাহাকে দেখিয়া কহিল, “বামাচরণ! বুড়ো বেটা এক খেলা খেলিয়াছে।”

শুষ্কমুখে বামাচরণ কহিল, “আমি ত পূর্ব্বেই বলিয়াছিলাম, সাবধান! প্রতাপকে আঁটিয়া উঠিতে পারিবে না। চল, আমাদের এখানে আর থাকা উচিত নয়, বিপদ ক্রমশই ঘনীভূত হইয়া আসিতেছে।”

বিজলী। কেন, পলাইব কেন? প্রথম ঘোড়ার কিস্তিতেই কি চাল মাত হইতে দিব। যখন আমার আর কোন আশা থাকিবে না, তখন সরিয়া পড়িব।

বামা। তাহা হইলে এখনও তুমি লড়িবে? প্রতাপের সহিত শত্রুতা করিয়া কখনই জয়লাভ করিতে পারিবে না।

বিজলী। এখন পর্য্যন্ত আমাদের জিৎ—না হারিতেই কেন পলাইব? এ পর্য্যন্ত আমরা এমন কোন কাজ করি নাই, যাহা দ্বারা তাহাকে ভয় করিতে হইবে। তাহাদের উদ্দেশ্য বামাল সমেত রামেশ্বরকে গ্রেপ্তার করা, যে পর্য্যন্ত তাহা না পারিতেছে, সে পর্য্যন্ত আমাদের আশঙ্কার কোনই কারণ নাই। রামেশ্বরকে গ্রেপ্তার করিতে পারিলেও, সহজে আমাদিগকে জালে জড়াইতে পারিবে না।

বামা। কেন, আজিকার ঘটনায়?

বিজলী। তুমি পাগল। তাহারা আপনাদের পরাজয়ের কথা কখনই লোকসমাজে প্রকাশ করিতে সাহসী হইবে না, সুতরাং আমাদেরও কোন ভয় নাই।

বামা। তাহাদের পরাজয় কিসে—বরং তোমরই উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইল।

বিজলী। তুমি ভুল বুঝিতেছ। এ পর্য্যন্ত আমারই জিৎ। প্রথমে রামেশ্বরের মূর্ত্তি ধরিয়া আসিল, আমার নিকট ধরা পড়িয়া পলাইল। আমি তাহাদের প্রথম উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিলাম। দ্বিতীয়বার ঐ মাগীটাকে আমাদের দলভুক্ত করিবার প্রয়াস পাইল, তাহাতেও কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। দুইবারই তাহারা হারিয়াছে, এইবার আমি তাহাদের উপর

এক চাল চালিব। দেখিব, তাহাদিগকে ঘোল খাওয়াইতে পারি কি না।

বামাচরণ বিস্ফারিতনেত্রে বিজলীবালার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, বিজলী অতি মৃদুস্বরে তাহার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে লাগিল। বামাচরণের শুষ্কমুখে হাসি আসিল, ভয়াতুর প্রাণে সাহসের ক্ষীণদীপ্তি দেখা দিল।



পঞ্চদশ স্তর।

এ আবার কে?

যোগেশ আজ চারি দিবস হুগলীতে আসিয়াছেন, কিন্তু ইহার মধ্যে আসামীর কোন সন্ধানই করিয়া উঠিতে পারেন নাই। সমস্ত দিবস পর্য্যটনের পর ক্লান্তদেহে বাসায় ফিরিতে-ছিলেন। তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, আকাশে চাঁদ উঠিয়াছে—রাস্তাঘাটে আলোক জ্বালিয়া দেওয়া হইয়াছে। তিনি অন্যমনস্কভাবে আসিতেছিলেন, সহসা কিয়দ্দূরে সম্মুখস্থ গলির মোড়ে পথবাহিকা কোন রমণীর প্রতি দৃষ্টি পড়াতে চমকিয়া উঠিলেন। রমণী মোড় ফিরিয়া, অপর গলিতে প্রবেশ করিল। রাত্রিকালে অস্পষ্টালোকে দূর হইতে মুহূর্ত্তের জন্য রমণীকে দেখিলেও, তাহার আকৃতির উচ্চতায় এবং চলিবার ভাব-ভঙ্গীতে তাঁহার মনে স্বতঃ উদিত হইল, রমণী তাঁহার নিতান্ত অপরিচিতা নহে। কোথায় দেখিয়াছেন, স্মরণ হইবামাত্র শিহরিয়া উঠিলেন এবং মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া দ্রুত অথচ সতর্ক পদবিক্ষেপে তাহার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন।

রমণী অবগুণ্ঠনবতী। কোন দিকে লক্ষ্য না করিয়া, আপন মনে অপেক্ষাকৃত দ্রুতপদে চলিতেছিল। পথবাহিকা দুই তিনটী মোড় ফিরিয়া একটী সরু গলির মধ্যে প্রবেশ করিল। যোগেশও দূরে থাকিয়া রমণীর অনুসরণ করিতে লাগিলেন। রমণী গলির দক্ষিণ দিকের একখানি দ্বিতল বাটীর দ্বারদেশে মুহূর্ত্তের জন্য দণ্ডায়মান হইয়া, তাহার পর আর কাহাকেও কিছু না বলিয়া, কিংবা পশ্চাতের দিকে না চাহিয়া অগত্যা বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল। যোগেশ অন্ধকারের আশ্রয় লইয়া বাটীর দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিতে লাগিলেন। আশার উদ্বেগে তাঁহার হৃদয়ে এক প্রকার ভাবের সঞ্চার হইল। প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা অপেক্ষা করিবার পর বাটীর মধ্য হইতে অবগুণ্ঠনবতী বাহির হইল এবং বরাবর গঙ্গাতীরাভিমুখে চলিতে লাগিল। যোগেশও ছায়ার ন্যায় অনুগমন করিতে লাগিলেন। রমণী তীরসান্নিধ্যে উপস্থিত হইয়া, একস্থানে দণ্ডায়মান হইল। সে স্থানে সন্ধ্যার পর বড় একটা লোকের গতিবিধি দৃষ্ট হয় না। স্থানটী অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন। রাত্রিকালে সেই নির্জ্জন গঙ্গাতীরে রমণীকে তদবস্থায় দণ্ডায়মান দেখিয়া, তাঁহার মনে হইল, বোধ হয় রমণী কাহারও অপেক্ষা করিতেছে। তাঁহার অনুমান মিথ্যা নয়—প্রায় দশমিনিট অপেক্ষা করিবার পর, সেই স্থানে আপাদমস্তক বসনাবৃত এক পুরুষমূর্ত্তির আবির্ভাব হইল। পুরুষ রমণীর সহিত কথা কহিতে কহিতে ভয়ে ভয়ে ইতস্ততঃ দৃষ্টি সঞ্চালন করিতে লাগিল।

পুরুষ এবং রমণীর ভাবভঙ্গী দেখিয়া, যোগেশ ঈষৎ হাসিয়া

মনে মনে কহিলেন, "ইহারা বেশ খেলা খেলিতেছে, বাঃ! মন্দ খেলা নয়! বেশ চাতুরী! ভাল, আমাকেও একবার দেখিতে হইবে।"

পুরুষ এবং রমণী যে স্থানে দাঁড়াইয়া কথা কহিতেছিল, যোগেশ তদভিমুখে শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হইতে লাগিলেন এবং তাহাদের নিকটবর্ত্তী হইয়া একেবারে পুরুষের গায়ের উপর গিয়া পড়িলেন। পুরুষ যোগেশকে ধাক্কা দিয়া কর্কশ-স্বরে কহিল, "কি হে বাপু! চোকে দেখিতে পাও না—না মাতাল হইয়াছ?"

যোগেশ কোন উত্তর না দিয়া, পুরুষের মাথার কাপড় ধরিয়া সজোরে এক টান দিলেন কিন্তু তাহার মস্তকাবরণ উন্মোচিত হইবার পূর্ব্বেই, পার্শ্বস্থ অন্ধকার গলির মধ্য হইতে চারিজন লোক বাহির হইয়া, তাঁহাকে আক্রমণ করিল। সাধারণ যে কোন লোক এ অবস্থায় পড়িলে, কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিত এবং আক্রমণকারীদের হস্তে লাঞ্ছিত হইত। কিন্তু যোগেশ একজন পাকা গোয়েন্দা—দূরদর্শিতা তাঁহার যথেষ্ট। তিনি পূর্ব্ব হইতে সতর্ক ছিলেন। তাঁহার হস্তস্থিত সুদৃঢ় বংশযষ্টি বিদ্যুৎবেগে বিঘূর্ণিত হইয়া আততায়ীর মস্তক এবং পৃষ্ঠের উপর সবেগে প্রপতিত হইল। বিষম আঘাতে ব্যথিত হইয়া দুইজন ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল, এক জন ধূল্যবলুণ্ঠিত হইতে লাগিল, অপর বেগতিক দেখিয়া অন্ধকারের মধ্যে লুকাইয়া পড়িল।

মেঘ হইতে মেঘান্তরে বিদ্যুৎ স্ফুরিত হইতে যতটুকু সময় লাগে, সেই সময়ের মধ্যে এই কাণ্ড ঘটিল। রমণী বিস্মিত,

ভীত এবং চমকিত হইয়া একপার্শ্বে দণ্ডায়মান। চীৎকার করা দূরে থাক, তাহার মুখ হইতে একটী অস্ফুট ধ্বনিও নির্গত হইল না। আক্রমণকারীদিগকে বিতাড়িত করিয়া, যোগেশ বাবু রমণীর দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। রমণী কম্পিত-কণ্ঠে কহিল, "আপনি কিরূপ ভদ্রলোক? আপনার অভি-প্রায় কি? আমরা পথে দাঁড়াইয়া কথা কহিতেছিলাম—কেন আমাদিগকে আক্রমণ করিলেন?"

যোগেশ কহিলেন, "অভিপ্রায় তোমার সঙ্গের পুরুষটী কে এবং তোমার মুখখানি কেমন, একবার দেখিবার সাধ হইয়াছিল।"

রমণী। নিকটে পুলিসের কোন লোক নাই, তাই আপনার সাধ অপূর্ণ রহিল। এ রকম সাধ কোন ভদ্রলোকের সম্ভবে না।

যোগেশ। তোমার বন্ধু বান্ধবের যদি কোন দোষ না থাকে, তবে পলাইল কেন?

রমণী। না পলাইলে এতক্ষণ খুন জখম হইত।

যোগেশ। তোমার সঙ্গের সে ভদ্রলোকটী কে?

রমণী। আমার ভাই।

যোগেশ। কি রকম ভাই? বাড়ী ঘর ছাড়িয়া গঙ্গাতীরে আসিয়া কথা কহিতেছিলে?

রমণী। আপনাকে সকল কথা খুলিয়া বলিতেছি। একটা বদমায়েস লোক অনেকক্ষণ হইতে আমার পশ্চাৎ লইয়াছে, আমাকে অপমান করিতেও কুণ্ঠিত হয় নাই। তাহাকে দণ্ড দিবার জন্য আমরা এই ফাঁদ পাতিয়াছিলাম।

রমণী ঈষৎ হাসিয়া কহিল, "আমার ক্ষমা বা বিরাগে আপনার কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নাই।"

যোগেশ। আমার ব্যবহার অভদ্র হইলেও, এতক্ষণ আমি যাহার সহিত কথা কহিলাম, তাহার মুখখানি একবার দেখিতে ইচ্ছা করি।

রমণী মুখের আবরণ উন্মোচন করিল। যোগেশ হতাশ হইলেন। যাহাকে দেখিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন, তাহার পরিবর্ত্তে দ্বাবিংশ কি চতুর্ব্বিংশবর্ষীয়া কোন যুবতীর শরতের শতদলের মত প্রস্ফুট সুন্দর একখানি মুখ প্রকাশিত হইল।

রমণী কহিল, "মহাশয়! রাত্রিকাল আমি একাকিনী এতখানি পথ বাহিয়া, বাটী যাইতে সাহস করি না; অনুগ্রহ করিয়া আমাকে বাটী পর্য্যন্ত রাখিয়া আসিবেন কি?"

বিস্ময়ের উপর বিস্ময়। রমণীর বাক্যে যোগেশের বিস্ময় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। মুখে কহিলেন, "আমি তোমাকে বাটীতে রাখিয়া আসিতে পারিলে বড়ই সুখী হইব কিন্তু আমি তোমার অপরিচিত, রাত্রিকালে অপরিচিতের সহিত তোমাকে বাটী প্রবেশ করিতে দেখিলে তোমার নিন্দা হইতে পারে।"

রমণী। সত্য কিন্তু উপায়ান্তর নাই—আমি একা যাইতে সাহস করি না—বাটী পৌঁছিলে, আমার এরূপ আচরণের বিষয় আপনাকে প্রকাশ করিয়া বলিব।

রমণীর ভাবভঙ্গী বা কথাবার্ত্তায় কপটতার কোন নিদর্শন না থাকিলেও, যোগেশ বুঝিলেন, তাঁহার জন্য আবার কোন অভিনব বগুড়া বিস্তৃত হইতেছে, তিনি মনে মনে হাসিয়া কহিলেন, "চল।"

রমণী অগ্রে অগ্রে চলিল। যোগেশ কিছু পশ্চাতে থাকিয়া, তাহার অনুগমন করিতে লাগিলেন। প্রায় অর্দ্ধঘণ্টার পর, নানা রাস্তা ঘুরিয়া, যে বাটী হইতে রমণী বহির্গত হইয়াছিল, তাহার দ্বারদেশে দণ্ডায়মান হইল এবং যোগেশের দিকে মুখ ফিরাইয়া কহিল, "আসুন, বাটীর ভিতর আসুন।"

রমণীর এই অসম্ভাবিত আমন্ত্রণে যোগেশ আরও বিস্মিত হইলেন। সন্ধ্যার সময় সর্ব্বপ্রথমে যে রমণীকে দেখিয়া, তাঁহার অনুসরণে প্রবৃত্ত হন, সে পাঠকের পরিচিতা বিজলীবালা। বিজলীবালা বাটীর মধ্যে প্রবেশ করে, যোগেশ বাহিরে অপেক্ষা করেন। কিয়ৎক্ষণ বিলম্বে যে যুবতী বাটীর বাহির হয়, সে বিজলীবালা নহে, অপর কোন রমণী। যোগেশ পূর্ব্বেই ইহা পরিজ্ঞাত হইয়াছিলেন, কেবল সন্দেহ ভঞ্জনার্থ মুখাবরণ খুলিতে বলিয়াছিলেন। এক্ষণে যুবতীর এই প্রস্তাবে তিনি বিস্মিত হইলেও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলেন না। রমণী যে চতুরা এবং তাহার যে কোন উদ্দেশ্য আছে, তাহা তিনি বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলেন, কিন্তু সেই উদ্দেশ্য কি, তাহা জানিতে পারেন নাই; কহিলেন, "চল।"

রমণী যোগেশকে সঙ্গে করিয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল এবং দ্বিতলে উঠিয়া একটী গৃহের দ্বার উন্মোচন পূর্ব্বক তাঁহাকে বসিতে বলিল। গৃহে পূর্ব্ব হইতে আলোক জ্বলিতেছিল। আসবাবের মধ্যে একখানি তক্তাপোষ—তাহার উপর সামান্য রকমের বিছানা। এতদ্ভিন্ন সে কক্ষে আর কোন সামগ্রী ছিল না।

যোগেশ যুবতীর ইঙ্গিতে তক্তাপোষের উপর উপবিষ্ট হইলেন,

রমণী একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিল। কিছুক্ষণ উভয়েই নীরব। সহসা রমণী কহিল, "মহাশয়! আপনার এ কি রকম ব্যবহার?"

যোগেশ। কোন্‌টী আমার কি রকম ব্যবহার?

রমণী। আজ তিন চারি দিন হইতে কেন আপনি আমার সঙ্গ ছাড়িতেছেন না?

এতক্ষণে যোগেশ রমণীর অভিপ্রায় বুঝিতে পারিলেন, কহিলেন, "সুন্দরি! তোমার ভুল হইয়াছে।"

রমণী। ভুল! ভুল কিরূপে বলিব? এই ত সন্ধ্যা হইতে আমি যেখানে যাইতেছি, আপনি আমার সঙ্গে সঙ্গেই যাইতে-ছেন। সন্ধ্যার পর যখন বাটী আসি, আপনি আমার অনুসরণ করিয়া, আমার বাটীর দ্বার অবধি আসেন, এবং অপেক্ষা করিতে থাকেন। আমি আপনার ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া, আপনাকে শাস্তি দিবার জন্য লোকজনের বন্দোবস্ত করিয়া বাটী হইতে বহির্গত হই, কিন্তু তাহারা আপনার সমকক্ষ নয়, তাহারা পলাইল। এক্ষণে আপনাকে আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি আমার সহিত এরূপ ব্যবহার করিতেছেন কেন? আপনার উদ্দেশ্য কি?

যোগেশ। সন্ধ্যার পর আমি যাহার অনুসরণ করিয়া এ বাটীর দ্বার পর্য্যন্ত আসি, সে অন্য কোন স্ত্রীলোক, সে ত তুমি নও।

রমণী। তাহা হইলে একজন স্ত্রীলোকের পশ্চাৎ পশ্চাৎ এ পর্য্যন্ত আসা আপনি স্বীকার করিতেছেন?

যোগেশ। অস্বীকার করিবার ত কোন কারণ দেখিতে পাইতেছি না।

রমণী। আমিই সেই স্ত্রীলোক।

যোগেশ। আমার চোখে এখনও চাল্‌সে ধরে নাই—ও রূপে আমায় ভুলাইতে পারিবে না।

রমণী। এ বাড়ীতে আমি ভিন্ন আর কোন স্ত্রীলোক থাকে না। যদি আমার কথায় বিশ্বাস না হয়, আপনি সমস্ত বাড়ীখান পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন।

হাসিয়া যোগেশ কহিলেন, "তোমার কথায় আমার অবিশ্বাস নাই, বাড়ী পরীক্ষা করিয়া দেখিবারও আবশ্যক করে না—আমারই ভুল হইয়াছে।"

রমণী। চোখে চাল্‌সে ধরে নাই, রাস্তায় আলো ছিল, তবু এত বড় একটা ভুল করিয়া ফেলিলেন!

রমণী যোগেশের দিকে কটাক্ষপাত করিয়া ঈষৎ হাসিল। সে হাসির অর্থ বুঝিয়া যোগেশ কহিলেন, "তোমার চাল চলন, ভাবভঙ্গী, দেহের উচ্চতা ঠিক্ আমার সেই স্ত্রীলোকটীর মত, কাজেই আমি ভুল করিয়া বসিলাম। বিশেষতঃ প্রেমান্ধের দিক্‌বিদিক জ্ঞান থাকে না!"

রমণী। এটা কি ঠিক কথা? কেন মিথ্যা প্রবঞ্চনা করিতেছেন? আমি আপনার উদ্দেশ্য জানি। স্ত্রীলোকের রূপে মুগ্ধ হইবার লোক আলাদা। স্ত্রীলোক নয়—কোন পুরুষের অনুসরণ করাই আপনার উদ্দেশ্য। আপনি অন্ধকারে ঘুরিতেছেন। আমায় যদি বিশ্বাস করেন, আমি পথ দেখাইয়া দিতে পারি।

যোগেশ। এরূপ অযাচিতভাবে পথ দেখাইতে তোমায় প্রবৃত্তি হইল কেন?

রমণী। আমি বুঝিয়াছি, আপনি কোন পুলিশকর্ম্মচারী। যাহাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য ঘুরিতেছেন, তাহাকে ধরিতে পারিলে আপনি যথেষ্ট পুরস্কার পাইবেন। আমার অর্থাভাব বড়ই বেশী—যদি আমি আপনাকে সাহায্য করি, আপনার নিকট কিছু অর্থসাহায্য পাইবার প্রত্যাশা রাখি।

যোগেশ। আমি যাহার জন্য ঘুরিতেছি, তাহাকে চেন ?

রমণী। চিনি।

যোগেশ। কে সে ? তাহার নাম কি ?

রমণী। রামেশ্বর।

যোগেশ চমকিয়া উঠিলেন। যুবতীর মুখের দিকে কিছু-ক্ষণ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর কহিলেন, "তুমি যেমন সাহসিকা, তেমনি চতুরা।"

যুবতী সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া কহিল, "আপনি আজ বড়ই প্রতারিত হইয়াছেন।"

যোগেশ। কখন্, কাহার দ্বারা ?

রমণী। সন্ধ্যার পর। প্রথমে যাহার অনুসরণ করিয়া এই বাটীর দ্বার পর্য্যন্ত আসিয়াছিলেন, আমি—সে—নই।

যোগেশ। তাহা আমি বরাবরই জানি।

রমণী। আপনাকে ভুলাইয়া বিপথে লইয়া যাইবার জন্য আমি বাটী হইতে বহির্গত হই—এবং তাহাতে সফলও হইয়াছি।

যোগেশ। আপাততঃ সেইরূপই দেখাইতেছে বটে।

রমণী। এদিকে টাকাকড়ির তেমন সুবিধা নাই, আপনি যদি আমাকে কিছু টাকা দেন, আমি আপনাকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছি।

যোগেশ। তুমি অপরদিকের কতদূর সংবাদ জান? তাহা-দিগকে ছাড়িতেছ কেন?

রমণী। অনেক কারণ আছে। টাকার জন্যই লোকের সঙ্গে সম্বন্ধ—টাকার জন্যই লোকের সহিত বিচ্ছেদ—তাহারা আমার সহিত ভাল ব্যবহার করিতেছে না। টাকাই সব—বিজলীবালা আমার কে?

যোগেশ পুনরায় শিহরিয়া উঠিলেন, কিন্তু কোন কথা কহিলেন না; রমণী বলিতে লাগিল, "আপনার ব্যবসায়ে আপনি খুব পাকা লোক, কিন্তু ভুলচুক সকলেরই আছে। আপনি একটা বিষম ভুল করিয়া বসিয়াছেন—এখন আপনি কেবল আঁধারে ঘুরিতেছেন।"

যোগেশ। তুমি আমাকে আলো দেখাইয়া দিতে পারিবে?

রমণী। আপনার চোখ একটু ফুটাইয়া দিতেছি, আজ চারি দিবস হইল সন্ধ্যার ট্রেনে আপনি কলিকাতা হইতে হুগলি আসিয়াছেন। পাছে হাবড়া দিয়া আসিলে প্রতিপক্ষ জানিতে পারে, এইজন্য সতর্ক হইয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে কাজ হয় নাই।

রমণী যোগেশের মুখের দিকে চাহিল। তিনি একটু হাসিলেন। যুবতী পুনরায় কহিতে লাগিল, "শালখিয়ার ঘাটে পার হইয়া, লিলুয়া ষ্টেশনে গাড়ীতে উঠিয়া, হুগলীতে আসেন এবং বরাবর * * * গলির ১৪ নং বাটীতে প্রবেশ করেন। এ কয়দিন বৃথা নানা স্থানে অনুসন্ধানের পর আজ সন্ধ্যার সময় বিজলীবালার দর্শন পাইলেন, তাহার অনুসরণ করিয়া এই বাটীর দ্বার পর্য্যন্ত আসিলেন, তাহার পর বিজলীবালার

পরামর্শে আমি বাটী হইতে বহির্গত হইলাম, আপনি আমার অনুসরণ করিলেন—এখন বুঝিলেন, আপনার গতিবিধির উপরও আপনার বিপক্ষ দলের বেশ লক্ষ্য আছে।”

যোগেশ। প্রথমে গোপনে হুগলী আসাই আমার উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু যখন দেখিলাম, পশ্চাতে লোক লাগিয়াছে, তখন আমার সে মতের পরিবর্ত্তন ঘটিল। আমি প্রকাশ্যভাবেই ষ্টেশনে নামিলাম, প্রকাশ্যভাবেই ১৪ নং বাটীতে আশ্রয় লইলাম। আমি হুগলীতে আসিয়াছি, তোমার বন্ধু-বান্ধবেরা পরিজ্ঞাত হওয়াতে, আমার অন্য উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে।

রমণীর মুখভাব যেন মুহূর্ত্তের জন্য বিকৃত হইল। রমণী কহিল, “কিন্তু প্রধান উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নাই—রামেশ্বরের কোন সন্ধান পান নাই ?”

যোগেশ। পাই নাই, কিন্তু পাইব আশা আছে।

রমণী। আপনার হাতের নিকট হইতে আজ সন্ধ্যার সময় সে সরিয়া পড়িয়াছে। এখন আর সে হুগলীতে নাই—যদি আমার প্রস্তাবে স্বীকৃত হন এবং আমাকে বিশ্বাস করেন, আমি তাহাকে ধরাইয়া দিতে পারি।

যোগেশ। সে এখন কোথায় ?

রমণী। কলিকাতার নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে।

যোগেশ। তুমি কত টাকা চাও ?

রমণী। দুই শত।

যোগেশ। অগ্রিম ৫০৲ টাকা দিতে পারি, কার্য্য সমাধা হইলে বাকি দিব—সম্মত আছ ?

রমণী। আছি।

যোগেশ পকেট হইতে ৫ খানি ১০৲ টাকার নোট বাহির করিয়া দিয়া কহিলেন, "কখন কলিকাতা যাইবে?"

রমণী। কাল ভোরের ট্রেনে। ষ্টেশনেই আপনার সহিত সাক্ষাৎ হইবে।

যোগেশ। তোমার নামটী কি!

হাসিয়া রমণী কহিল, "জ্ঞানদা।"

যোগেশ। কিন্তু জ্ঞানদা সাবধান—যদি আমার সহিত চাতুরী কর, তাহার পরিণাম বড় সুখের হইবে না, যেন সর্ব্বদা স্মরণ থাকে। ভোরের বেলায় যেন ষ্টেশনে সাক্ষাৎ পাই।

প্রত্যুত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই, যোগেশ গাত্রোত্থান করিলেন এবং বাটী হইতে বহির্গত হইয়া বরাবর টেলিগ্রাফ আফিসে উপস্থিত হইলেন। প্রতাপ বাবুর নিকট সাঙ্কেতিক শব্দে তারে সংবাদ গেল;——

"শীঘ্র আসুন।"

জ্ঞানদার নিকট হইতে যোগেশের বিদায় লইবার এক ঘণ্টার মধ্যেই প্রতাপ বাবু হুগলীর অভিমুখে রওনা হইলেন।

ষোড়শ স্তর।

চতুরে চতুরে।

টেলিগ্রাফ আফিস হইতে বাহির হইয়া, যোগেশবাবু পথিমধ্যে বেশ পরিবর্তন করিয়া লইলেন। এখন তাঁহার বিশেষ পরিচিত বন্ধুও তাঁহাকে হঠাৎ চিনিতে পারে কি না সন্দেহ। যখন জানিতে পারিলেন, এ বেশে কেহ তাঁহাকে আর চিনিতে পারিবে না এবং যখন বুঝিলেন, কেহ তাঁহার আর অনুসরণ করিতেছে না, তখন রেলওয়ে ষ্টেশনের দিকে অগ্রসর হইলেন। কলিকাতা হইতে ট্রেণ আসিবার আর বড় বিলম্ব নাই।

যথাসময়ে ট্রেণ আসিয়া হুগলী ষ্টেশনে থামিল। নানাদেশী নানাবেশী যাত্রী গাড়ীতে উঠিতে নামিতে লাগিল। যোগেশ বাবুর ভাবে বোধ হইতেছে, যেন তাঁহার কোন, আত্মীয়ের সেই ট্রেণে আসিবার কথা আছে, তিনি তাঁহারই অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া আছেন। যাত্রীরা একে একে গাড়ী হইতে নামিয়া গন্তব্য স্থানাভিমুখে চলিতেছে—দেখিতে দেখিতে প্লাটফর্ম্ম প্রায় লোকশূন্য হইয়া আসিল, গাড়ী ছাড়িতে আর বড় বিলম্ব নাই, এমন সময়ে মুক্তকচ্ছ ত্রিপুণ্ড্রকধারী এক উৎকলবাসী

শশব্যস্তে গাড়ী হইতে অবতরণ করিল। মুখে শালপত্রের চুরুট, বগলে সামান্য গোছের এক গাঁটরি, হস্তে ছত্রদণ্ড। গাড়ী হইতে নামিতে উড়িয়ার অসম্ভব বিলম্ব দেখিয়া, টিকিট-কালেক্টর সাহেব আরক্তলোচনে ঘা-কতকের বন্দোবস্তে উদ্যত হইলেন। উড়িয়া টিকিটখানি ফেলিয়া দিয়া পলায়ন করিল।

ষ্টেশনের বাহিরে নির্জ্জন পথে আসিয়া উড়িয়া থামিল। অনতিবিলম্বে তাহার পার্শ্বে অপর একব্যক্তি আসিয়া দাঁড়াইল। আগন্তুক আমাদের যোগেশ এবং উৎকলবাসী যে প্রতাপচাঁদ রায় পাঠক বোধ হয়, এতক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছেন।

প্রতাপ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কৈ, এখনও তুমি কলিকাতা যাও নাই ?"

যোগেশ। আমরা কাল ভোরের ট্রেণে রওনা হইব।

প্রতাপ। কতদূর কি করিয়াছ ?

যোগেশ সমস্ত বিবৃত করিলেন। প্রতাপ বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার কি অনুমান হয় ?"

যোগেশ। রামেশ্বর হুগলীতেই আছে, কলিকাতায় যায় নাই।

প্রতাপ। নিশ্চয়ই না।

যোগেশ। তাহারা ভাবিয়াছে, হুগলীতে আমি একা আসিয়াছি। আমি এখান হইতে প্রস্থান করিলে, পথ নিরাপদ ভাবিয়া বাহির হইবে।

প্রতাপ। তাহার পর ?

যোগেশ। একেবারে গাঢাকা দিবে। দূরাঞ্চলে পলাইবে।

প্রতাপ। এখন কোথায়, কিছু সন্ধান পাইয়াছ ?

যোগেশ। না। যেখানেই থাকুক, রেলে যাইতে সাহস করিবে না, নৌপথেই পলাইবে।

প্রতাপ। খুব সম্ভব। তোমাকে এখান হইতে একবার কলিকাতায় লইয়া যাইতে পারিলে, তাহারা ভাবিবে, পথ পরিষ্কার হইয়াছে। আমি এখানে আসিয়াছি, তাহারা জানে না। কাল তাহারা আমাকে কলিকাতায় দেখিতে পাইবে—আজও ঘণ্টা দুই পূর্ব্বে দেখিয়াছে।

এই কথা বলিয়া প্রতাপবাবু একটু হাসিলেন। যোগেশ কহিলেন, "আমাকে বোকা বানাইয়া কাল তাহারা খানিকটা ঘুরাইবে।"

প্রতাপ। আমি তোমার টেলিগ্রাম পাইয়াই বুঝিয়াছিলাম, এইরকমের কিছু একটা ঘটিয়াছে, আমি তাহার বন্দোবস্ত করিয়া আসিয়াছি। আমি যে কলিকাতায়, তাহা তাহারা বেশ জানে—কালও জানিবে। তুমি কাল জ্ঞানদার সহিত কলিকাতায় চলিয়া যাও—আমি এখানে থাকিলাম। তোমার সহিত ইহার মধ্যে আর বোধ হয় সাক্ষাৎ হইবে না।

যোগেশ। না।

তাহার পর দুইজনে দুইদিকে প্রস্থান করিলেন।

পরদিবস প্রাতঃকালে ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া, যোগেশ দেখিলেন, জ্ঞানদা তখনও উপস্থিত হয় নাই। তিনি তাহার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। নির্দ্দিষ্ট সময় যতই নিকট হইতে লাগিল, যোগেশের উৎকণ্ঠা ততই বাড়িতে থাকিল।

যথাসময়ে গাড়ী আসিয়া হুগলী ষ্টেশনে থামিল, কত

যাত্রী নামিল, কত উঠিল—গাড়ী ষ্টেশন ছাড়িয়া কলিকাতা অভিমুখে ছুটিল। যোগেশ চিত্রার্পিতের ন্যায় এক স্থানে দাঁড়াইয়া রহিলেন, সহসা তাঁহার দৃষ্টি এক অজাতশ্মশ্রু ধনী যুবকের উপর পড়িল। কিন্তু সে মুহূর্ত্তের জন্য—তিনি তাহার দিকে আর লক্ষ্য না করিয়া একপার্শ্বে সরিয়া দাঁড়াইলেন। যুবক ও ইতস্ততঃ দৃষ্টিসঞ্চালন করিতে করিতে ষ্টেশনের বাহির হইয়া পড়িল। যোগেশ মনে মনে ভাবিলেন, "ব্যাপারখানা কি এতক্ষণে বুঝিয়াছি—বেশ—ভাল! ভাল খেলোয়াড় না মিলিলে খেলিয়া সুখ হয় না। দেখা যাউক, জ্ঞানদার কতদূর দৌড়। চতুরা রমণী আমার সঙ্গে চাতুরী করিতে ছাড়িতেছে না।"

যোগেশ তখন আর পুরুষবেশী জ্ঞানদার অনুসরণ করিলেন না। কিয়ৎক্ষণ ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া, গত রাত্রের সেই বাটীতে গিয়া জ্ঞানদার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। জ্ঞানদা সদ্যোনিদ্রোত্থিতার ন্যায় আলস্যবিজড়িতনেত্রে শশব্যস্তে পরিধেয় বাস যথাস্থানে সুসংন্যস্ত করিতে করিতে উঠিয়া আসিল। নিদ্রাশিথিল চূর্ণালকগুচ্ছ স্বেদাক্ত সুন্দর ললাটে এখনও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সর্পশিশুবৎ লম্বিত রহিয়াছে। যোগেশ জ্ঞানদার তৎকালীন অভিনয় নৈপুণ্যে মুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারিলেন না। তিনি তিরস্কারের স্বরে কহিলেন, "এইরূপে তুমি বুঝি তোমার কথা রক্ষা করিবে?"

ধীরহস্তে অবিন্যস্ত অলকগুচ্ছ সরাইতে সরাইতে জ্ঞানদা কহিল, "ক্ষমা করিবেন মহাশয়! রাত্রিশেষে ঘোর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিলাম—আপনি আসিয়া না ডাকিলে

আরও যে, কতক্ষণ ঘুমাইতাম, তাহা বলিতে পারি না। আমার ঘুমটা বড়ই খারাপ।"

যোগেশ বাবু সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া, বিদ্রূপের স্বরে কহিলেন,—"পুলিসের টাকা বড় বদ জিনিষ, সহজে লোকের পেটে হজম হয় না।"

জ্ঞানদা। আমার হজম করিবার অভিপ্রায়ও ছিল না। ঘুমাইয়া না পড়িলে, এতক্ষণ আপনার সহিত হাওড়ার ষ্টেশনে পৌঁছিতাম। আপনি চিন্তিত হইবেন না, এখনও যথেষ্ট সময় আছে,—আমরা বৈকালে তিনটার ট্রেণে যাইব।

যোগেশ। তুমি যাও বা না যাও, আমি কিন্তু তিনটার ট্রেণে রওনা হইব।

জ্ঞানদা। আমি নিশ্চয়ই যাইব।

যোগেশ প্রস্থান করিলেন এবং অপরাহ্নে নির্দ্দিষ্ট সময়ে ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, জ্ঞানদা তাঁহার পূর্ব্বেই আসিয়াছে। টিকিট কিনিয়া উভয়ে গাড়ীতে উঠিলেন এবং যথাসময়ে হাবড়ায় আসিয়া নামিলেন।

জ্ঞানদা ইতস্ততঃ চঞ্চলনেত্রে চাহিয়া কহিল, "আর আমাদের একসঙ্গে থাকা কর্ত্তব্য নহে। বিজলীবালা বড় ভয়ঙ্কর স্ত্রীলোক। তাহার চক্ষু চারিদিকে—তাহার চর সর্ব্বত্র। আমাদিগকে একসঙ্গে দেখিলে সন্দেহ করিবে; একবার তাহার মনে সন্দেহ জন্মিলে, আমার জীবনসংশয় ঘটিবে।

জ্ঞানদা প্রস্থানোদ্যতা হইল, যোগেশ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কখন্ কোথায় তোমার সাক্ষাৎ পাইব? রামেশ্বর এখন কোন্ বাড়ীতে?"

জ্ঞানদা। কলিকাতা বা ইহার নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে আছে,—কোথায় তাহা নিশ্চয় জানি না। এক ঘণ্টার মধ্যে সংবাদ পাইব।

যোগেশ। আমার সহিত কখন্ দেখা হইবে?

জ্ঞানদা। রাত্রি ঠিক বারটার সময়ে।

জ্ঞানদা একটী স্থানের নাম করিল, সম্মত হইয়া যোগেশ কহিলেন, "যদি কোনরূপ প্রবঞ্চনা করিতে প্রয়াস পাও,——"

বাধা দিয়া জ্ঞানদা কহিল, "আমায় বিশ্বাস করুন, কোন ভয় নাই। যেরূপে পারি, রাত বারটার সময় রামেশ্বরকে আপনার হস্তে সমর্পণ করিব। টাকার জন্য আমি সব পারি। রামেশ্বর আমার কে? বিজলীবালার সহিতই বা আমার সম্বন্ধ কি? টাকাই আমার সর্ব্বস্ব!"

যোগেশ। কার্য্য উদ্ধার করিয়া দিতে পারিলেই বাকি টাকা পাইবে।

জ্ঞানদা। এখন আপনাকে আর এক কাজ করিতে হইবে।

যোগেশ। কি?

জ্ঞানদা। আপনি এক নৌকায় আমার সহিত পার হইতে পারিবেন না। আমি যতক্ষণ না অপরপারে যাই, আপনি এখানে অপেক্ষা করিবেন, প্রতিজ্ঞা করুন।

সে দিবস হাবড়ার পোল খোলা ছিল, কাজেই পারাপারের জন্য লোককে নৌকার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছিল।

যোগেশ। কেন?

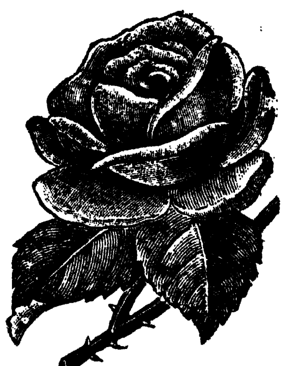
জ্ঞানদা। কারণ আছে। একসঙ্গে যাইলে কার্য্যোদ্ধার হইবে না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমার উপর তাহাদের তেমন বিশ্বাস নাই—আমার গতিবিধির উপর যদি লক্ষ্য রাখে—আমরা ধরা পড়িব।

যোগেশ। আচ্ছা, তোমার কথায় সম্মত হইলাম।

জ্ঞানদা একখানি নৌকায় একা আরোহণ করিল। যোগেশ তীরে দণ্ডায়মান রহিলেন। জ্ঞানদার নৌকা গঙ্গার নিস্তরঙ্গ স্বচ্ছসলিলরাশির উপর ভাসিতে ভাসিতে চলিতে লাগিল। তাহার পাশে পাশে আর একখানি তরণী এক-মাত্র আরোহী এক মাড়োয়ারী যুবককে লইয়া কলিকাতার পারে আসিতে লাগিল। যুবক ডিটেক্‌টিভ পুলিসের অন্যতম গোয়েন্দা রাখাল দত্ত।

পাঠক! এইখানে দেখুন, বিচক্ষণ গোয়েন্দাগণকে কত দিকে নজর রাখিতে হয়। অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া ভবিষ্যতের কত সম্ভাবিত পথে বুদ্ধিবৃত্তি চালিত করিতে হয়। যোগেশবাবু প্রথম হইতেই জ্ঞানদাকে বিশ্বাস করেন নাই—তিনি বরাবর জানিতেন, জ্ঞানদা মুখে যাহা বলিতেছে, কাজে তাহা করিবে না। একসঙ্গে এক গাড়ীতে কলিকাতায় আসিলেও জ্ঞানদা যে, কোনরূপে তাঁহার চক্ষে ধূলি দিয়া সরিয়া পড়িবার চেষ্টা করিবে, তাহাও তিনি একরূপ অনু-মান করিয়াছিলেন। তবে জ্ঞানদা যে, বাক্‌চাতুর্য্যে তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়া, তাঁহাকে এরূপভাবে গঙ্গার অপরপারে অপেক্ষা করিবার জন্য অনুরোধ করিবে, ইহা একবারও তাঁহার মনোমধ্যে উদিত হয় নাই।

হুগলী পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে যোগেশ কলিকাতায় আর এক টেলিগ্রাম পাঠাইয়াছিলেন, তাহার ফলেই রাখাল ছদ্মবেশে হাবড়ায় অপেক্ষা করিতেছিলেন। জ্ঞানদার অজ্ঞাতে যোগেশের সহিত রাখালের সঙ্কেত বিনিময় হইয়া গেল, জ্ঞানদা কিছুই জানিতে পারিল না। চতুরার সহিত চাতুরী খেলিয়া, চতুর চূড়ামণি তীরে দাঁড়াইয়া রহিলেন,—জ্ঞানদা তাঁহার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে রাখিতে গঙ্গা পার হইয়া তীরে উত্তীর্ণ হইল। রাখাল অলক্ষ্যে তাহার অনুসরণ করিতে লাগিল। জ্ঞানদা বিজলীবালার বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল।



সপ্তদশ স্তর।

নিশীথে।

রাত্রি ঠিক এগারটার সময় সিঁথির কোন একটী নির্জ্জন পল্লীতে জ্ঞানদার সহিত যোগেশের সাক্ষাৎ হইল।

জ্ঞানদা কহিল, "কেমন, এখন সন্তুষ্ট হইয়াছেন ত? আর ত কোন অবিশ্বাস নাই?"

হাসিয়া যোগেশ কহিলেন, "না, এ পর্য্যন্ত অবিশ্বাসের কোন কারণ দেখি নাই।"

জ্ঞানদা। আজ রাত্রেই রামেশ্বরকে দেখাইয়া দিব।

যোগেশ। সেইরূপই কথা আছে বটে কিন্তু কখন্?

জ্ঞানদা। এক ঘণ্টার মধ্যে। কিন্তু আমার পুরস্কারের টাকা কখন পাইব?

যোগেশ। রামেশ্বরকে আমায় দেখাইয়া দিবামাত্র আমি তোমাকে অঙ্গীকৃত পুরস্কার দিব।

জ্ঞানদা। আমি যে মৎলব আঁটিয়াছি, তাহাতে তৎক্ষণাৎ আমাকে টাকা দিবার সুবিধা বা সুযোগ পাইবেন না।

যোগেশ। কেন?

জ্ঞানদা। কিছু পরে আমি যাহার সহিত কথা কহিব, সেই রামেশ্বর। আমি তাহার সহিত কথা কহিয়া চলিয়া যাইব, আপনি তাহার অনুসরণ করিবেন। তৎক্ষণাৎ তাহাকে গ্রেপ্তার করিলে সে এবং বিজলীবালা ভাবিবে, আমিই তাহাকে ধরাইয়া দিয়াছি। তাহারা ঘুণাক্ষরে আমার বিশ্বাসঘাতকতা বুঝিতে পারিলে, আমার আর নিস্তার থাকিবে না। আপনি টাকাটা আমায় এখন দিন না কেন?

যোগেশ। না, রামেশ্বরকে দেখাইয়া দিবার পূর্ব্বে আমি তোমাকে আর এক কপর্দ্দকও দিব না। যদি আমায় সন্তুষ্ট করিতে পার, তোমার টাকা মারা যাইবে না।

জ্ঞানদা। যাহা ভাল বিবেচনা হয় করুন কিন্তু একটা কথা—রামেশ্বরকে কি এখনই গ্রেপ্তার করিবেন?

যোগেশ। তাহা এখন ঠিক বলিতে পারি না। তোমার মত কি?

জ্ঞানদা। আমার বিবেচনায় এখন গ্রেপ্তার না করিলেই ভাল হয়। কারণ বামাল সমেত তাহাকে ধৃত করাই আপনার উদ্দেশ্য। এখন গ্রেপ্তার করিলে, মালপত্র সহজে বাহির করিতে পারিবেন না।

যোগেশ বাবু সে কথার কোন উত্তর দিলেন না। কহিলেন, "আর কত বিলম্ব?"

জ্ঞানদা। সময় নিকটবর্ত্তী। আমি চলিলাম, আপনি গোপনে আমার পশ্চাতে আসুন। আমি যাহার সহিত দাঁড়াইয়া কথা কহিব দেখিবেন, সেই রামেশ্বর।

যোগেশ বাবু মাথা নাড়িয়া সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন।

জ্ঞানদা মন্থরগতিতে চন্দ্রালোকিত অনতিবিস্তৃত গ্রাম্যপথ ধরিয়া অগ্রবর্ত্তিনী হইল। যোগেশ দূরে থাকিয়া, তাহার অনুসরণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইবার পরে, জ্ঞানদার অলক্ষিতে যোগেশ একটী সাঙ্কেতিক শব্দ করিলেন। সে শব্দ নৈশ নিস্তব্ধতার কোলে বিলীন হইবার পূর্ব্বেই লোকান্তরবাসী অশরীরী জীবের মত এক অপূর্ব্ব মূর্ত্তি নিঃশব্দে তাঁহার পার্শ্বে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল। যোগেশ বাবু তাহার কানে কানে কি বলিয়া দিলেন, অপূর্ব্ব মূর্ত্তি বিনা বাক্যব্যয়ে পার্শ্ববর্ত্তী ঘনতরুচ্ছায়ান্ধকারের মধ্যে পূর্ব্ববৎ অদৃশ্য হইয়া গেল।

জ্ঞানদা বিজলীবালার সহচরী বা দাসী। সামান্য অর্থলোভে সে যে, রামেশ্বরকে বিপজ্জালে বিজড়িত করিবে না, ইহা নিশ্চিত। কিন্তু তাহাদের উদ্দেশ্য কি, যোগেশ এখনও সম্যক পরিজ্ঞাত হন নাই। কোন্ উদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়া তাহারা এ খেলা খেলিতেছে, তাহা এখনও তিনি ভাল বুঝিতে পারেন নাই। তিনি দুইটী অনুমান করিয়াছেন। প্রথম অনুমান :—তাহারা কোন ব্যক্তিকে রামেশ্বরের অনুরূপ সাজাইয়া, জ্ঞানদার দ্বারা কিছু টাকা আদায় করিবে এবং তাঁহাকে কিয়ৎকাল বৃথা বিপথে পরিচালিত করিবে, সেই সুযোগে প্রকৃত রামেশ্বর গা-ঢাকা দিয়া দাঁড়াইতে পারিবে। দ্বিতীয় অনুমান :—তাঁহার নিপাত। মানুষের বিপদ যখন ঘনীভূত হইয়া আইসে, তখন তাহার কবল হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য অনেকে অনেক সময় অনেক দুঃসাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। নিরাপদ হইবার আশায় নীরব নিশীথে এই বিজন পল্লীর মধ্যে

তাঁহার বক্ষে ছুরিকাঘাতের কল্পনাও তাহাদের পক্ষে নিতান্ত অসম্ভব নহে। তিনি এই উভয়বিধ অনুমানেরই প্রতিষেধক ব্যবস্থা করিয়া বাটী হইতে বাহির হইয়াছিলেন। জ্ঞানদার মত চটুলা যুবতীর সরলতায় তাঁহার আদৌ বিশ্বাস নাই।

জ্ঞানদা আরও কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া একখানি বাগানের ফটকের পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইল। যোগেশ তাহার অনতিদূরেই বিটপীর নিবিড় ছায়ান্ধকারের মধ্যে লুকাইয়া রহিলেন। জ্ঞানদা যে স্থানে দণ্ডায়মান, তথায় ঘনপল্লবিত শাখাপ্রশাখার বিরলতা হেতু চন্দ্ররশ্মি বেশ সরল এবং অবিচ্ছিন্নভাবে প্রপতিত হইতেছিল। সুতরাং জ্ঞানদার সহিত আলাপচারী লোকটীকে ভাল করিয়া দেখিবার সুযোগ ঘটিবে ভাবিয়া, যোগেশ মনে মনে বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন।

নীরবে দুই জনেই দণ্ডায়মান। প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা অতিবাহিত, তথাপি রামেশ্বরের আগমন হইল না। যোগেশ বাবু একটু অধীর হইয়া উঠিলেন। সহসা দূরে চন্দ্রালোক মধ্যে কাহার অস্পষ্ট আকৃতি তাঁহার নেত্রদৃষ্টি আকৃষ্ট করিল। আগন্তুক ইতস্ততঃ ভয়চকিত দৃষ্টি সঞ্চালিত করিতে করিতে জ্ঞানদার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল।

শীতের শিশিরবিধৌত অস্পষ্ট চন্দ্রালোকে যোগেশ যতটুকু দেখিতে পাইলেন, তাহাতে আগন্তুককে তাঁহার রামেশ্বর বলিয়া কোনরূপেই প্রতীতি জন্মিল না। লোকটার আকার ইঙ্গিতে বোধ হইতে লাগিল, যেন সে কোনরূপ ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া আসিয়াছে, কিন্তু তাহাকে কোনরূপেই রামেশ্বরের অনুরূপ বোধ হয় না। যোগেশ মনে মনে একটু হাসিলেন। তাঁহাকে

পরাস্ত করিবার তাহাদের এই যৎসামান্য উপকরণ দেখিয়া, স্বতঃই তাঁহার অধরপুটে হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল।

এদিকে আগন্তুক পুরুষ জ্ঞানদার নিকটবর্ত্তী হইয়া কহিল, "জ্ঞানদা! কি সংবাদ আনিয়াছ বল, আমি বড়ই অস্থির হইয়াছি—আর এরূপে লুকোচুরি খেলিতে পারি না।"

জ্ঞানদা। আর বেশী দিন লুকোচুরি খেলিতে হইবে না।

পুরুষ। তুমি বৈকালে আসিয়াছ?

জ্ঞানদা। হাঁ!

পুরুষ। শুনিলাম, সেই লোকটাকে নাকি সঙ্গে করিয়া আনিয়াছ?

জ্ঞানদা। কি করিব—যেমন হুকুম।

পুরুষ। কার হুকুম? কে আনিতে বলিল?

জ্ঞানদা। খোদ গৃহিণী—বিজলীবালা।

পুরুষ। সে বড়ই নির্ব্বোধ। তাহার বুদ্ধির দোষে দেখিতেছি সমস্তই নষ্ট হইবে।

জ্ঞানদা। সে যাহা ভাল বুঝিতেছে করিতেছে—তাহার কার্য্যের জমা খরচ রাখিবার তোমার আবশ্যক নাই। রাস্তা পরিষ্কার হইয়াছে—এখন সরিয়া পড়িতে পার।

পুরুষ। বিজলীর সহিত কখন সাক্ষাৎ হইবে?

জ্ঞানা। কাল সন্ধ্যার সময়।

পুরুষ। তুমি এখন কোথায় যাইবে?

জ্ঞানদা। বিজলীর বাড়ীতে?

পুরুষ। লোকটা যদি তোমার অনুসরণ করিয়া থাকে?

জ্ঞানদা। না—ঠিক এই সময়ে তাহার সহিত আমার

সাক্ষাৎ করিবার কথা আছে— সে অন্য স্থানে আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। আমি চলিলাম, আর অধিক বিলম্ব করিতে পারিব না।

পুরুষ। দুই জন একসঙ্গে যাওয়া ভাল নয়, তুমি চল, আমি একটু বিলম্বে যাইতেছি।

জ্ঞানদা প্রস্থান করিল। পুরুষ অপেক্ষা করিতে লাগিল। যোগেশ বাবু নিকটেই ছিলেন। আগন্তুকের সহিত জ্ঞানদার কথাবার্ত্তা সমস্তই শুনিয়াছেন। এক্ষণে জ্ঞানদা চলিয়া যাইবার পরে তিনি বেশ মনোযোগের সহিত তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাহার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। যতই দেখিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার বোধ হইতে লাগিল, লোকটা ছদ্ম-বেশে আত্ম গোপনের যথেষ্ট প্রয়াস পাইয়াছে। তাহাকে ছদ্মবেশী রামেশ্বর বলিয়া ভ্রম হইতে পারে কিন্তু রামেশ্বরের অনুরূপ বলিয়া কিছুতেই প্রতীতি হয় না। যোগেশ বিষম গোলযোগে রহিলেন।

জ্ঞানদার প্রস্থানের প্রায় দশ মিনিট পরে আগন্তুকও সে স্থান ত্যাগ করিল। যোগেশও বৃক্ষবাটিকার মধ্য হইতে বহির্গত হইয়া তাহার পশ্চাৎ চলিলেন। প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা পথ অতিক্রমের পরে আগন্তুক পথিপার্শ্বস্থ একটী গলির মোড়ে কোনও মত্তপের তানলয় অশুদ্ধ বসন্ত-বেহাগ-রাগিণীর বীভৎস আলাপে চমকিয়া পশ্চাৎ ফিরিল; দেখিল, আত্ম-সংযমে অসমর্থ হইয়া, এক মাতাল পথিমধ্যে অঙ্গভঙ্গিসহকারে নৃত্য করিতে করিতে চলিতেছে। মদ্যপায়ীর সন্ধ্যাকালের সুবিন্যস্ত কেশদাম তাহার উদ্দাম ব্যবহারে করিণীদলমথিত পদ্মবনের

ন্যায় শ্রীভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। ইস্ত্রিকরা সার্টটীর স্থানে স্থানে ছিন্ন এবং অধিকাংশ স্থান তাম্বুলরাগরঞ্জিত। জামার উপর তাম্বুলরাগের অনুরাগাতিশয্য দর্শনে স্পষ্টই বোধ হইতেছে, কোন বিধুবদনা নাগর প্রতি অনুরাগের পূর্ণতা প্রকাশের জন্য সুধাধরনিঃস্থত অমৃতসিঞ্চনে সর্ব্বাঙ্গ রঞ্জিত করিয়া দিয়াছে। গাত্র বস্ত্রখানি প্রথমতঃ কটীতটে যশোদাদুলালের পীতধড়ার মত জড়ান ছিল, এক্ষণে তাহার কিয়দংশ উন্মোচিত হইয়া, গৌরাঙ্গপ্রেমবিহ্বল মুণ্ডিতশীর্ষ বৈরাগীভায়ার ন্যায় ধরাতলে লুণ্ঠিত হইতে হইতে চলিতেছে। মদ্যপ সুরাশক্তিতে হেলিতেছে দুলিতেছে—মুখে নানা রাগরাগিণীর আলাপ করিতেছে আর আপন মনে চলিতেছে।

পুরুষ পথিমধ্যে মাতাল দেখিয়া একপার্শ্বে সরিয়া দাঁড়াইল। মাতাল কিন্তু তাহাকে দেখিতে পাইয়া টলিতে টলিতে তাহার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। পুরুষ পাশ কাটাইয়া চলিয়া যাইতে লাগিল, মাতাল তাহার বসনাঞ্চল ধরিয়া জড়িতস্বরে কহিল, "কি বাবা কালাচাঁদ! এত রাত্রে কোথায়?"

পুরুষ কিছু গোলযোগে পড়িল। মদ্যপের কবল হইতে মুক্তি পাইবার জন্য বিনীতস্বরে কহিল, "মহাশয়! আমায় ছাড়ুন—আমার নাম কালাচাঁদ নয়।"

মদ্যপ। সোণার চাঁদ! ও কথা বলিয়া আজ আর ফাঁকি দিতে পারিতেছ না। বনমালী, আজ আর তোমায় চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে যাইতে দিব না।

পুরুষ বিরক্তির স্বরে কহিল, "ভাল মাতালের পাল্লায় পড়িলাম। তুমি থাক কোথায়?"

মাতাল পুরুষের চিবুক ধরিয়া আদরের স্বরে কহিল, "চন্দ্রাবলীর প্রেমের নেশায় বিভোর হইয়া রহিয়াছ, তাই আমায় চিনিতে পারিতেছ না। আমি যে তোমার প্রেমের বক্না—রাই-রাজকন্যা। আমায় চিনিতে পারিতেছ না মণি!"

পুরুষ ভয়ে জড়সড়। পাশ কাটাইয়া চলিয়া যাইতে পারিলে বাঁচে। মাতাল পথ আগুলিয়া দাঁড়াইতে লাগিল। পুরুষ ক্রুদ্ধ হইয়া ঘুসি উত্তোলন করিল। মাতাল কহিল, "রসময়! একি ব্যবহার! শ্রীমতীর অপমান! তোমায় আজ আর ছাড়ছি না রসরাজ।"

এই বলিয়া তাহার মাথার কাপড় ধরিয়া এক টান দিল। কাপড় খুলিয়া গেল—সঙ্গে সঙ্গে মাথার পরচুলও খসিয়া পড়িল। পুরুষ যেন কিছু ভীত, কিছু শশব্যস্ত হইয়া গাত্রবস্ত্রে মস্তকাচ্ছাদন করিতে প্রবৃত্ত হইল। মাতাল কিন্তু তাহাকে সে অবসর না দিয়া, তাহার দাড়ি গোঁফ ধরিয়া আর এক টান দিল। সঙ্গে সঙ্গে কৃত্রিম শ্মশ্রুগুম্ফও খসিয়া পড়িল।

যাহার গোঁফ দাড়ি এবং মাথার পরচুল গেল, তাহার অপেক্ষা যে ঐ সকল ধরিয়া টানিল, সে অধিক পরিমাণে বিস্মিত ভীত এবং চকিত হইল। কিছুক্ষণের জন্য উভয়েই নীরব নিস্পন্দ, পরস্পরের মুখের দিকে তীব্রদৃষ্টি বিক্ষেপ করিয়া দণ্ডায়মান। শশিকরবিধৌত শিশিরস্নাত ধরণীপৃষ্ঠে, যামিনীর নীরব দ্বিতীয়প্রহরে নির্জ্জন পল্লীপ্রান্তর মধ্যে দুইটী জীব মুহূর্ত্তের জন্য স্তম্ভিত। একজন বিজয়-গৌরবে মনের আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল, অপর অপ্রত্যাশিতপূর্ব্ব পরাভবে মুহূর্ত্তের জন্য দমিয়া গেল।

যাহার কৃত্রিম শ্মশ্রুগুম্ফ অপসারিত হইল, সে রামেশ্বর। মাতাল বা মাতালবেশী যোগেশ রামেশ্বরকে এখানে এরূপ-ভাবে দেখিবার প্রত্যাশা করেন নাই। স্বপ্নেও ভাবেন নাই, কল্পনাতেও কখনও মনের মধ্যে স্থান পায় নাই যে, জ্ঞানদা বাস্তবিকই রামেশ্বরকে তাঁহার করে সমর্পণ করিবে। সুতরাং তিনি সেরূপ বন্দোবস্তও করিয়া আসেন নাই। এক্ষণে রামেশ্বরকে চিনিবামাত্র তাঁহার বিস্ময়ের পরিসীমা রহিল না। মুহূর্ত্তমধ্যে বিস্ময় দমন করিয়া পূর্ব্ববৎ মাতালের ন্যায় টলিতে টলিতে কহিলেন, "মাথমচোরা! আজ যে ধড়াচূড়ার বড় বাহার দেখিতেছি! আমি যে তোমার জন্য অভিসারে আসিয়াছি।"

রামেশ্বর উত্তেজিত স্বরে কহিল, "ভাল মাতালের পাল্লায় পড়িয়াছি। যাও না বাবা! নিজের পথ দেখ না, আমায় ছাড়িয়া দাও—কৃষ্ণপ্রেমে যে একেবারে নেশা ভরপুর।"

সহসা যোগেশের মত্ততা দূর হইল। সহজস্বরে কহিলেন, "না বাবা! আর নেশা টেশা নাই—কৃষ্ণপ্রেম ছুটিয়াছে—তুমি তোমার পথ দেখ—আমি আমার পথ দেখি। তোমার মত বদ্‌রসিকের সহিত আমার আর প্রেমের আখড়া দিবার আবশ্যকতা নাই।"

যোগেশ প্রস্থানোদ্যত হইলেন। রামেশ্বর কিছু চঞ্চল, কিছু বিস্মিত হইয়া যোগেশের মুখের দিকে চাহিল। তাহার দৃষ্টিতে যোগেশ তাহার মনোভাব স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়া কহিলেন, "তোমায় আমার আবশ্যক নাই—আমি যাহার প্রেমে উন্মত্ত হইয়া এতদূর আসিয়াছি, সে তুমি নও।"

রামে। বাঃ! একদম তোমার নেশা যে ছুটিয়া গেল। তোমার অভিপ্রায় কি বল দেখি?

যোগেশ। পূর্ব্বেই ত প্রকাশ করিয়া বলিয়াছি।

রামে। কতক্ষণ আমার অনুসরণ করিতেছ?

যোগেশ। ঘণ্টা দুই হইতে।

রামে। কেন?

যোগেশ। তুমি ছদ্মবেশে ছিলে। আমারও একটা ছদ্ম-বেশী বন্ধুর এখানে আসিবার কথা আছে। আমি তোমাকে আমার সেই বন্ধু ভাবিয়াছিলাম। এখন দেখিতেছি, আমার ভুল হইয়াছে।

রামে। তুমি কে?

যোগেশ। আর আপ্যায়িতে কাজ নাই—এখন আমি চলিলাম।

যোগেশ প্রস্থান করিলেন। রামেশ্বর কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের ন্যায় কিয়ৎক্ষণ দণ্ডায়মান রহিল। তাহার প্রধান ভাবনা, অনুসরণকারী তাহাকে গ্রেপ্তার করিল না কেন—তাহার যুগলকরে লৌহবলয় শোভিত না করিয়া চলিয়া গেল কেন? কিছুই বুঝিতে পারিল না। অবশেষে কৃত্রিম শ্মশ্রুগুম্ফ পর-চুলাদি যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়া প্রস্থান করিল।

যোগেশ পথিপার্শ্বে একস্থানে দণ্ডায়মান ছিলেন। রামে-শ্বর তাঁহার নিকট দিয়া কিছুদূর অগ্রসর হইলে, তিনি তাহার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। যোগেশের এখন আর সে বেশ নাই। ইন্দ্রজাল প্রভাবে মুহূর্ত্ত মধ্যে সে বেশ, সে কেশ—সে সমস্ত পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। সে মানুষ নয় বলিলেও চলে।

এখন তাঁহাকে দেখিলে একজন সম্ভ্রান্ত পাঠানবংশীয় যুবক বলিয়া বোধ হয়।

রামেশ্বর বিজলীবালার বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল। যোগেশ কিয়দ্দূরে দণ্ডায়মান থাকিয়া একটী শিস্ দিলেন, এক ফকির আসিয়া হাজির হইল। যোগেশ তাহাকে মৃদুকণ্ঠে কহিলেন, "এই বাটীর দিকে উত্তমরূপে লক্ষ্য রাখিবে—আমি চলিলাম, যদি কোন পুরুষ বাহির হয়, তাহার গতিবিধির দিকে নজর রাখিবে।"

একখানি গাড়ী ভাড়া করিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ টেলিগ্রাফ আফিসের দিকে ছুটিলেন। নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইয়া অধ্যক্ষ সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। সাহেব তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন, তিনি তারের একপ্রান্তে উপবেশন করিলেন, অপর প্রান্তে প্রতাপচাঁদ। উভয়েরই তারিৎশাস্ত্রে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ছিল।

প্রায় একঘণ্টা ব্যাপিয়া উভয়ের মধ্যে অনেকবিধ অদ্ভুত সংবাদের আদান প্রদান চলিল। তাঁহাদের কথাবার্ত্তার সারাংশ:—উভয়েই সেই রাত্রিতে রামেশ্বরকে দেখিয়াছেন। একই সময়ে রামেশ্বরের এক মূর্ত্তি হুগলীতে প্রতাপচাঁদের এবং কলিকাতায় যোগেশের সম্মুখে সমুপস্থিত হইয়াছে। দুই জনেরই দৃঢ়বিশ্বাস, তাঁহারা প্রত্যেকে রামেশ্বরকে স্বচক্ষে দেখিয়াছেন। অদ্ভুত ব্যাপার—অলৌকিক কাণ্ড! কুসংস্কারাচ্ছন্ন অন্য লোক হইলে, ইহাকে কোন ভৌতিক কাণ্ড বলিয়া আখ্যাত করিত। তাঁহারা কিন্তু ইহার প্রকৃত তথ্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন।

অষ্টাদশ স্তর।

বিজলীবালার উদ্বেগ।

রাত্রি দুই ঘটিকার সময় রামেশ্বর বিজলীবালার কক্ষে আসিয়া দেখা দিল। তাহার মলিন মুখ এবং প্রভাহীন চঞ্চল-দৃষ্টি দেখিয়া গৃহস্বামীর মুখখানিও মুহূর্ত্তের জন্য পরিম্লান হইল। শশব্যস্তে জিজ্ঞাসা করিল, "এ কি! তুমি যে ফিরিয়া আসিলে? সে লোকটা তোমার অনুসরণ করে নাই?"

রামে। করিয়াছিল বৈ কি।

বিজলী। তোমাকে গ্রেপ্তার করিল না কেন?

রামে। বলিতে পারি না।

বিজলী। কি বলিল?

রামে। বিশেষ কোন কথা বলিল না। মাতালের মত আসিয়া আমার ছদ্মবেশ ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিল, তাহার পর, 'তুমি নও, আমার ভুল হইয়াছে' বলিয়া চলিয়া গেল।

বিজলী। আশ্চর্য্য কাণ্ড! তোমার ছদ্মবেশ ছিঁড়িয়া ফেলিল, তুমি রামেশ্বর—তোমায় চিনিতে পারিল, তবুও তোমায় গ্রেপ্তার করিল না!

জ্ঞানদা এতক্ষণ নীরবে বসিয়াছিল। এক্ষণে কহিল, "গতিক বড় ভাল নয়—আমার যুক্তি শোন, এখনও নিরস্ত হও, তাহাদের সঙ্গে পারিয়া উঠিবে না।"

ক্ষিপ্তা বাঘিনীর ন্যায় গর্জ্জন করিয়া বিজলী কহিল, "শেষ পর্য্যন্ত দেখিব। সহজে ছাড়িব না। হয় মরিব, না হয় মারিব। আমি তাহাদের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়াছি—তাহারা কেন রামেশ্বরকে গ্রেপ্তার করিল না, তাহাও বুঝিয়াছি। তাহারা শুধু রামেশ্বরকে চাহে না—বামাল সমেত তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে চাহে।"

জ্ঞানদা। তাই যদি তাহাদের উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহাদের কেহ আমাদের বাটীর দ্বার পর্য্যন্ত পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়াছে।

বিজলী। খুব সম্ভব—সম্ভব কেন, নিশ্চয় আসিয়াছে, এখন আর এক কাজ করিতে হইবে।

বিজলীবালা ছদ্মবেশীর প্রতি একটী কটাক্ষপাত করিয়া, গ্রীবা হেলাইয়া কহিল, "এখন আর একটী কাজ করিতে হইবে।"

সে ব্যক্তি কহিল, "দাস হাজির, শ্রীমুখের আদেশবাণী বাহির হইলেই, সম্পাদিত হইবে।"

বিজলী। তুমি আমার বাটী হইতে বাহির হইয়া বরাবর চলিয়া যাও। জ্ঞানদা কিছু পশ্চাতে গোপনে তোমার অনুসরণ করুক। তোমার গতিবিধির উপর লক্ষ্য রাখিবার জন্য তাহারা কেহ উপস্থিত আছে কি না, এখনই জানিতে পারা যাইবে।

রামেশ্বর এবং কিছু বিলম্বে জ্ঞানদা তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ বাটী হইতে বাহির হইল। যোগেশ বা তাঁহার কোন অনুচর রামেশ্বরের অনুসরণ করিতেছে না দেখিয়া, জ্ঞানদা ফিরিয়া আসিল এবং যথাস্থানে সকল বৃত্তান্ত বিবৃত করিল। শুনিয়া বিজলীবালা আরও উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। জ্ঞানদা কহিল, "ইহাও কি সম্ভব ?"

বিজলী। কি সম্ভব ?

জ্ঞানদা। হুগলীতে যোগেশ ব্যতীত তাহাদের অন্য লোক বর্ত্তমান ছিল!

বিজলীবালা শিহরিয়া উঠিল। কহিল, "অসম্ভব নয়।"

জ্ঞানদা। এখন তুমি কি করিবে ?

বিজলী। শুইব—রাত্রি অনেক হইয়াছে। তাহার পর কাল যাহা হয় হইবে। কাল আমাদের বাঁচন মরণের দিন। জীবন মৃত্যু, আশা নিরাশা, সাফল্য বিফলতার সন্ধিস্থল কাল! এত দুশ্চিন্তা, উদ্বেগ, মনোকষ্ট আর সহ্য হয় না। কাল ইহার একটা নিষ্পত্তি করিয়া ফেলিব। এখন চল, দুইজনে একটু বিশ্রাম করিগে।

এই বলিয়া বিজলীবালা জ্ঞানদার হাত ধরিয়া, শয়নপ্রকোষ্ঠ মধ্যে প্রবিষ্ট হইল।

ঊনবিংশ স্তর।

গ্রেপ্তার।

প্রতাপ বাবু অতি প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া, হুগলীর পুলিসাধ্যক্ষের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। অধ্যক্ষ প্রতাপের পরিচিত। প্রতাপ বাবু তাঁহার নিকট হইতে কয়েকজন বিশ্বস্ত লোক চাহিয়া লইলেন এবং কোথায় তাহাদিগকে কি কার্য্য করিতে হইবে বুঝাইয়া দিয়া, সে স্থান হইতে বহির্গত হইলেন।

প্রতাপের আদেশানুসারে রেল, ষ্টিমার এবং প্রত্যেক নৌকা সংরক্ষণের স্থলে ছদ্মবেশী গোয়েন্দা-পুলিস পাহারায় নিযুক্ত রহিল। তিনিও স্বয়ং ছদ্মবেশে নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে প্রতাপ বাবু রেল ষ্টেশনে উপস্থিত হইলেন। কলিকাতা হইতে একখানি ট্রেন আসিয়া প্লাটফরমে থামিল। যাত্রীরা আপন আপন দ্রব্য সামগ্রী লইয়া, গন্তব্যস্থলাভিমুখে প্রস্থানোদ্যত হইল। প্রতাপ বাবু মুটিয়ার বেশ ধরিয়া একপার্শ্বে দণ্ডায়মান। প্রত্যেক অবরোহণকারী যাত্রীর উপর তাঁহার মর্ম্মভেদী সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি সঞ্চালিত হইতে

লাগিল। সেই জনস্রোতের মধ্যে একজনের উপর তাঁহার দৃষ্টি আবদ্ধ হইল।

যাহার উপর প্রতাপ বাবুর শ্যেনদৃষ্টি সংবদ্ধ হইল, সে একটী স্ত্রীলোক—বয়সে প্রবীণা, বেশভূষায় ভদ্র গৃহস্থ-রমণী বলিয়া অনুমান হয়। লোকের অনুমান যাহাই হউক, প্রবীণ প্রতাপের নিকট কিন্তু রমণীর সকল কৌশল ব্যর্থ হইল। প্রথম দৃষ্টিতেই প্রতাপ তাহাকে চিনিলেন। রমণী—বিজলীবালা।

বিজলীবালা মন্থরগতিতে ষ্টেশন হইতে বাহির হইল। তাহার ভাবে বোধ হইতেছে, হুগলীতে তাহার এই প্রথম পদার্পণ—রাস্তা ঘাট সম্পূর্ণ অপরিচিত। যেন কোন বিশেষ প্রয়োজন বশতঃ এখানে আসিতে বাধ্য হইয়াছে। পথের লোককে গন্তব্যস্থানের বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে করিতে বিজলী চলিতেছে। প্রতাপ পশ্চাতে তাহার অনুসরণ করিতেছেন।

ক্রমশঃ সন্ধ্যা হইল, রজনীর অন্ধকার আসিয়া বিশ্বচরাচর পরিব্যাপ্ত করিয়া বসিল। পথিপার্শ্ববর্ত্তী আলোকমালা ধরণীর তিমিরবাসের উপর নীলাম্বরে হেমকার্য্যের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। বিজলী এখনও পথে—এখনও এ রাস্তা, সে রাস্তা ধরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। মাঝে মাঝে আসে পাশে পশ্চাতে সতর্কদৃষ্টিতে চাহিতেছে। কেহ তাহার অনুসরণ করিতেছে কি না এবং করিলেও তাহাকে বিভ্রান্ত এবং বিরক্ত করাই, এই ভ্রমণের উদ্দেশ্য বুঝিতে প্রতাপের বিলম্ব হইল না। এক স্থানে দাঁড়াইয়া মুহূর্ত্তমধ্যে প্রতাপ বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া লইলেন।

অনেক পথ ঘুরিয়া বিজলী অবশেষে নগরের উপকণ্ঠে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং একটী সরু গলির মধ্যে প্রবেশ করিল। গলির মধ্যে আলোকের সেরূপ বন্দোবস্ত না থাকায়, গলি পথ বড়ই অন্ধকারময়। পথের উভয়পার্শ্বে অধিকাংশই পর্ণকুটীর—কচিৎ কোথাও দুই একখানি অর্দ্ধভগ্ন ক্ষুদ্রাট্টালিকা। এই সকল পর্ণকুটীর বা অট্টালিকার দুই একখানি হইতে প্রদীপের ক্ষীণালোক গবাক্ষপথে অথবা দ্বারছিদ্র দিয়া রাস্তার উপর উকি ঝুকি মারিতেছে। বিজলীবালা এই গলির মধ্যে একখানি অর্দ্ধভগ্ন দ্বিতল বাটীর সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল। দ্বার তালাবদ্ধ ছিল; বিজলী নিকটস্থিত চাবির সাহায্যে দ্বার খুলিয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল এবং ভিতর হইতে অর্গল আঁটিয়া দিল।

প্রতাপ বাবু নিকটেই ছিলেন, বাটীখানির অবস্থা উত্তমরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া, গলির মোড়ে ফিরিয়া আসিলেন। তথায় একজন লোক দণ্ডায়মান ছিল, প্রতাপের ইঙ্গিতে সে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ পূর্ব্বোক্ত বাটীর নিকট আসিল। প্রতাপ তাহাকে কহিলেন, "দেখ, এই বাটীর মধ্যে একটী স্ত্রীলোক প্রবেশ করিয়াছে, সে বাহির হইবামাত্র আমি তাহার অনুসরণ করিব। তুমি এই স্থানে অপেক্ষা করিবে।"

লোক। যে আজ্ঞা।

প্রতাপ। আমি যতক্ষণ না ফিরি, ততক্ষণ বাটীর দিকে বেশ করিয়া লক্ষ্য রাখিবে। আমার অনুপস্থিতকালে যদি কেহ বাটী হইতে বহির্গত হয়, তাহাকে গ্রেপ্তার করিবে।

লোক। বহুৎ আচ্ছা।

লোকটী অন্ধকারের মধ্যে এক স্থানে লুকাইয়া রহিল। প্রতাপ অপর স্থানে থাকিয়া বাটীর দ্বারের দিকে লক্ষ্য রাখিতে লাগিলেন। প্রায় তিন ঘণ্টাকাল পাষাণমূর্ত্তির মত নিশ্চেষ্ট-ভাবে বসিয়া রহিলেন, তথাপি কেহ বাটীর মধ্য হইতে বাহির হইল না। অবশেষে ধীরে ধীরে বাটীর দ্বার মুক্ত হইল এবং মুক্তপথে সালঙ্কারা এক নবীনা বাহির হইয়া আসিল।

এতক্ষণে আকাশে চাঁদ উঠিয়াছে, চাঁদের ক্ষীণালোকেও দূর হইতে প্রতাপ চিনিলেন, নবীনা—বিজলীবালা। মুহূর্ত্ত-মধ্যে বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া প্রবীণ ডিটেক্‌টিভ পুনরায় প্রমদার পশ্চাদনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন।

বিজলীবালা সেই অন্ধকার গলি হইতে বহির্গত হইয়া, অগ্র পশ্চাতে সতর্কদৃষ্টি বিনিক্ষেপ করিতে করিতে নানা স্থান ঘুরিয়া ফিরিয়া, অবশেষে একটী বাটীর দ্বারে দণ্ডায়মান হইল। বাড়ীখানি প্রতাপ বাবুর নিতান্ত অপরিচিত নহে। এই বাড়ীতেই যোগেশের সহিত জ্ঞানদার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। বিজলীবালা বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল। তাহার প্রবেশের অব্যবহিত পরেই বিনা সঙ্কোচ এবং অত্যল্পায়াসেই প্রতাপ-বাবুও তন্মধ্যে লব্ধপ্রবেশ হইলেন। বাটীর নিম্নতল ঘোর অন্ধ-কারাবৃত! অনুসন্ধানে দ্বিতলে উঠিবার সোপানপথ অবগত হইয়া তৎসাহায্যে নিঃশব্দে উপরে উঠিলেন। দ্বিতলেও কাহারও সাড়াশব্দ পাইলেন না। দালানের দক্ষিণাংশের একটী প্রকোষ্ঠ হইতে উন্মুক্ত গবাক্ষপথ দিয়া কেবল একটা আলো-কের ছটা বাহিরে বিকীর্ণ হইতেছিল। প্রতাপ বাবু ধীরপদে তদভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

কক্ষাভ্যন্তরে একখানি তক্তপোসের উপর বিজলী উপবিষ্টা। কোন কার্য্যের সাফল্য হেতু লোকের মনে একটা গভীর আনন্দ জন্মে। সে আনন্দপ্রবাহ মানব সহজে গোপন করিতে সক্ষম হয় না। সে আনন্দে মুখ চোখ আরক্তিম হইয়া উঠে। বিজলীর মুখমণ্ডলেও সেইরূপ একটা আনন্দের জ্যোতিঃ বিভাসিত হইতেছিল। কি জন্য সে আনন্দ, প্রতাপের নিকট তাহাও গোপন রহিল না।

বিজলী অধিকক্ষণ স্থিরভাবে বসিয়া থাকিতে পারিল না। কিয়ৎক্ষণ গৃহমধ্যে পদচারণা করিয়া পুনরায় তক্তপোষের উপর উপবেশন করিল এবং বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে একটী সামান্য রকমের পুলিন্দা বাহির করিয়া পার্শ্বে রাখিল।

পুলিন্দাটী কিসের বুঝিতে প্রতাপের বাকী রহিল না। বিজলী পুলিন্দার দিকে সোৎসুক লোলুপদৃষ্টি বিনিক্ষেপ করিতে করিতে, আপন মনে কহিতে লাগিল, "কৈ, জ্ঞানদা ত এখনও আসিল না—আর ত বিলম্ব করিতে পারি না! যাহা হউক, কতক কার্য্য সিদ্ধ হইয়াছে—বেশী লোভ ভাল নয়।"

সহসা বিজলীবালা থামিল। পুলিন্দাটী বস্ত্রের মধ্যে উত্তমরূপে গোপন করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং গৃহের চতুর্দ্দিকে একবার শেষ দৃষ্টি সঞ্চালন করিয়া, দ্বারের সমীপবর্ত্তিনী হইল। দ্বার উন্মোচন করিবার জন্য দ্বারে হস্তার্পণ করিল কিন্তু দ্বারোদ্ঘাটন করিবার পূর্ব্বে বাহির হইতে কোন বলিষ্ঠ হস্তের বলপ্রয়োগে দ্বার মুক্ত হইয়া গেল। বিজলীবালা সভয়ে চীৎকার করিয়া তিন চারি হস্ত পশ্চাতে সরিয়া দাঁড়াইল। মুক্ত দ্বারপথে উজ্জ্বল দীপালোকে ভয়বিস্ময়বিহ্বলা বিজলীবালা দেখিল,

সম্মুখে এক অপরিচিত দণ্ডায়মান। তাহার আকৃতি প্রকৃতি কিংবা বেশভূষায় তাহাকে কোন হীনবংশীয় নীচপ্রকৃতির লোক বলিয়া বোধ হইল। অৰ্দ্ধমলিন পরিধেয় বস্ত্রের স্থানে স্থানে ছিন্ন—কেশ রুক্ষ—শ্মশ্রুগুম্ফ আবক্ষবিলম্বিত। বিজলী-বালা সাহসিকা হইলেও, জনমানবশূন্য অট্টালিকা মধ্যে সহসা এই ভয়ঙ্কর মূৰ্ত্তির আবির্ভাবে আশঙ্কায় অভিভূত হইয়া পড়িল। কিন্তু সে মুহূর্ত্তের জন্য। নিমেষ মধ্যে প্রকৃতিস্থা হইয়া কর্কশ-কণ্ঠে কহিল, "কে তুই? চোর! এখান হইতে দূর হ'—নচেৎ পুলিসে খবর দিব, চীৎকার করিয়া লোক ডাকিব।"

আগন্তুক তাহার সেই ঘনকৃষ্ণ শ্মশ্রুগুম্ফের মধ্যে দুই পংক্তি শুভ্র দন্তবিকাশ করিয়া কহিল, "বল কি ঠাকরুণ! পুলিস ডাকিবে? চীৎকার করিয়া লোক জড় করিবে? কেন—আমি কি চোর?"

বিজলী। চোর নয় ত কি! পাঁচ শ' বার চোর! কে তুই? কেন এখানে আসিয়াছিস্?

আগ। কে আমি পরে বলিতেছি। একটা অশুভ সংবাদ আছে। রামেশ্বর বাবু ধরা পড়িয়াছে।

বিজলী। কে তুই? তোকে আমি চিনি না। তোর কথা শুনিতে চাহি না—যা দূর হ'।

আগ। আমি তোমাদের পর নহি। কেন আমার সহিত ওরূপ ব্যবহার করিতেছ। আমি শত্রু নই। এতদিন রামেশ্বরের নিকট ছিলাম। পুলিসের লোকজন তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে আসিতেছে দেখিয়া, আমি প্রাণভয়ে চম্পট দিয়াছি।

বিজলী। বেশ করিয়াছ। তুমি বড় বুদ্ধিমান—এক কাজ কর, এখান হইতেও চম্পট দাও।

আগ। তুমি আমায় একটু আশ্রয় দাও। আমার আর দাঁড়াইবার স্থান নাই। আমার অনেক গুণ—রামেশ্বর বাবু আমায় বড় ভালবাসেন।

বিজলী। সত্য বলিতেছ, রামেশ্বর বাবু তোমায় ভালবাসেন? কৈ, আমি ত তোমাকে পূর্ব্বে একবারও দেখি নাই?

বিজলীবালা ক্রমশঃ দুই এক পা করিয়া, আগন্তুকের সমীপবর্ত্তিনী হইতে লাগিল। যেন অপরিচিতের উপর আর তাহার ততটা অবিশ্বাস নাই। কথায়-বার্ত্তায়, আলাপে পরিচয়ে যেন ক্রমশঃ ঘনিষ্ঠতা বাড়িতেছে। সে ঘনিষ্ঠতায় আপ্যায়িত হইয়া অপরিচিত কহিল, "দেখিয়াছ, তবে তখন বেশভূষা অন্যরূপ ছিল। এখন যে আমার এ ছদ্মবেশ, তাই চিনিতে পারিতেছ না।"

বিজলী। এখানে ত আর এখন ছদ্মবেশের দরকার নাই—তোমার ও কৃত্রিম দাড়ি গোঁপ খুলিয়া ফেল, তোমার চেহারাখানা একবার দেখি।

শনৈঃ শনৈঃ আরও নিকটবর্ত্তিনী। যেন কত কালের আলাপ পরিচয়—নিজ হস্তেই কৃত্রিম শ্মশ্রুগুম্ফ খুলিয়া দিবার যেন অভিপ্রায়। চোখে মুখে এখন আর সন্দেহ বা ভয়-বিস্ময়ের চিহ্ন নাই। বেশ সহজ সহাস্য মুখ। সুহাসিনী হাসিয়া হাসিয়া কথা কহিতেছে—ধীরে ধীরে অপরিচিতের দিকে অগ্রসর হইতেছে। অপরিচিত এখনও সেই স্থানে—সেই মুক্ত দ্বারপথে দণ্ডায়মান। সহসা বিজলীবালা ক্ষিপ্র

ব্যাঘ্রীর ন্যায় আগন্তুকের উপর লাফাইয়া পড়িল। উর্দ্ধোত্থিত করে দৃঢ়মুষ্টিমধ্যে এক শাণিত ছুরিকা দীপালোকে ঝক্‌মক্ করিয়া উঠিল। বিদ্যুৎবেগে সেই ছুরিকা আগন্তুকের বক্ষঃ লক্ষ্য করিয়া পতিত হইল। অপর কেহ হইলে পিশাচীর এই আকস্মিক আক্রমণ হইতে কখনই পরিত্রাণ পাইত না কিন্তু অপরিচিত বড় শক্ত লোক, পাকা গোয়েন্দা প্রতাপচাঁদ। বিজলীর মত দানবীর সহিত তাঁহার নিত্য সম্বন্ধ, সুতরাং সতত সতর্ক। পূর্ব্ব হইতেই পাপিষ্ঠার অভিপ্রায় অবগত হইয়াছিলেন, তাই এ যাত্রা আত্মরক্ষণে সমর্থ হইলেন।

বিজলীবালার উর্দ্ধোত্থিত ছুরিকা লক্ষিত স্থানে পতিত হইবার পূর্ব্বে প্রতাপ বাবু বিদ্যুৎগতিতে একপার্শ্বে সরিয়া দাঁড়াইলেন। পিশাচীর ভীষণ ছুরিকা শূন্য বায়ুস্তরে আঘাত করিল মাত্র। প্রতাপ বাবু তাহাকে পুনরাঘাতের অবসর না দিয়া, তৎক্ষণাৎ বজ্রমুষ্টিতে তাহার দক্ষিণ হস্ত চাপিয়া ধরিলেন। বিজলীবালার মৃণালবিনিন্দিত কোমল প্রকোষ্ঠ সে চাপে ব্যথিত হইল। হাত হইতে ছুরিখানা সশব্দে গৃহতলে পড়িয়া গেল।

বিজলীবালা চীৎকার করিয়া কহিল, "কে তুই? খুনে ডাকাত! দূর হ' আমার সম্মুখ হতে!"

প্রতাপ বাবু তাহার হাত ছাড়িয়া কহিলেন, "পাষাণি! শয়তানি, আমি খুনে ডাকাত? কাহার উদ্যত ছুরিকা আমার শোণিত পান করিতে আসিয়াছিল? আমি সহজে দূর হইতেছি না। তোমার বস্ত্রের মধ্যে পুলিন্দাটী কিসের?"

সন্দিগ্ধনেত্রে একবার প্রতাপের মুখের দিকে, একবার

আপনার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া, বিজলী কহিল, "ওঃ বুঝিয়াছি! তুই কে জানিয়াছি! রামেশ্বর বিশ্বাসঘাতক, সেই তোকে আমায় নির্য্যাতন করিতে পাঠাইয়াছে।" ক্রোধে রমণী অধর দংশন করিল।

প্রতাপ কহিলেন, "রামেশ্বর তোমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে নাই। তুমিই তাহার সর্ব্বনাশ করিয়াছ। আমিও সন্ধ্যার ট্রেনে হুগলী আসিয়াছি। বিদেশে অপরিচিতা পথভ্রান্তা প্রৌঢ়ার পশ্চাদনুসরণ করিয়া নির্জ্জন পল্লীমধ্যে রামেশ্বরের অনুসন্ধান করিয়া লওয়া আমার পক্ষে তত কঠিন হয় নাই। সেই জন্য বলিতেছি, রামেশ্বরের দোষ নাই, সে তোমায় ধরাইয়া দেয় নাই—তুমিই তাহার সর্ব্বনাশের কারণ।"

বিজলী বক্তার মুখের দিকে কিয়ৎক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া কহিল, "তুমিই কি যোগেশ?"

প্রতাপ। না।

বিজলী। তুমি কি চাও? এখানে কি করিতে আসিয়াছ?

প্রতাপ। তোমার ঐ পুলিন্দাটী চাই। আরও তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার কিছু আবশ্যক আছে।

বিজলী। পুলিন্দা! কিসের পুলিন্দা? আমার নিকট কিছু আছে, তোমায় কে বলিল?

প্রতাপ। কেহ বলে নাই—আমাদিগকে বলিয়া দিতে হয় না, আমরা সকল সন্ধান রাখি।

বিজলী। তাহা হইলে পুলিন্দার মধ্যে কি আছে তাহাও তুমি জান?

প্রতাপ। বোধ হয় জানি।

বিজলী। আমার প্রস্তাবে যদি সম্মত হও, উহার মধ্যে যাহা আছে, তোমাকে তাহার অৰ্দ্ধেক দিব।

প্রতাপ। কি প্রস্তাব?

বিজলী। তুমি অবশ্য পুলিসের লোক—যদি আমাকে গ্রেপ্তার না কর কিংবা আমার কার্য্যকলাপে বাধা না দাও, উহার মধ্যে যাহা আছে, তোমায় তাহার অর্দ্ধেক—

প্রতাপ। কিন্তু বিজলী আমি কে জান?

বিজলী। না।

প্রতাপ। আমারই নাম প্রতাপচাঁদ রায়!

বিজলীর মুখ হইতে কেবল একটী অস্ফুট শব্দ বাহির হইল। তাহার মাথা ঘুরিতে লাগিল—সে বসিয়া পড়িল। প্রতাপ বাবু আর বৃথা কালক্ষয় না করিয়া দৃঢ়পদে তাহার সমীপবর্ত্তী হইলেন এবং বলপূর্ব্বক বিজলীর বস্ত্রের মধ্য হইতে পুলিন্দাটী বাহির করিয়া লইলেন। সেই স্থানে তাহারই সম্মুখে পুলিন্দাটী খুলিয়া ফেলিলেন। তাহার মধ্য হইতে স্নুবর্ণ ও হীরকালঙ্কার এবং ফিতাবাঁধা নোটের তাড়া বাহির হইয়া পড়িল। নগদ টাকা অল্পই ছিল।

প্রতাপ বাবু পকেটবুক বাহির করিয়া অলঙ্কারগুলি এবং কত টাকার নোট উহাতে ঢুকিয়া লইলেন। তাহার পর জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাকি টাকা এবং অলঙ্কার কোথায়?"

বিজলী কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া কহিল, "রামেশ্বরের নিকট।"

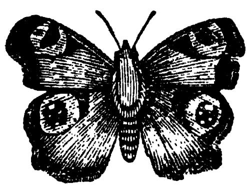
প্রতাপ। তুমি এখন আপনার অবস্থা বুঝিতে পারিয়াছ,

সহজে আমার সহিত যাইবে, না অন্য কোনরূপ বন্দোবস্ত করিব ?

বিজলী। অন্য বন্দোবস্তের আবশ্যক নাই। আমি সহজেই যাইতে সম্মত আছি।

প্রতাপ বাবু বিজলীবালাকে লইয়া সে বাটী হইতে বহির্গত হইলেন এবং নিকটবর্ত্তী পুলিশ ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া, অলঙ্কার ও টাকার সহিত বিজলীবালাকে তথাকার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীর হস্তে সমর্পণ করিলেন।

তাহার পর তথা হইতে বহির্গত হইয়া রামেশ্বরকে গ্রেপ্তার করিলেন। হতভাগ্য সহজেই সকল দোষ স্বীকার করিল। তাহার দৃঢ়বিশ্বাস, বিজলীবালাই তাহাকে ধরাইয়া দিয়াছে। বহু চেষ্টা করিয়াও প্রতাপবাবু তাহার মন হইতে এ বিশ্বাসের অপনোদন করিতে পারিলেন না।



বিংশ স্তর।

উপসংহার।

পরদিবস প্রতাপ বাবু রামেশ্বর ও বিজলীবালাকে লইয়া কলিকাতায় উপস্থিত হইলেন। যোগেশের নিকট পূর্ব্বেই তারে সংবাদ আসিয়াছিল। তিনিও কলিকাতায় নিশ্চিন্ত বসিয়াছিলেন না। এই মোকর্দ্দমায় সংশ্লিষ্ট অপরাপর ব্যক্তিকে তিনিও গ্রেপ্তার করিয়াছেন। জ্ঞানদা, বামাচরণ এবং গুরু-দয়াল এখন হাজতে।

এই স্থানে গুরুদয়ালের কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। গুরুদয়াল রামেশ্বরের জ্ঞাতি ভাই, তাহার সহিত রামেশ্বরের অনেকাংশে বর্ণ ও আকৃতিগত সৌসাদৃশ্য আছে। কোন অপরিচিত লোক সহজে উভয়ের মধ্যে বৈষম্য লক্ষ্য করিতে সক্ষম হইত না। চুলে, চোখে, মুখে, বর্ণে উভয়ের মধ্যে যে সৌসাদৃশ্য ছিল, তাহাতে একজনকে অপর বলিয়া লোকের সহজেই ভ্রম জন্মিত। যোগেশ বাবু রামেশ্বরের ছবি দেখিয়াছিলেন মাত্র, সেই জন্য চন্দ্রকরপ্লাবিত সিঁথির গ্রাম্যপথে রাত্রিকালে গুরুদয়ালকে দেখিয়া ভ্রান্ত ও প্রতারিত হইয়াছিলেন।

বিচারে রামেশ্বরের চৌদ্দ বৎসর কারাবাসের আদেশ হইল। বিজলীবালা, বামাচরণ, গুরুদয়াল ও জ্ঞানদা ধর্ম্মাধিকরণের সূক্ষ্মবিচারে এই চৌর্য্যব্যাপারে প্রত্যক্ষভাবে পরিলিপ্ত না থাকিলেও, অপরাধীর সাহায্য, সরকারী কর্ম্মচারীর কর্ম্মে বাধা দেওয়া প্রভৃতি অপরাধে অল্প বিস্তর দণ্ড পাইল।

নবীনচন্দ্র সরকার সসম্মানে আদালত হইতে মুক্ত হইল। মল্লিক বাবুরা পুনরায় তাহাকে তাহার পূর্ব্ব কর্ম্মে নিযুক্ত করিলেন। প্রতাপ, যোগেশ এবং বামার সাহায্যে তাঁহারা তাঁহাদের অপহৃত অর্থ ও অলঙ্কারাদি পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া, তিনজনকে যথেষ্ট পুরস্কৃত করিলেন।

সরলা কারামুক্ত স্বামীর সন্দর্শন পাইয়া আনন্দে অশ্রু বিমোচন করিতে লাগিল। নবীন গুণবতী সহধর্ম্মিণী ও শিশু পুত্রকে অঙ্কে লইয়া, এতদিনের কারাযন্ত্রণা সকলই ভুলিয়া গেলেন।

সেই দিন রাত্রি দশ ঘটিকার সময় প্রতাপ বাবুর দ্বারে একখানি ভাড়াটিয়া গাড়ী আসিয়া থামিল। গাড়ী হইতে নবীন তাঁহার স্ত্রীর সহিত অবতরণ করিলেন। সরলার কোলে তাহার সেই শিশু সন্তান। পূর্ব্বের কথা স্মরণ হওয়াতে সরলার চক্ষু অশ্রুপ্লাবিত হইল। আর একদিন তিনি এই শিশুটীকে বক্ষে লইয়া, প্রতাপবাবুর দ্বারস্থ হইয়াছিলেন। সে একদিন, আর আজ একদিন। সে দিনের কথা সরলা জীবনে বিস্মৃত হইতে পারিবে না।

প্রতাপবাবু বাটীতেই ছিলেন। অশ্রুপ্লাবিত সরলা প্রতাপ-বাবুর পদযুগল উভয় করে ধারণপূর্ব্বক আনন্দ গদ্‌গদকণ্ঠে

কহিতে লাগিলেন, "আপনাকে আমি পিতৃসম্বোধন করিয়াছি। আপনিও পিতার কার্য্য করিয়াছেন। আপনি কৃপা না করিলে দুঃখিনীর আজ সংসারে দাঁড়াইবার স্থান থাকিত না।—"

প্রতাপবাবু সস্নেহে সরলার হাত ধরিয়া উঠাইয়া বসাইলেন। তাহাকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, "মা! তোমার পতিভক্তি অতুলনীয়া। তোমার গুণেই আজ তোমার স্বামী কারামুক্ত—লোকসমাজে এবং ধর্ম্মাধিকরণে নির্দ্দোষ বলিয়া সাব্যস্ত। তুমি বড় লক্ষ্মী—আশীর্ব্বাদ করি, স্বামীসুখে সুখিনী হও।"

নবীনও কৃতজ্ঞতাভরে প্রতাপের পদে আনত হইলেন। প্রতাপ বাবু তাহাদের প্রতি যথেষ্ট সৌজন্য প্রকাশ করিয়া তাহাদিগকে বিদায় দিলেন।

নবীন বৃদ্ধবয়স পর্য্যন্ত বিশ্বাসের সহিত মল্লিক বাড়ীতে কার্য্য করিয়াছিলেন।

সম্পূর্ণ।